উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

শুধুই কি আর শিউলি ও ধূপধুনোর সুবাস মেখে পুজো আসে? আগমনীর বাতাস তো নতুন পোশাকেরও গন্ধ মাখা। আজকাল অনলাইন কেনাকাটার ধাক্কায় নতুন পোশাকের গন্ধ কি আর তেমনভাবে ভিন্ন অনুভূতি জাগায়?

পরনের সুতোয় সুবাস

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

কিষেনজির স্ত্রীর আত্মসমর্পণ

তেলেঙ্গানা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন প্রয়াত মাও নেতা কিষেনজির স্ত্রী পোতুলা কল্পনা ওরফে সুজাতাক্কা। তাঁর মাথার দাম ১ কোটি টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল পুলিশের তরফে। ১১

মন্ত্রী নাকি রোবট!

দুর্নীতি রুখতে এবার মন্ত্রীর দায়িত্বে ভার্চুয়াল রোবট! ইউরোপের তুলনামূলক পিছিয়ে থাকা দেশ আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী এডি রামা সম্প্রতি মন্ত্রীসভা ঘোষণার সময় এই অনন্য চমক দেন। ১২

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩১°	৩১°	৩১°	৩১°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৬°	২৬°	২৬°

আজ আবার এসএসসি

রবিবার দ্বিতীয় দফার পরীক্ষার জন্য তৈরি স্কুল সার্ভিস কমিশন। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির নিয়োগে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় থাকবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ৫

২৮ ভাদ্র ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 14 September 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 118

দুবাইয়ের বাইশ গজে আজ ‘অপারেশন সিঁদুর’

দুবাই, ১৩ সেপ্টেম্বর : জীবন বদলে দেয়। ভাগ্য গড়ে দেয়!

অতীতে যখনই এই ম্যাচটা আসত, ক্রিকেট দুনিয়া সেই ম্যাচ নিয়ে এভাবেই আগাম পূর্বাভাস করত। দুই প্রতিবেশী দেশের ক্রিকেটারদের ক্রিকেটীয় স্কিল নিয়ে চলত আলোচনা। ম্যাচের ভাগ্য কী হতে পারে, তা নিয়েও চলত বাজি ধরা।

চলতি বছরের ২২ এপ্রিলের পর ছবিটা আমূল বদলে গিয়েছে। সেদিন পহলগামে পর্যটকদের উপর জঙ্গিহানা হয়েছিল। প্রাণ গিয়েছিল ২৬ জনের। সেই পহলগাম কাণ্ডের বদলা নিতে ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরও এখন ইতিহাস।

আর সেই ঘটনার পর থেকে দুই প্রতিবেশীর তলানিতে থাকা সম্পর্ক আরও অতলে চলে গিয়েছে। ভারতীয় জনমানসে এখন স্লোগান একটাই, পাকিস্তানকে দেখলেই কচুকাটা করে দাও। রক্তের বদলে চাই রক্ত।

সময় এগিয়ে চলেছে আপন খেয়ালে। থেমে নেই কোনও কিছুই। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পহলগাম কাণ্ডের প্রায় পাঁচ মাস পর ফের পরস্পরের মুখোমুখি ভারত-পাক। এবার ক্রিকেটের বাইশ গজে। রবিবার সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও পাকিস্তান অধিনায়ক সলমন আলি আঘা দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে টস করতে নামবেন। সূর্যদের কি একবারও পহলগাম কাণ্ডের কথা মনে পড়বে না তখন? জবাব জানা নেই কারোরই। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মনের অন্দরে

এরপর চোদ্দোর পাতায়

চূড়াচাঁদপুরে হিংসাকবলিত এলাকায় খুদেদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার মণিপুরে।

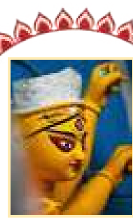

মা আসছেন

১৪

দিন পর

‘আমি আপনাদের সঙ্গে আছি’

অশান্ত মণিপুরে শান্তির বাণী মোদির

ইম্ফল, ১৩ সেপ্টেম্বর : তিনি এলেন, দেখলেন এবং জয় করার চেষ্টা করলেন ঠিকই, কিন্তু তাতে মণিপুরের কুকি বনাম মেইতেই সম্প্রদায়ের জাতিগত হিংসার ক্ষতে কতটা প্রলেপ পড়ল, তা নিয়ে সংশয় রয়েই গেল। রাষ্ট্রপতি শাসনে থাকা মণিপুরে হিংসার আড়াই বছর পর প্রথমবার মাত্র তিনঘণ্টার জন্য পা রেখে নিজেকে শান্তিদূত হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টায় কোনও খামতি রাখেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মণিপুরবাসীকে হিংসা ভুলতে বলে তাঁর আশ্বাসবার্তা, ‘কথা দিচ্ছি, আমি আপনাদের সঙ্গে রয়েছি। ভারত সরকার আপনাদের সঙ্গে, মণিপুরের মানুষের সঙ্গে রয়েছে।’

এদিন ইম্ফল বিমানবন্দরে মোদিকে স্বাগত জানান মণিপুরের রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লা ও মুখ্যসচিব পুনীতকুমার গোয়েল। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই সড়কপথে ইম্ফল থেকে চূড়াচাঁদপুরে পৌঁছান মোদি। সেখান থেকে মণিপুরের উন্নয়নকল্পে ৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। পরে ইম্ফলের কাংলা দুর্গেও পৃথক একটি জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেও ১২০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনা করেন। দুটি জায়গাতেই তিনি আশ্রয় শিবিরগুলিতে থাকা হিংসাবিধ্বস্ত মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের সমস্যা মন দিয়ে শোনেন। কেন্দ্রীয় সরকার যে মণিপুরে শান্তি ফেরাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সেই আশ্বাসও দেন।

ভোকাল টনিক

- মণিপুরের নামেই মণি আছে। এটা সেই মণি যা গোটা উত্তর-পূর্বের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করবে
- মণিপুরের জমি হল সাহস এবং সংকল্পের ভূমি
- হিংসা আমাদের পূর্বপুরুষ এবং আগামী প্রজন্মের প্রতি সবথেকে বড় অবিচার। তাই আমাদের উচিত মণিপুরকে শান্তি ও উন্নয়নের রাস্তায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

মোদি এদিন চূড়াচাঁদপুরের পিস গ্রাউন্ডে একটি জনসভায় বলেছেন, ‘মণিপুর হল আশা এবং আকাঙ্ক্ষার ভূমি। মণিপুরের নামেই মণি আছে। এটা সেই মণি যা গোটা উত্তর-পূর্বের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করবে। ভারত সরকার মণিপুরকে বিকাশের রাস্তায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।’

তাঁর কথায় ‘রাজ্যে যে হিংসার ঘটনা ঘটেছে, তা দুর্ভাগ্যজনক ছিল। আমি ভিটেচ্যুত মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। এটুকু বলতে পারি, মণিপুর নতুন সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি সমস্ত সংগঠনকে বলছি, আপনারা আপনাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে শান্তির পথে ফিরে আসুন। কেন্দ্রীয় সরকার লাগাতার পাহাড় ও উপত্যকার সংগঠনগুলির সঙ্গে শান্তি আলোচনার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে।’

দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে মণিপুর অশান্ত থাকলেও সেদিকে ‘নজর’ পড়েনি মোদির। এতদিন বাদে তাঁর মণিপুর সফর চূড়ান্ত হতেই কটাক্ষের বাণ ছুড়েছিল বিরোধীরা। এদিনও যথারীতি সেই বাণে বিদ্ধ হতে হয়েছে তাঁকে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এদিন এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর মাত্র ৩ ঘণ্টার জন্য মণিপুরে যাওয়া সহানুভূতি নয়, বরং এটা প্রহসন, লোকদেখানো এবং আহত মানুষের অপমান করা ছাড়া আর কিছুই নয়। চূড়াচাঁদপুর এবং ইম্ফলে আপনার তথাকথিত রোড শো আশ্রয় শিবিরগুলিতে থাকা মানুষগুলির কান্না শোনা থেকে কাপুরুষের মতো পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।’ প্রধানমন্ত্রীর রাজধর্ম কোথায়

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এমজেএনে পরিকাঠামো স্থানান্তর

নয়া ক্যাম্পাসে চিকিৎসা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর : সুনীতি রোডের ধারে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পুরোনো ক্যাম্পাস থেকে চিকিৎসা ব্যবস্থা কার্যত উঠে যাচ্ছে। সেখান থেকে পরিষেবা স্থানান্তরিত করা হবে কৃষিবীজ খামার এলাকায় মেডিকেলের নতুন ক্যাম্পাসে। নতুন জায়গায় এক হাজার বেডের পরিষেবা চালুর প্রস্তাব দিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই তার সবুজ সংকেত মিলেছে। ফলে ধাপে ধাপে পুরোনো ভবন থেকে পরিকাঠামোগুলি স্থানান্তরিত করে নেওয়া হবে।

মেডিকেলের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডলের কথায়, ‘বর্তমানে যেখানে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়, সেই সুনীতি রোডের ধারের ভবনটি হেরিটেজ তালিকাভুক্ত। নতুন নতুন বিভাগ চালু হতে থাকায় সেখানে জায়গার অভাব রয়েছে। সেই ভবন হেরিটেজ হওয়ায় সেখানে নতুন করে নির্মাণকাজ সম্ভব নয়। তাই নতুন ক্যাম্পাসে চিকিৎসা পরিষেবা শুরুর তোড়জোড় চলছে।’

জেলা হাসপাতাল থেকে মেডিকেল কলেজে উন্নীত হওয়ার সময়ই শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কৃষিবীজ খামার এলাকায় প্রায় ২৫ একর জায়গার উপরে মেডিকেলের নতুন ক্যাম্পাস তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে বর্তমানে পঠনপাঠন, প্রশাসনিক কাজকর্ম চলে। পড়ুয়া, চিকিৎসকদের হস্টেলও সেখানেই রয়েছে। সেখানে এখনও নতুন ভবন তৈরি করা হচ্ছে। পঠনপাঠন সেখানে চললেও পুরোনো ভবনেই চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়।

তবে জায়গার সমস্যা মেটাতে নতুন ক্যাম্পাসেই ভরসা রাখছে কর্তৃপক্ষ। ধাপে ধাপে সব পরিষেবা নতুন ক্যাম্পাসে দেওয়া শুরু হলে পুরোনো হেরিটেজ ভবনটি ফাঁকা হয়ে যাবে। তখন সেখানে ক্যানসার হাব তৈরি করার একটি প্রস্তাব রেখেছে কর্তৃপক্ষ। মেডিকেলেরই একটি অংশ হিসেবে সেখানে ক্যানসার সংক্রান্ত পরিষেবা দেওয়ার চিন্তাভাবনা রয়েছে। তবে তার অনুমোদন এখনও মেলেনি।

এমজেএন মেডিকেলের নতুন ভবন।

কর্তৃপক্ষের দাবি, হাসপাতাল স্থানান্তরিত হলে তারপর পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য অনুমতি চাওয়া হবে। তবে কবে নাগাদ নতুন ভবনে পুরোপুরি পরিষেবা শুরু হবে তা এখনও স্পষ্ট করে বলতে পারেননি মেডিকেলের আধিকারিকরা। ইতিমধ্যেই নতুন ভবনে সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি তৈরি করা হয়েছে। অনেক পরীক্ষানিরীক্ষাই সেখানে করা হয়।

পুরোনো ভবনে জায়গার অভাব থাকায় এক বেডে একাধিক রোগী এমনকি বারান্দাতেও রোগীদের থাকতে হয়। বহির্বিভাগে ছোট্ট একটি ভবনের ভিতরে হাজার

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এডিশন স্পেশাল

রাজ্যপালকে নিশানা ব্রাত্যর

পাঁচের পাতায়

প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের প্রস্তাবের পক্ষে ভারত

বারোর পাতায়

৫ মার্চ নির্বাচন, ঘোষণা সুশীলার

কাঠমান্ডু ও নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার রাতে নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেই অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ বেঁধে দিলেন সুশীলা কার্কি। ২০২৬-এর ৫ মার্চ দেশে পার্লামেন্ট নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। নেপালের মতো ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে গত বছর অগাস্টে ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে বাংলাদেশে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার একবছর পরেও নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে পারেনি মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। সেদিক থেকে দৃষ্টান্ত তৈরি করলেন নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী।

তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যদের শপথগ্রহণ নিয়ে অবশ্য ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর, অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রীদের নামের তালিকা নিয়ে আন্দোলনকারী জেন জেড নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা চলছে। মন্ত্রীসভায় তরুণ প্রজন্মের একাধিক মুখের পাশাপাশি কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। তবে নতুন সরকারে সিপিএন (ইউএমএল), এনসিপি (এম-সি) বা নেপালি কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা থাকবেন না বলেই প্রাথমিকভাবে স্থির হয়েছে।

সূত্রটি জানিয়েছে, মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলি থেকে প্রতিনিধি নেওয়ার বিষয়ে আন্দোলনকারীদের তীব্র আপত্তি রয়েছে। তাঁদের যুক্তি, ওলি সরকার এবং বিরোধী দলগুলির নেতানেত্রীদের দুর্নীতি, স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে জেন জেড আন্দোলন করছে। ওলি, প্রচণ্ড, দেউবার মতো নেতাদের

এরপর চোদ্দোর পাতায়

কোর্টের রায় অমান্য, খোরপোশ দেন না ছেলে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর : বয়স্ক মা-বাবাকে দেখেন না ‘উচ্চশিক্ষিত’ ছেলে। সেজন্য ছেলের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার গল্প নিয়ে কিছুদিন আগেই ‘সন্তান’ নামে একটি সিনেমা আলোড়ন ফেলেছিল। রাজ চক্রবর্তীর পরিচালনায় মিঠুন চক্রবর্তী, অনসূয়া মজুমদার, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় অভিনীত সেই সিনেমা অনেক

নিঃসঙ্গ বাবা-মায়ের চোখে জল এনে দিয়েছিল। দেখিয়ে দিয়েছিল বাস্তবতা।

এবার সেই একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা গেল কোচবিহারে। শিক্ষক ছেলে তাঁর বয়স্ক বিধবা মাকে দেখাশোনা করেন না, এই অভিযোগে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বছর পঁচাত্তরের বৃদ্ধা নীলিমা ঘোষ। প্রতি মাসে মাকে পাঁচ হাজার টাকা খোরপোশ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

জল জমা রুমে ক্লাস করে পড়ুয়ারা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর : বিদ্যালয়ের স্টাফরুম জলে থইথই। চলাচলের সুবিধার জন্য ঘরজুড়ে ইট পাতা। এই পরিস্থিতিতেই সেখানে বসে কাজ করছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। দু’একজন পড়ুয়া তখন বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বারান্দার পরিস্থিতিও একই। টিনের চালগুলি পুরোনো হয়ে যাওয়ায় কিছু জায়গায় সেগুলি ভেঙে গিয়েছে। এখানেই শেষ নয়, বিদ্যালয়টিতে রয়েছে পরিকাঠামোগত নানা সমস্যাও। দুটি শৌচালয় থাকলেও তা ব্যবহারের অযোগ্য। ঘরগুলির পরিস্থিতিও করুণ। রয়েছে পর্যাপ্ত ক্লাসরুমের অভাব। শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের শশীনাথ বিদ্যামন্দিরের এই পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ধরেই। বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও এবিষয়ে এখনও কোনও সুরাহা পায়নি তারা। এখন কতদিনে এই সমস্যার সুরাহা হয়, তা নিয়ে চিন্তিত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুপ্রিয় পাল বলেন, ‘বিদ্যালয়টি অনেক পুরোনো হওয়ায় ঘরের চালগুলির অধিকাংশই ভেঙে গিয়েছে। সে কারণে বৃষ্টি হলেই বারান্দা জলে ভেসে

সমস্যা যেখানে

- ঘরে জলে থইথই, ইট পেতে চলাচল করতে হয়
- টিনের চালগুলি পুরোনো হয়ে যাওয়ায় কিছু জায়গায় সেগুলি ভেঙে গিয়েছে
- দীর্ঘদিনের পুরোনো বিদ্যালয় হওয়ায় দেওয়াল এবং মেঝে চুইয়ে ঘরে জল ঢোকে

যায়। ক্লাসরুম এবং অফিসরুমেও জল দাঁড়িয়ে থাকে। অগত্যা ইট পেতে আমাদের স্টাফরুমে বসতে হয়। শৌচাগার থাকলেও সেটি বেহাল হয়ে রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এসে এবিষয়ে পরিদর্শনও করে গিয়েছে। আশা করছি শীঘ্রই সুরাহা মিলবে।’

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সুমনা তুই স্কুলে আয়, চিঠি সুপর্ণার

শুধু সুপর্ণা একা নয়, স্কুলে না আসা এমন প্রায় ৫০ জন বান্ধবীকে এভাবেই স্কুলে আসার অনুরোধ জানিয়েছে মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : সুমনা আমরা তোকে খুব মিস করছি। তুই স্কুলে কেন আসছিস না। এরপর থেকে রোজ স্কুলে আসবি কিন্তু।

পঞ্চম শ্রেণির সুপর্ণা চিঠি লিখেছে সুমনাকে। শুধু সুপর্ণা একা নয়, স্কুলে না আসা এমন প্রায় ৫০ জন বান্ধবীকে এভাবেই স্কুলে আসার অনুরোধ জানিয়েছে মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। অনেকটা গ্রিটিংস কার্ডের ধাঁচে সেই চিঠির একদিকে একসময় পাশে বসা বান্ধবীর জন্য ফুলের ছবি আঁকা। আরেক পাশে স্কুলে আসার জন্য বান্ধবীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ।

স্কুলে ভর্তি হয়েও পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করাটা যেন একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় প্রতিটি সরকারি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। অনুপস্থিত ছাত্রীদের ক্লাসে ফিরিয়ে আনার জন্য এবার অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়। আর তাদের এই লড়াইয়ে শরিক স্কুলে নিয়মিত আসা ছাত্রীরাও। তারাই নিজেদের হাতে কার্ড বানিয়ে তার এক পাশে চিঠি লিখছে সেই সমস্ত বান্ধবীর উদ্দেশে, যারা বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত।

বন্ধুদের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখছে খুদেরা। (ইনসেটে) হাতে লেখা চিঠি।

মোহিতনগরের ওই স্কুলে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের মধ্যে অনুপস্থিতির হার বাড়ছে। পরীক্ষার সময় তারা স্কুলে এলেও বাকি সময় দেখা মিলছে না অনেক ছাত্রীর। বিদ্যালয়ে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ৩৫০। এর মধ্যে প্রায় ৫০ জন স্কুলে আসছে না।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

টোটোপাড়ায় 'মাদলের বিয়ে'

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৩ সেপ্টেম্বর : দুটো মাদলকে ছেলে ও মেয়ে সাজিয়ে তাদের মধ্যে আবার বিয়ে হয় নাকি! হয়। এটা টোটো জনজাতির একটা রীতি। আর এই দুই ছেলেমেয়ের আবার বাবাও থাকেন। দুই পরিবারের মধ্যে মেয়ের বাবার আধিপত্য আবার বেশি থাকে। টোটোদের এই উৎসবের নাম নাইয়ূ উৎসব। যা মাদারিহাটের টোটোপাড়া বাজারে অবস্থিত ঢেমশা মন্দিরে শুরু হল শনিবার। চলবে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

টোটোদের সবচেয়ে বড় উৎসব এই নাইয়ূ। শনিবার এই বিয়ের আসরে টোটো ছেলেমেয়েরা তাদের নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, এক এনজিওর সদস্য রাজীব দেবনাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের প্রধান কাইজি (পুরোহিত) হলেন ইন্দ্রজিৎ টোটো। ইন্দ্রজিৎ জানালেন, তাঁদের পূর্বপুরুষের রীতি মেনে দুটি মাদলকে ছেলে ও মেয়ে সাজিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়। মেয়ের বাবা তিনি নিজেই। আর ছেলের বাবা তাঁর সহযোগী কাইজি সুগ্রীব টোটো। নিয়ম মেনে ছেলের বাবা ও আত্মীয়পরিজনরা তাঁর কাছে ছেলের বিয়ের আর্জি নিয়ে আসেন। এরপর টোটোদের মন্দিরে (ঢেমশা) জাঁকজমক করে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। সেই বিয়ের অনুষ্ঠান শনিবার হল। তবে তার আগে প্রকৃতিকে পুজো করা হয়।

নাইয়ূ উৎসব উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শনিবার।

এই বিয়েতে দুটো শুয়োর বলি দেওয়া হয় বলে জানালেন সহকারী কাইজি সুগ্রীব টোটো। সেই মাংস রান্না করতে কোনও তেল, মশলা, পেঁয়াজ, রসুন ব্যবহার করা যাবে না। শুধু লবণ ও কাঁচালংকা দিয়ে জলে সেদ্ধ করতে হবে। আর যে যার বাড়ি থেকে ভাত নিয়ে আসবেন। এরপর বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে হবে ভূরিভোজ। সঙ্গে থাকবে টোটোদের তৈরি হাঁড়িয়া জাতীয় বিশেষ পানীয়।

নাইয়ূ উৎসবের দ্বিতীয় দিন হবে গোয়াতিপুজো। এই পুজো না করে কোনও টোটো পরিবার কোনও ফলমূল মুখে তুলতে পারবেন না। রবিবার গোয়াতি পুজো করে তাঁরা কমলালেবু, বাতাবিলেবু, আপেল সহ নানারকম ফল খাবেন। আর এই ফল খাওয়া চলবে আগামী বছর ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত। এরপর ১৫ এপ্রিল 'সকংকো সরগে' এই পুজো করে ফলমূল খাওয়ায় বিরতি টানবেন তাঁরা।

প্যারাগ্লাইডিংয়ে জোড়া সুখবর

ডেলো ও চুইখিমে শুরু হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস

অনুপ সাহা ও তমালিকা দে

ওদলাবাড়ি ও শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : আকাশে পাখির মতো উড়ে বেড়ানোর রোমাঞ্চ অনুভব করতে চান? তাহলে পুজোর মুখে আপনার জন্য জোড়া সুখবর। মেঘমুলুকে ভাসতে ভাসতে কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা। ডেলোতে আবার চালু হচ্ছে প্যারাগ্লাইডিং। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) জানিয়েছে, সোমবার থেকে খুলে যাচ্ছে ডেলোর এই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের আসর। তবে বৃষ্টির মরশুমে পর্যটকদের সুরক্ষার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হবে। জিটিএ পর্যটন বিভাগের ফিল্ড ডিরেক্টর দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলেন, 'অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের প্রতি পর্যটকদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য পুজোর আগে চালু করা হল পরিষেবা। বৃষ্টির মরশুমের জন্য কয়েকমাস এই অ্যাডভেঞ্চার বন্ধ রাখা হয়েছিল।'

ডেলো প্যারাগ্লাইডিং অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিপিন গোলে বলেন, 'মাথাপিছু ৩,৫০০ টাকা দিয়ে প্যারাগ্লাইড করা যাবে। এজন্য দক্ষ পাইলট রয়েছেন। সমস্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা দেখেই সোমবার থেকে পুনরায় তা চালু করার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই পরিষেবা পাবেন পর্যটকরা।'

অন্যদিকে, দ্রুত প্যারাগ্লাইডিং পরিষেবা চালু হতে চলেছে লুপ পুলের অদূরে। এখনও পর্যন্ত প্রস্তুতি যেভাবে এগোচ্ছে তাতে পুজোর পর, পর্যটনের ভরা মরশুমে কালিম্পং জেলার চুইখিম পাহাড়ে শুরু হবে এই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস। ইতিমধ্যে দু'দিন ধরে ট্রায়াল রান সাফল্যের সঙ্গে শেষ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন চুইখিম ভিলেজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি হোম খাওয়াস। ডেলোর প্রশিক্ষিত পাইলট রূপক শর্মা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাক্টরদের তত্ত্বাবধানে এই ট্রায়াল রান চলছে। সফল প্যারাগ্লাইডিংয়ের প্রাথমিক শর্ত, বাতাসের গতিবেগ, মেঘ ও হাওয়ার দিক নির্ণয় করতে পারা। বাতাস বিপরীতমুখী হলে সাধারণত ফ্লাই করা যায় না।

হোম বলেন, 'রোমাঞ্চকর এই স্পোর্টস চালু করার আগে প্রশাসনিক স্তরে যে কাজগুলো করা বাধ্যতামূলক আপাতত তা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। আশা করছি, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে পর্যটকদের জন্য চুইখিমে প্যারাগ্লাইডিং শুরু করে দেওয়া যাবে।'

লুপ পুল পেরিয়ে আরও কিছুটা এগোতেই কালিম্পং পাহাড়ের শান্ত নিরিবিলি পাহাড়ি গ্রাম চুইখিম। কৃষিকাজের পাশাপাশি গত দু'দশকে পর্যটনশিল্পকে আঁকড়ে ধরে একটু একটু করে এগোতে শুরু করেছে চুইখিম। ইদানীং ৭১৭এ জাতীয় সড়কের দৌলতে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটা মসৃণ হয়েছে। বাড়ছে হোমস্টের সংখ্যাও। নির্জন পাহাড়চূড়ায় বসে রংবেরঙের পাখির আনাগোনা, নির্মল বাতাস ও পাহাড়ি পথে হেঁটে বেড়ানোর পাশাপাশি স্থানীয় খাবারের স্বাদ পেতে অনেকে আজকাল চুইখিম আসছেন। পবিত্রা খাওয়াস নামে এক হোমস্টের মালকিন বলেন, 'আশা করছি, প্যারাগ্লাইডিংয়ের মতো অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের টানে আগামীদিনে পর্যটকদের ভিড় আরও বাড়বে চুইখিমে।'

দার্জিলিংয়ের জলাপাহাড়, কালিম্পংয়ের ডেলোর পর প্যারাগ্লাইডিংয়ের তৃতীয় স্পট হিসেবে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় থাকা চুইখিমে নতুন এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে যুব সম্প্রদায়ের উৎসাহ তুঙ্গে।

এমনই ছবি দেখা যাবে ডেলোতে। -ফাইল চিত্র

> আশা করছি, প্যারাগ্লাইডিংয়ের মতো অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের টানে আগামীদিনে পর্যটকদের ভিড় আরও বাড়বে চুইখিমে।
>
> **পবিত্রা খাওয়াস**
> *হোমস্টের মালিক*

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৯৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১০৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৫০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৮৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tender are hereby invited vide Tender Reference e-NIT No. DHUPGURI/APAS/BDO/NIT-001/2025-26 from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours.

visit www.wbetendres.gov.in and Office Notice Board for further details.

Block Development Officer
Dhupguri Development Block

BSF SR. SEC. RESIDENTIAL SCHOOL, KADAMTALA, SILIGURI
(Affiliated to CBSE New Delhi)
WALK IN INTERVIEW

Walk in interview for the post of PGT (Physical Education) purely on contractual basis on **23/09/2025.**

Details of required Qualification, Age limit and salary may be seen in the school website.

The interested eligible candidate should submit their application to the school office prior to the date of walk-in-interview through post or in person. Candidate must apply only in a **prescribed Application Form** alongwith self attested photo copies of all testimonials and original of the same must be produced during interview. Prescribed Application Form may be downloaded from school website www.bsfschoolkadamtala.in No separate call letter will be issued to the candidate. No TA/DA shall be admissible for attending the interview.

Phone No.0353-2580820 Sd/- Principal

আজ টিভিতে

ক্রুয়েলা (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) দুপুর ১২.০০ এবং রাত ৯.০০ **স্টার মুভিজ**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.০০ জামাই ৪২০, দুপুর ১.৪৫ আমার মায়ের শপথ, বিকেল ৫.১৫ দাদা, রাত ৮.১৫ সেন্টিমেন্টাল, ১১.০০ রক্তবন্ধন

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ প্রধান, দুপুর ১২.০০ স্বার্থপর

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ভিলেন, দুপুর ১২.৪৫ সঙ্গী, বিকেল ৪.০০ দুজনে, সন্ধে ৭.০০ ছোটবউ, রাত ১০.০০ মন মানে না

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আপন পর

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কলঙ্কিনী

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৫২ ক্রু, দুপুর ১.৫৫ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, বিকেল ৪.৩১ অব তুমহারে হাওয়ালে ওয়াতন সাথিয়োঁ, সন্ধে ৭.৩০ এস-থ্রি, রাত ১০.০২ তেরে নাম

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.০০ হম তুমহারে হ্যায় সনম, দুপুর ১২.০০ ক্রোধ, বিকেল ৩.০০ দিল হ্যায় তুমহারা, সন্ধে ৭.০০ ওরদি, রাত ১০.০০ অস্থ

স্টার মুভিজ : সকাল ১০.৩০ সিন্ডারেলা, দুপুর ২.৩০ ডন অফ দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস, বিকেল ৪.৩০ প্রমিথিউস, সন্ধে ৬.৩০ ইন্টারনালস, রাত ১১.১৫ জুটোপিয়া

অব তুমহারে হাওয়ালে ওয়াতন সাথিয়োঁ বিকেল ৪.৩১ **অ্যান্ড পিকচার্স**

মন মানে না রাত ১০.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

লোনলি প্ল্যানেট : 1000 আল্টিমেট এক্সপিরিয়েন্সেস বিকেল ৩.১৭ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

টিউশন

■ ১ম থেকে ৫ম পর্যন্ত ছাত্র পড়ানোতে ইচ্ছুক কোচবিহার খাগড়াবাড়ি এলাকা। 8389940044.

■ CBSE / ICSE এর V to X Mathematics পড়ানো হয়। M - 8900654937. (C/117986)

স্পোকেন ইংলিশ

■ শুধু নিজ মুখে উচ্চারণ চর্চায় ইংরেজি বলতে শেখার ২ মাসের অভিনব কোর্স। সাক্ষাতে/ ডাকযোগে। 97335-65180, শিলিগুড়ি। (C/117976)

বিক্রয়

■ জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক কলেজের কাছে পাটকাঠাতে 20 ফুট চওড়া পাকা রাস্তায় 5.75 কাঠা জমি (Rs. 38 lakh) বিক্রি। M : 7303920991/ 9093061788. (C/117986)

■ একটি হোটেলের যাবতীয় জিনিসপত্র সত্বর বিক্রি হবে। শিলিগুড়িতে। বিশদ জানতে ফোন করুন - 8250726679. (C/117984)

■ Shop for sale, Hill Cart Road, Siliguri, Sevoke More. 400 sq.ft. M : 9832042908. (C/118229)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্কের পাশে সারে চার কাঠা জমি, টিনের বাড়ি সহ অতি সত্বর বিক্রয়। 9733070550. (C/118242)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭১/২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। সামনে ১৮' রাস্তা, পিছনে ৮ ১/২' রাস্তা ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, রাস্তা ৮ ১/২'। M : 9735851677. (C/117935)

FLAT FOR SALE

■ 1020 sq.ft, 2nd floor 3 BHK flat for sale at Subhash Pally, Siliguri. Mob : 90462-54417. (C/117983)

কিডনি চাই

■ মুমূর্ষু রুগির জন্য (B+) কিডনি দাতা প্রয়োজন। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি কিডনি দান করতে ইচ্ছুক সত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 8101944278. (S/C)

হোম ডেলিভারি

■ এখানে ঘরোয়া সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায়। লোকনাথ মন্দির রোড আশিঘর। Ph.- 99071-84299, 98514-40081. (C/118248)

অ্যাফিডেভিট

■ I, Sri Prakasit Beck son of Fransish beck (SBI Bank Account No. 36880704462), resident of Manjha tea garden,P.O.- Belgachi, PS-Naxalbari, Dist-Darjeeling, Pin-734423 (W.B) Declares that Prakasit Beck son of Fransish Beck and Prakash Beck son of Faransis Beck is single and one identical person, affidavit dated 4th September 2025 before executive magistrate at Siliguri, West Bengal.(C/118252)

ভাড়া

■ ফালাকাটা গ্রামীণ ব্যাংকের পাশে 1300 sq.ft. ভাড়া, গ্রাউন্ড ফ্লোর অফিস/ব্যাংক উপযোগী। ফোন- M : 9434175026. (B/S)

■ শিলিগুড়ি, কদমতলা অমিত টাওয়ারে, ৯৬০ স্কো: ফুট ফ্ল্যাট ভাড়া আছে। 7001837613.

■ শিলিগুড়ি সুভাষপল্লিতে বাড়ি ভাড়া দেব। ব্যাংক অথবা অফিস। যোগাযোগ - M : 9874974820/ 7076293584. (C/118105)

■ Rent 2 BHK furnished flat 3rd floor Aurobindo Pally, Siliguri. 9434050112. (C/118249)

অ্যাফিডেভিট

■ I, Md. Rahim son of Md. Agimuddin (D.O.B-25.01.2000 Reg no-1081), resident of kaluya Jote, P.O./P.S.- Naxalbari, Dist-Darjeeling, pin- 734429. Declares that Md. Rahim and Md. Raisuddin is single and one identical person, affidavit dated 2nd September 2025 before the court of the LD. Judicial Magistrate, Siliguri. (C/118252)

ব্যবসা-বাণিজ্য

■ অনলাইনে এবং অফলাইনে বাড়ি থেকে ব্যবসার সুযোগ। সিরিয়াস ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন। Mb-7595817526. (K)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা - 501/-। (C/117977)

সন্ধান চাই

■ আমার স্বামী সুজ্জল রায় পিতা মৃত ললিত মোহন রায় গত ইং ২০১২ সালে মার্চ মাস থেকে নিখোঁজ রয়েছেন। চাকুলিয়া থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধানের পর আজও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধান পেলে যোগাযোগ করবেন। ইতি- গীতা রায় (স্ত্রী), গ্রাম- রামকৃষ্ণপুর, পোঃ নিজামপুর, থানা- চাকুলিয়া, জেলা- উত্তর দিনাজপুর। মোবাইল নং- 9382956748. (C/118253)

কর্মখালি

■ Required Receptionist (Male) for a Hotel in Siliguri. Mail CV: receptionjobsiliguri@gmail.com (C/117986)

■ Required one staff for Medicine Shop at Sevoke Road, Siliguri. Working time 09 A.M. to 09 P.M. Sunday : Half. If interested WhatsAp at 9064073361. (C/117985)

■ আমন্ত্রণ বস্ত্র প্রতিষ্ঠানে শিলিগুড়িতে Sales/Cash Memo করার জন্য মহিলা ও পুরুষ কর্মী আবশ্যক। (M) 9641990375/ 7699990313. (C/117986)

কর্মখালি

■ উপযুক্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ড্রাইভার প্রয়োজন। বেতন 14000/-. কাজের সময় 9 A.M. - 9 P.M. (M) 98324-92627, শিলিগুড়ি। (C/117982)

■ শিলিগুড়িতে Wine Shop-এর জন্য অভিজ্ঞ Manager/Salesman চাই। (M) 9641967972. (C/117984)

CAREER OPPORTUNITY

■ Greenwood English Medium School, a well-established School located in Baisi town, Purnia, Bihar is looking for dynamic, professional & qualified applicants with 2-3 yrs. exp. to fulfill for the post of PRT (English), TGT (English, Science, S.St, Music, Computer), NTT, Mother Teacher, Warden (M/F), Security Guard. e-mail - greenwoodschoolbaisi@gmail.com/ reach us - 7759895062. (A/B)

Wanted Teachers

Wanted(I) PRT Teachers, Qualification- BA B.Ed, (ii) PGT History Qualification- MA (History), B.Ed, Fluency in English & Hindi and Basic Computer Knowledge is must, apply with C.V along with copies of Testimonials and passport size photograph within 7 days to:-

The Principal, Hindi Balika Vidyapith
S.P Mukherjee Road, Khalpara, Siliguri- 734005
(No Phone Please)

কর্মখালি

■ Security Guard চাই। ৮ ঘণ্টা Duty. Salary 10250/-, O.T Extra, থাকা-খাওয়ার সুবিধা আছে। M-8967577096. (C/117474)

■ Wanted Teachers (D.EL.Ed) for a Bengali Medium Primary School. Preferably with Science/ English background. Mail: siliguripathbhawan@gmail.com (C/118236)

URGENT REQUIREMENT

■ Immediate requirements of PGT/TGT-Chemistry, Computer, Mathematics, English, Lady Counsellor and Receptionist for a CBSE School in Islampur, U/D. Submit your resume in greenvalleyisp@gmail.com or W/P 9679469375,8670527177, 9064952280. (S/N)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে মার্কেটিং এর জন্য পুরুষ/মহিলা এবং সেলস অফিসার চাই। বেতন ১৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা। যোগাযোগ: 93392-55518. (C/117985)

VACANCY

Operations & Traffic Coordinator – Dooars Area, North Bengal

We are seeking a young, dynamic Logistics Operations and Traffic Coordinator for a North-East-based Logistics Company, managing operations in the Dooars region of North Bengal, including Cooch Behar, Alipurduar, and Jaigaon districts.

Key Responsibilities :
- Manage load operations for the company-owned fleet from these locations.

Candidate Profile
- Based in Jaigaon, Alipurduar, or Coochbehar Locations
- Experienced Candidates from Transport or Logistics Industry preferred
- Graduate (any stream)
- Proficient in MS Excel and computers
- Good communication skills
- Willing to travel within these districts
- Own a two-wheeler for movement

Remuneration :
- Competitive salary + travel allowance

Interested candidates can contact us at +91 9800329666 or mail their CV to : info@netnt.net

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রশাসনিক সাহায্য না মেলায় ক্ষোভ

নেপাল থেকে বাড়িতে ময়ূখরা

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও অনসূয়া চৌধুরী

বারবিশা ও জলপাইগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : নেপালের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি স্থিতিশীল হতেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাড়ি ফেরার সুযোগ পেলেন মণিহার তালুকদার, ময়ূখ ভট্টাচার্যরা। অসুস্থ শরীরেই টানা ২৭ ঘণ্টার লম্বা সড়কপথে যাত্রা শেষে বারবিশায় বাড়ি ফিরে এলেন মণিহার। দুশ্চিন্তা আর অনিদ্রায় কাহিল মণিহার বাড়িতে ঢুকেই কোনওমতে পোশাক পরিবর্তন করে তাঁর ঘরে বিছানা নেন। তার আগে ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরে আসার দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার কথা জানান তিনি। এদিকে, মেয়ে ভালোভাবে বাড়ি ফিরে আসায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন বাবা প্রসেনজিৎ তালুকদার ও মা লিপিকা তালুকদার। মেয়ে ফিরে আসার ব্যাপারে প্রশাসনিক সহযোগিতা না মেলায় একরাশ হতাশা নিয়ে ক্ষোভও উগরে দেন লিপিকা।

মণিহারের কথায়, 'হোটেলের ম্যানেজার ছোট গাড়ির ব্যবস্থা করে দেন। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সেই গাড়িতে চেপেই আমরা চারজন নেপালের কাঠমান্ডু থেকে সড়কপথে প্রায় ৬ ঘণ্টার যাত্রা শেষে বিহারের রক্সৌলে পৌঁছাই। তখন বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট। গাড়িটি অবশ্য ভারতে ঢোকেনি। নেপাল সীমান্তেই আমাদের নামিয়ে দেয়। খুব ভয় পাচ্ছিলাম। রাস্তায় নেপাল আর্মির টহলদারি এবং ঘন ঘন চেকিংয়ে মনের জোর ফিরে পাই। পথে নতুন করে ঝুটঝামেলা হবে না এব্যাপারে আশ্বস্ত হই।' বিহারে রক্সৌল শহর থেকেই ফের একটি ছোট গাড়ি ভাড়া করে বিকেলেই শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন তাঁরা। তাঁর সংযোজন, 'গোটা রাত গাড়ি চলে। টানা ১৫ ঘণ্টার যাত্রা শেষে আমরা শনিবার সকাল ৮টায় শিলিগুড়ি এসে পৌঁছাই। সেখানে দুপুর ১২টায় সরকারি বাস ধরে বারবিশায় আসি সন্ধ্যা ৬টায়। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা কোনওদিনই ভোলার নয়। সারাটা জীবন মনে থাকবে।'

তখনও নেপালে আটকে ময়ূখরা।

প্রসেনজিৎ জানিয়েছেন, মেয়ের সঙ্গে অনবরত ফোনে যোগাযোগ রাখছিলাম। অনলাইনে মেয়েকে টাকাও পাঠান তিনি। ওঁদের একজনের ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড থাকায় নেপালে হোটেলের বিল এবং গাড়ির চার্জ মেটাতে কিছুটা সুবিধে হয়েছে বলে জানান তিনি। তিনি বললেন, 'ওরা প্রশাসনের ভরসায় না থেকে মাথা ঠান্ডা রেখে খানিকটা ঝুঁকি নিয়ে বাড়ির ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ফিরেও এসেছে। আমিও বিভিন্নভাবে নেপালের পরিবেশ পরিস্থিতির খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। মেয়ে বাড়ি ফিরে আসায় বড় দুশ্চিন্তার বোঝা মাথা থেকে নামল।'

অন্যদিকে, বাড়ি ফিরল নেপালে যাওয়া গবেষক ছাত্রদের প্রতিনিধিদল। গত ৫ সেপ্টেম্বর নেপালের কাঠমান্ডুতে আয়োজিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দিতে নেপালে গিয়েছিলেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ছাত্র ময়ূখ ভট্টাচার্য সহ আরও প্রায় চারজন গবেষক। পরবর্তীতে নেপালের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আটকে পড়েন তাঁরা। দুশ্চিন্তায় ছিলেন কীভাবে বাড়ি ফিরবেন। তবে শনিবার তাঁরা বাড়ি পৌঁছান। ময়ূখের বক্তব্য, 'জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি রামমোহন রায়ের সঙ্গে কথা হয়। তিনি ফিরে আসার ব্যবস্থা করে দেন। এরপর প্রথমে রক্সৌল বর্ডার পেরিয়ে, তারপর ফের একটি গাড়ি করে বাড়ি ফিরে আসি। শুক্রবার থেকে সড়কপথ খুলে দেওয়ার পাশাপাশি সীমান্ত খুলে দেওয়া হয়েছে।'

সীমান্ত পরিদর্শন

খড়িবাড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : নেপালের অস্থির সময়ে সীমান্তের খোঁজখবর নিলেন বিজেপির দুই বিধায়ক। শনিবার খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন ও ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। এদিন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটেলিয়নের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন দুই বিধায়ক। আনন্দময় বলেন, 'নেপালে অস্থির অবস্থার জন্য ব্যবসা বানিজ্য বিঘ্নিত হচ্ছে। নেপালে আটকে থাকা পর্যটক ও পরিযায়ী শ্রমিকরা ধীরে ধীরে আসছেন। ইতিমধ্যে রাজ্যপাল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে কেন্দ্রীয় সরকারকে রিপোর্ট দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নেপাল পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। আশা করছি দ্রুত এই অশান্তি কেটে শান্তি ফিরবে।'

এদিন বিকেলে পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে নজরদারির বিষয়ে খোঁজখবর নেন শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অওধ সিংহল ও খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ। দীপ্তি জানান, এদিন প্রশাসনের তরফে সীমান্তে একটি বিশুদ্ধ পানীয় জলের ট্যাংকার দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় নাগরিকদের পরিচয়পত্র যাচাই করে এদেশে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। নেপালি নাগরিকরাও জরুরি কারণে এদেশে ঢুকতে পারছেন।

তবে পানিট্যাঙ্কিতে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও পণ্যবাহী ট্রাককে এদিনও নেপালে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সন্ধ্যার পর মোট ৭০টি পেট্রোপণ্যের গাড়িকে নেপালে ঢুকতে দিয়েছে শুল্ক দপ্তর ও এসএসবি।

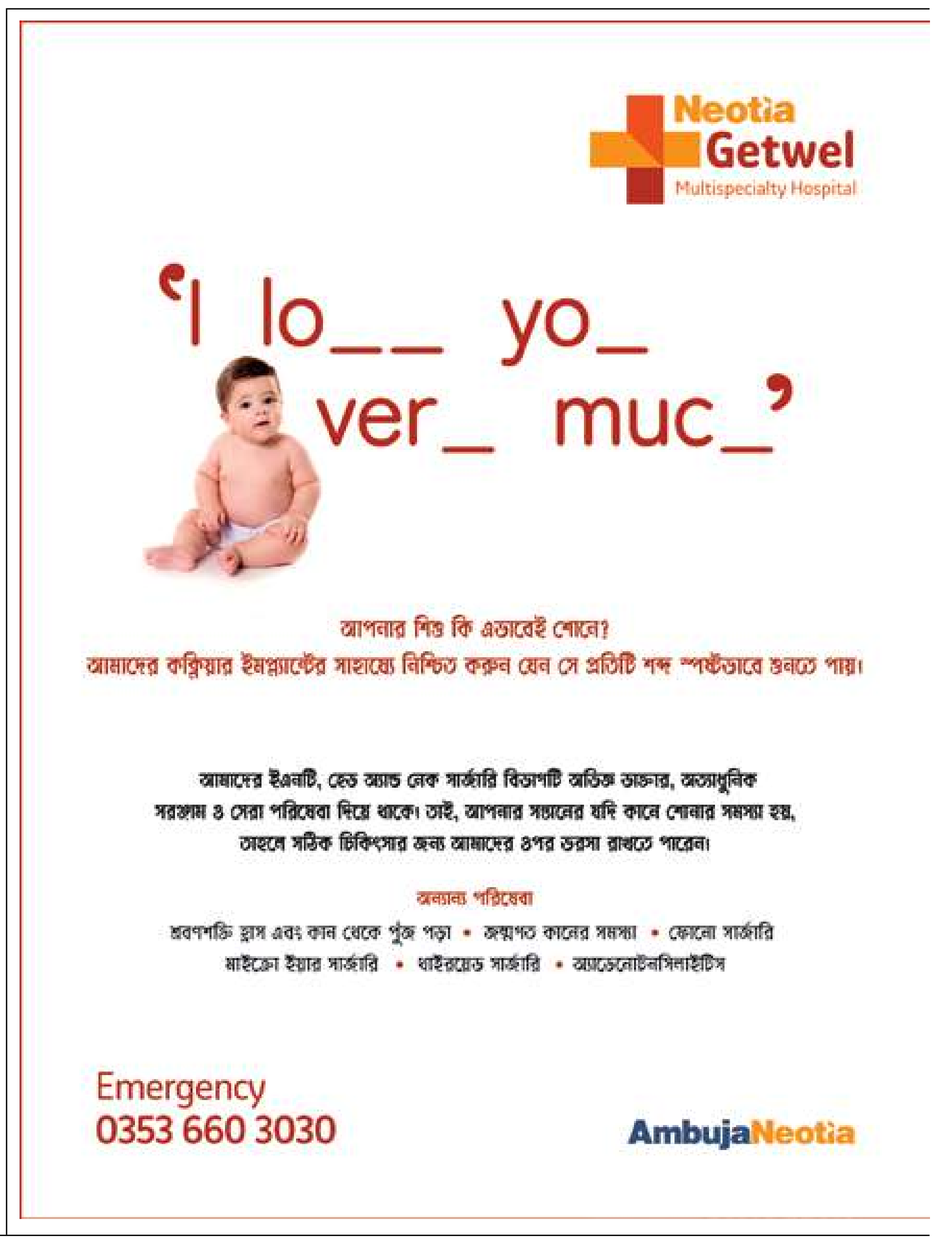

সর্বভারতীয় সমীক্ষার তালিকায় নেই ইউবিকেভি

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর : গতবার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাংকিং ফ্রেমওয়ার্ক (এনআইআরএফ)-এর সর্বভারতীয় সমীক্ষার ফলাফলে দেশে ৪০তম অর্থাৎ লাস্ট স্থান পেলেও, চলতি বছর তালিকায় নামই তুলতে পারল না কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ির উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। গত বৃহস্পতিবার ৪ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের তরফে প্রকাশ করা হয় ২০২৫ এনআইআরএফয়ের সর্বভারতীয় সমীক্ষার ফল।

> পরিকাঠামোর কিছু ঘাটতি রয়েছে। চেষ্টা করতে হবে যাতে আগামীবার আমরা র‍্যাংকিংয়ে ঢুকতে পারি।
>
> **ডঃ প্রদ্যুৎকুমার পাল**
> ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার
> উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ডঃ প্রদ্যুৎকুমার পাল বললেন, 'পরিকাঠামোর কিছু ঘাটতি রয়েছে। চেষ্টা করতে হবে যাতে আগামীবার আমরা র‍্যাংকিংয়ে ঢুকতে পারি।'

এনআইআরএফয়ের তরফে ২০১৫ সাল থেকে এই র‍্যাংকিং প্রকাশ করা হচ্ছে। দেশের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে সেরার তালিকায় স্থান দেওয়া হয়। বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ বিচার করা হয় তাদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি, গবেষণা ও পেশাদারি কর্মপদ্ধতি এবং স্নাতকের ফলাফল ইত্যাদি খুঁটিনাটি তথ্য যাচাই করে। পাশাপাশি অ্যাগ্রিকালচার বিষয়ে আলাদাভাবে ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয় ২০২৫ এনআইআরএফ র‍্যাংকিংয়ে তালিকাভুক্ত হয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ততে স্থান পায়নি।

গতবছর অবশ্য এই তালিকায় একেবারে শেষ অর্থাৎ ৪০তম স্থানে ছিল ইউবিকেভি। অপরদিকে, নদিয়ার বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গতবার এই তালিকায় ১৩তম স্থানে থাকলেও এবার তিন ধাপ পিছিয়ে ১৬তম স্থানে রয়েছে।

গরুমারার এই গাছবাড়িটি এখন বন্ধ রয়েছে। - সংবাদচিত্র

গাছবাড়িতে এবারও থাকার সুযোগ নেই

পর্যটনের স্বার্থে চালুর দাবি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : এবারও গাছবাড়িতে থাকার সুযোগ পাবেন না ডুয়ার্সে বেড়াতে আসা পর্যটকরা। গরুমারার সেই গাছবাড়ি এখনও পর্যটকদের জন্য বন্ধ। এই বাড়িটি চালু হলে পর্যটকদের কাছে গরুমারার আকর্ষণ বাড়বে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। তবে বাড়িটি সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ না হওয়ায় কাজ শুরু করা যায়নি বলে খবর। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেনকে এই বিষয়ে একাধিকবার ফোন করা হলেও তার প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

উত্তরবঙ্গের পর্যটনের মানচিত্রে একসময় অনন্য আকর্ষণ ছিল এটি। প্রায় ৩০ ফুট উঁচুতে শাল গাছের ডালপালাজুড়ে তৈরি এই বাড়ি ২০০৫ সালে গরুমারা বন দপ্তরের উদ্যোগে গড়ে ওঠে। এখানে সৌরচালিত আলো, থাকার ব্যবস্থা, টয়লেটের পাশাপাশি হাতিদের স্নান দেখা ও তাদের স্নান করানোর মতো অভিনব অভিজ্ঞতার সুযোগ মিলত। তাই দেশি-বিদেশি ভ্রমণকারীদের কাছে এটি ছিল স্বপ্নের আবাস।

২০১২ সালের ১২ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এক রাত কাটিয়েছিলেন এই গাছবাড়িতে। সেই ঘটনার পর পর্যটকদের আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবহেলায় ভেঙে পড়ে কাঠামো। পচে গিয়েছে কাঠ, ভেঙেছে সিঁড়ি, ছাদেও দেখা দিয়েছে ফাটল। নিরাপত্তার স্বার্থেই বছর কয়েক আগেই থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে গাছবাড়ি।

সমস্যা যেখানে

- উত্তরবঙ্গের পর্যটনের মানচিত্রে একসময় অনন্য আকর্ষণ ছিল এটি
- এখানে হাতিদের স্নান দেখার মতো অভিনব অভিজ্ঞতার সুযোগ মিলত
- সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পচে গিয়েছে কাঠ, ভেঙেছে সিঁড়ি, ছাদেও দেখা দিয়েছে ফাটল
- তবে বাড়িটি সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ না হওয়ায় কাজ শুরু করা যায়নি

এই গাছবাড়ির পাশেই রয়েছে আরও ছয়টি কটেজ, যেখানে পর্যটকরা থাকার সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু রোমাঞ্চপ্রিয় ভ্রমণকারীদের কাছে গাছবাড়ির অভিজ্ঞতা ছিল অন্যরকম। সেই বাড়িটি বন্ধ থাকায় অনেকের মধ্যেই আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে। চালু অবস্থায় এই গাছ বাড়িতে দুজন পর্যটকদের থাকা-খাওয়ার জন্য গুনতে হত ৩ হাজার ৬০০ টাকা। এখন বাড়িটির করুণ পরিণতি দেখে আক্ষেপ স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

এলাকার বাসিন্দাদের মতে, এই গাছবাড়ি শুধু পর্যটনের নয়, এলাকার গর্বও ছিল। পর্যটন ব্যবসায়ী উজ্জ্বল শীল জানিয়েছেন, এই গাছবাড়িটি চালু হলে গরুমারার আকর্ষণ আরও কয়েকগুণ বাড়বে পর্যটকদের কাছে। পর্যটনের স্বার্থেই বন দপ্তরের এটিকে চালু করা প্রয়োজন। পর্যটন ব্যবসায়ীদের আশা, হয়তো খুব শিগগিরই পর্যটকরা ফিরে পাবেন সেই স্বপ্নের গাছবাড়ির রোমাঞ্চ।

পুলিশকর্মীর স্ত্রীর রহস্যমৃত্যু

রায়গঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর : রায়গঞ্জে পুলিশকর্মীর স্ত্রীর মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, ২ মাস বয়সি পুত্রকে ঘুম পাড়িয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন ওই পুলিশকর্মীর স্ত্রী। দরজা ভেঙে ওই বধূকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সিসিইউ বিভাগে ভর্তি করা হয় শুক্রবার। শনিবার মৃত্যু হয় ওই বধূর। রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

মৃতা মানবী দাসের (২৫) বাড়ি রায়গঞ্জ থানার ভাটোল সংলগ্ন মালিবাড়ি গ্রামে। তাঁর স্বামী চিরঞ্জিৎ বর্মন কসবা চতুর্থ আরক্ষাবাহিনীর কনস্টেবল পদে কর্মরত। কী কারণে ওই বধূর মৃত্যু হয়েছে, তা জানা যায়নি। এই ঘটনায় মালিবাড়িতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সাবিররা সাজাচ্ছেন দুর্গামণ্ডপ

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৩ সেপ্টেম্বর : সবে পুব আকাশে সূর্য উঠেছে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম থেকে উঠে যান জামিল, সিরাজ, কাউসাররা। তারপর হাতমুখ ধুয়ে, কোনওমতে দু'মুঠো খেয়ে সাইকেল নিয়ে শহরের দিকে রওনা দেন ওঁরা। সামনেই পুজো, তাই মাস খানেক ধরে শহরের বিভিন্ন ক্লাবে চলছে মণ্ডপ গড়ার কাজ। এই জামিল, সিরাজদের নিপুণ হাতে কোথাও তৈরি হচ্ছে তিরুপতি মন্দিরের আদলে মণ্ডপ, আবার কোথাও তৈরি হচ্ছে রামকেলির মন্দির। ওঁরা সারা বছর ধরে অপেক্ষা করে থাকেন দুর্গাপুজোর জন্য। এই পুজো তাঁদের লক্ষ্মীলাভের মরশুম। ওঁদের হাতে তৈরি এইসব মণ্ডপ দেখতে পুজোর দিনগুলিতে ভিড় করেন দর্শনার্থীরা।

মালদা শহর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে অমৃতির বটতলি গ্রাম। গ্রামে প্রায় ৫০০ পরিবারের বাস। গ্রামের সিংহভাগই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তবে এই গ্রামের মানুষদের আরেকটি পরিচয় রয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকে বংশপরম্পরায় মণ্ডপসজ্জার শিল্পী। প্রতিটি বাড়ির ছেলেরা পুজোর সময় অতিরিক্ত আয়ের পথ হিসেবে এই কাজকেই বেছে নেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ড ও বিহারের দুর্গাপুজো মণ্ডপ সাজাতেও যান। সেখানে নিজেদের হাতের জাদুতে গড়ে তোলেন সুদৃশ্য সব মণ্ডপ। তবে বছরের অন্য সময় জামিল, সিরাজই আবার ভিনরাজ্যে দিনমজুর হিসেবে কাজ করেন।

মণ্ডপের ফ্রেমের কাজ করছেন সাবির আলি।

সাবির, জামিলদের কেউ হেডমিস্ত্রি, কেউ বা শ্রমিক। ওঁরা মণ্ডপসজ্জার শিল্পী হলেও কাজ করেন ডেকোরেটারদের অধীনে। বাবু সরকার নামে এক ডেকোরেটারের কথায়, 'বটতলি গ্রামের শিল্পীরাই এই পেশাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই কাজে তাঁরা অত্যন্ত দক্ষ।' রাজু হালদার নামে আরেক ডেকোরেটার বলেন, 'পুজোর অনেক আগে থেকেই বটতলির শ্রমিকদের অগ্রিম টাকা দিয়ে বুক করতে হয়।'

মালদা শহরের নাটমন্দির ক্লাবের পুজোমণ্ডপ তৈরি করছিলেন সাবির আলি। কাজের ফাঁকে তিনি বলেন, 'বটতলি গ্রামে দুটি পাড়া রয়েছে। একটা হিন্দুপাড়া। অন্যটি মুসলিমপাড়া। দুই পাড়ার মানুষ সারা বছর মিলেমিশে থাকেন। মুসলিমপাড়ায় প্রায় ৫০০ ঘর রয়েছে। প্রত্যেক পরিবারের দুই থেকে তিনজন সদস্য মণ্ডপশিল্পী। অনেকে ভিনরাজ্যেও মণ্ডপসজ্জার কাজ করতে যান। ওখানে অনেক বেশি টাকা পাওয়া যায়।' এরাজ্যে মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে থাকা শিল্পীরা দৈনিক হাজার টাকা আয় করেন। সেখানে ঝাড়খণ্ড ও বিহারে মেলে দু'হাজার টাকা।'

প্রতিবেশী সমিতির পুজোমণ্ডপ গড়ার কাজ করছিলেন কাউসার আলি। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় জানা যায়, তিনি ২০ বছর বয়স থেকেই পুজোমণ্ডপ তৈরির কাজের সঙ্গে যুক্ত। আগে তিনিও অতিরিক্ত আয়ের আশায় ভিনরাজ্যে যেতেন। তবে এখন বয়সের ভারে তিনি আর বাইরে যান না। তিনিও সারাবছর অপেক্ষা করে থাকেন দুর্গা ও কালীপুজোর জন্য। পুজো এলে তাঁরা লাভের মুখ দেখেন যে!

স্পষ্ট করেই লিখতে হবে প্রেসক্রিপশন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : আপনি কি প্রেসক্রিপশনে চিকিৎসকের হাতের লেখা পড়তে পারেন? ওষুধের নাম, দিনে কতবার করে ক'দিন সেই ওষুধ খেতে হবে ইত্যাদি তথ্য বুঝতে পারেন? হাতেগোনা কিছু মানুষ হয়তো সদর্থক উত্তর দিয়ে কয়েকজন চিকিৎসকের নাম বলবেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জবাব হবে, না।

ভরসা রাখতে হয় ওষুধের দোকানদার ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাবের কর্মীদের ওপর। এই সমস্যা মেটাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিজ্ঞপ্তি জারির নির্দেশ দিল আদালত। সেখানে বলা হয়েছে, চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন কম্পিউটারাইজড হতে হবে। যতদিন সেই পরিকাঠামো তৈরি করা যাচ্ছে না, ততদিন প্রেসক্রিপশনে বড় অক্ষরে লিখতে হবে ওষুধের নাম আর খাবার নিয়ম।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, ডাক্তার দেখিয়ে তাঁর লেখা প্রেসক্রিপশন বুঝতে পারা মানুষের মৌলিক অধিকার। সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে স্বাস্থ্যের অধিকারকে ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা রয়েছে। আদালত কেন্দ্রকে দ্রুত দেশের সমস্ত রাজ্যে এই নির্দেশ পাঠানোর কথা বলেছে।

এই নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে চিকিৎসক মহলে। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক ডাঃ শঙ্খ সেন বলছেন, 'ওষুধের নামটি অন্তত বড় অক্ষরে লেখা উচিত। বহু চিকিৎসক সেভাবেই লেখেন। যাঁরা লেখেন না, তাঁদেরও লেখা উচিত। কিন্তু এমনিতেই চেম্বারে প্রচুর ভিড় থাকে। একের পর এক রোগী দেখতে হয়। সেখানে কম্পিউটার, প্রিন্টার বসিয়ে প্রেসক্রিপশন প্রিন্ট করে দেওয়া যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এতে চিকিৎসার খরচও বৃদ্ধি পাবে।'

চাকরি দেওয়ার নামে ধর্ষণ সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে পঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্টে একটি মেডিকেল রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল। সেই রিপোর্ট পড়ার সময় বিচারপতি দেখেন, একটি শব্দ বা অক্ষরও স্পষ্টভাবে লেখা হয়নি। এরপর হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ২৭ অগাস্ট হরিয়ানা ও পঞ্জাব সরকারকে রাজ্যের সমস্ত চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন যাতে কম্পিউটারে ছাপা হয়, তা নিশ্চিত করতে বলে।

সেদিনই পঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি নির্দেশিকা পাঠিয়ে প্রতিটি রাজ্যে এই নিয়ম কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলে। আদালত মনে করে, প্রেসক্রিপশনে অস্পষ্ট হাতের লেখার জেরে ভুল ওষুধ রোগীকে দেওয়া হতে পারে এবং সেই মানুষটির জীবন বা স্বাস্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

আদালতের ব্যাখ্যায়, আধুনিক প্রযুক্তির যুগে কম্পিউটারের ব্যবহার অনেকটাই সুলভ হয়েছে। তার পরেও চিকিৎসকরা এমন অস্পষ্টভাবে লেখা প্রেসক্রিপশন রোগীকে দিচ্ছেন, যা অনেক সময় ওষুধ বিক্রেতারাও বুঝতে পারেন না। তাই এখন থেকে কঠোরভাবে বড় অক্ষরে প্রেসক্রিপশন লেখা চালু করতে হবে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ইউরোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ বিশ্বজিৎ দত্তের মতে, আদালতের রায় দেশের প্রতিটি চিকিৎসকের মানা উচিত। তাঁর কথায়, 'আমি সবসময় ওষুধের নাম বড় অক্ষরে লিখে দিই। অনেকের প্রেসক্রিপশনে ওষুধ কতবার ও কতদিন খেতে হবে, সেসব বাংলাতে লিখি। সব চিকিৎসকের হাতের লেখা সুন্দর হবে, সেটা তো হতে পারে না। তবে যত্ন নিয়ে বড় অক্ষরে লিখে দিলেই ভুল ওষুধ নেওয়া এবং রোগীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়া আটকানো যেতে পারে।'

আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন দেশের কোটি কোটি মানুষ। সমস্ত ডাক্তার মেনে চললে মিটবে দীর্ঘদিনের সমস্যা। চেম্বার থেকে বেরিয়ে রোগী নিজেই পড়ে বুঝে নিতে পারবেন তাঁর কী সমস্যা, সমাধানে কী পরামর্শ দেওয়া হল ইত্যাদি। এজন্য আর কতদিন অপেক্ষা করতে হয়, সেটাই এখন দেখার।

আদালতের নির্দেশ

- পঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্টের নির্দেশ, চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন কম্পিউটারাইজড হতে হবে
- যতদিন পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে না, ততদিন বড় অক্ষরে লিখতে হবে ওষুধের নাম ও খাওয়ার নিয়ম
- প্রতিটি রাজ্যে এই নিয়ম কার্যকর করতে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ কেন্দ্রকে
- আইএমএ কর্তার মতে, প্রেসক্রিপশন ছাপাতে সময় ও খরচ বেশি
- বড় অক্ষরে স্পষ্টভাবে ওষুধের নাম লেখা নিয়ে সহমত চিকিৎসকরা

> ওষুধের নামটি অন্তত বড় অক্ষরে লেখা উচিত। বহু চিকিৎসক সেভাবেই লেখেন। যাঁরা লেখেন না, তাঁদেরও লেখা উচিত। কিন্তু এমনিতেই চেম্বারে প্রচুর ভিড় থাকে। একের পর এক রোগী দেখতে হয়। সেখানে কম্পিউটার, প্রিন্টার বসিয়ে প্রেসক্রিপশন প্রিন্ট করে দেওয়া যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এতে চিকিৎসার খরচও বৃদ্ধি পাবে।
>
> **ডাঃ শঙ্খ সেন** *সম্পাদক, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) শিলিগুড়ি শাখা*

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় জটিলতা কাটবে। দূরের কোনও বন্ধুর ভালো খবরে আনন্দ। পড়ুয়াদের জন্য খুব ভালো সময়। টাকাকড়ির সমস্যা নিয়ে চিন্তা কাটবে। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক চাপ কমবে। আটকে থাকা সম্পত্তি উদ্ধার।

বৃষ : পারিবারিক সমস্যা থাকলেও মাথা ঠান্ডা রেখে সমাধান করার চেষ্টা করুন, সফল হবেন। কর্মক্ষেত্রে সমকর্মীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলুন। কোনও প্রিয়জনের ব্যবহারে মানসিক কষ্ট পেতে পারেন। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। এ সপ্তাহে আয়ের নতুন নতুন সুযোগ পেতে পারেন।

মিথুন : আত্মীয়স্বজনের কোনও কথাবার্তায় আপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। অতি আকাঙ্ক্ষা এ সপ্তাহে ক্ষতি করতে পারে। পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হতে পারেন। শত্রুপক্ষের সঙ্গে বিবাদ না করে আপস করে নিলেই ভালো। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় গর্বিত হবেন।

কর্কট : জমি কেনাবেচার খুব ভালো সময়। প্রেমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালো করে ভাবনাচিন্তা করে নিন। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। কোনও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবসায়িক কথাবার্তায় একদম যাবেন না। সপ্তাহের শেষদিকে পেটের সংক্রমণে ভোগান্তির সম্ভাবনা।

সিংহ : পরিবার নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা বাস্তব হবে। বাড়ি সংস্কার নিয়ে টাকাপয়সা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা দূর হবে। পেশাগত কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। বিজ্ঞান গবেষণায় যুক্তদের বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মপ্রার্থীরা খুব ভালো চাকরি পেতে পারেন।

কন্যা : নতুন সম্পত্তি কিনে আইনগত কোনও সমস্যা হলেও স্ত্রীর সাহায্যে উদ্ধার পাবেন। কাউকে কিছু দান করতে পেরে তৃপ্তি। কর্মক্ষেত্রে কোনও কঠিন কাজের সমাধান করতে পেরে প্রসংশিত হবেন। সপ্তাহের শেষ দিকে পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন।

তুলা : সপ্তাহটি খুব পরিশ্রমে কাটলেও সাফল্য ধরা দেবে। বহুদিন ধরে আটকে থাকা কোনও কাজ ফের চালু করতে পেরে মানসিক শান্তি। পেটের সমস্যার কারণে সামাজিক অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। বিপদে বন্ধুর পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তি পাবেন।

বৃশ্চিক : অহেতুক বিলাসিতায় টাকা খরচ করে পরে অনুশোচনা। আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কথা বলুন। রাজনৈতিক কর্মীরা কোনও কারণে অপমানিত হতে পারেন। সংসারে আর্থিক সমস্যা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

ধনু : বাবার শরীর নিয়ে সপ্তাহজুড়ে উৎকণ্ঠা থাকতে পারে। আপনার সাফল্যে পড়শির ঈর্ষা। বাড়ির কোনও সমস্যা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে আলোচনা করবেন না। স্ত্রীর বিলাসিতার কারণে খরচের বহর পড়বে। এ সপ্তাহে ব্যবসায় সামান্য ক্ষতির সম্ভাবনা।

মকর : নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা সার্থক হবে। বাড়িতে কোনও সুখবর আসতে চলেছে। বহুদিনের বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি। ভ্রমণের পরিকল্পনায় বাধা হতে পারে। সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়বে। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় কাহিল হতে পারেন।

কুম্ভ : সন্তানের সৃজনশীল কাজের জন্য গর্বিত হবেন। মানসিক চাপ কমাতে ধর্মচর্চায় মন দিন। খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্তদের চাকরির সুযোগ মিলতে পারে। মায়ের হস্তক্ষেপে সংসারে শান্তি ফিরবে। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পেতে পারেন।

মীন : ভালোমন্দ মিশিয়ে সপ্তাহটি কাটবে। লটারি থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। প্রেমের সঙ্গীকে আপনার মনের কথা খুলে বলুন, সমস্যা মিটবে। সেবামূলক কোনও কাজে দান করতে পেরে মানসিক তৃপ্তি। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষরা আপনাকে সমর্থন করবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ২৩ ভাদ্র, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৮ ভাদ, সংবৎ ৭ আশ্বিন বদি, ২১ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৬, অঃ ৫।৪১। রবিবার, সপ্তমী দিবা ৮।৫০। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ১।১৪। বজ্রযোগ দিবা ১২।৫৩। ববকরণ দিবা ৮।৫০ গতে বালবকরণ রাত্রি ৭।৪৩ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ১।১৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১২।৩০ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ৮।৫০ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-বায়ুকোণে, দিবা ৮।৫০ গতে ঈশানে। বারবেলাদি- ১০।১ গতে ১।৫ মধ্যে। কালরাত্রি-১।১ গতে ২।৩০ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পশ্চিমে বায়ুকোণে ও নৈর্ঋতে নিষেধ, দিবা ৮।৫০ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১।১৪ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম-(অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন, দিবা ১।১৪ মধ্যে ধান্যরোপণ, দিবা ১।১৪ গতে ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)-অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।১৩ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ১।৩৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩০ গতে ৭।১৬ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ৩।৪ মধ্যে। অমৃতযোগ-দিবা ৬।১৩ গতে ৯।৩০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৬ গতে ৮।৫০ মধ্যে।

পাত্র চাই

■ পাত্রী ২৮/৫'-১", কায়স্থ, সুন্দরী, ফর্সা, B.Tech., Biotechnology, MNC-তে কর্মরতা, বর্তমানে Work from home, কোচবিহার নিবাসী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Caste no bar. (M) 8927462044, 8335028277. (C/117191)

■ পাত্রী কোচবিহার নিবাসী, কায়স্থ, সরকারি চাকরিজীবী, পিতা-মাতাও চাকরিজীবী। এক ভাই এক বোন। 5'-4"-এর উপরে 30-34'এর মধ্যে রেল, LIC, ইনকামট্যাক্স, ব্যাংকে চাকরিরত পাত্র চাই। কোচঃ, জলঃ, আলিঃ, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। মোঃ 9832364140. (C/118226)

■ শিক্ষক পিতা-মাতার কন্যা। কায়স্থ, 30/5'-2", সুন্দরী, M.A. (Eng.), B.Ed., স্বঃ/অসবর্ণ, অনূর্ধ্ব 37, উপযুক্ত চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 9832656164. (C/118227)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, 32/5'-5", M.A. পাশ, ফর্সা, সুন্দরী, অল্পদিনের বিবাহিত (Mutual Divorce) পাত্রীর জন্য উপযুক্ত কায়স্থ, ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য (অবিবাহিত চলবে)। Ph.No. 7431807030. (C/118231)

■ মাহিষ্য, 26+, দেবারিগণ, B.Sc. নার্সিং, C.H.O-তে কর্মরত, ফর্সা, 5'-6" লম্বা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য ডাক্তার, সরকারি উচ্চপদে চাকুরে, সম্ভ্রান্ত পাত্র চাই। সরাসরি যোগাযোগ-9474393661. (C/117476)

■ পাত্রী 5'-4"/35yrs, MBA, MNC-তে কর্মরতা, শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়িতে বাড়ি। বাইরে কর্মরত এরকম পাত্র চাই। Mobile : 9832038538. (C/118233)

■ মুসলিম, 24/5'-4", M.Sc., সুন্দরী, নামাজী ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9804808697. (C/117976)

■ কোচবিহার নিবাসী, 21/5'-3", H.S.Pass, আঁকায় পারদর্শী, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9733066658. (C/117976)

■ Gen., 25, B.A. পাশ, মধ্যবিত্ত, সাংসারিক কাজ জানা ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য ভালো পাত্র চাই। 9432076030. (C/117976)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, তিলি, 28/5'-6", B.A. পাশ, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 9832593004. (C/117976)

■ কুণ্ডু, 29/5'-4", M.A., B.Ed., দেবারিগণ, নিম্ন মাঙ্গলিক পাত্রীর জন্য আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার/শিলিগুড়ির মধ্যে সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 8250691145. (C/117079)

■ শিব গোত্র, পাত্রী M.Sc. (Botany) (C.U.), শিক্ষিকা (K.V.), Height : 5'-5", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, বয়স 26, বাবা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। উপযুক্ত শিব গোত্র (দেবনাথ) পাত্র চাই। Mob : 8731969232. (C/118245)

পাত্র চাই

■ জন্ম ১৯৯৭, নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা, বিএ পাশ, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/117979)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, বয়স ৩৭+, প্রাইভেট স্কুল-এর ননটিচিং স্টাফ। পিতা মৃত ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/117979)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪, M.A. ইন ইংলিশ। পিতা সরকারি চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/117979)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪, M.A., B.Ed. পাশ, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। একমাত্র কন্যাসন্তানের জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/117979)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.Sc., B.Ed., কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/117979)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.Sc., B.Ed. পাশ, প্রাইভেট হাইস্কুলের শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/117979)

■ ২৫ বছর বয়সি, সাহা, ফর্সা ও সুন্দরী কন্যা, উচ্চতা ৫'-২", এমএ, বিএড, বেসরকারি স্কুল শিক্ষিকা। পিতা ব্যবসায়ী। উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ : 080-69144024. (C/117980)

■ 23/5'-3", M.A., সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 8653532785. (C/117980)

■ 30/5'-3", M.A., B.Ed., ব্যবসায়ী, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 8116521874. (C/117980)

■ বয়স 55, হাইস্কুল শিক্ষিকা, বিধবা, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-6289645809. (K)

■ ৩৩ বছর বয়সি, পল সম্প্রদায়ের, উচ্চতা ৫'-৭", MBBS, MD in Anesthesia, প্যারামাউন্ট হাসপাতালে চিকিৎসক। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। শিলিগুড়ি নিবাসী। উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ : 080-69103043. (C/117980)

■ বয়স 48, ডিভোর্সি, ব্যাংকে কর্মরতা, নিঃসন্তান পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-6296009923. (K)

■ 23, প্রাইভেট কোং-তে কর্মরতা, পিতা মৃত, মা সরকারি কর্মচারী। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9230648116. (K)

■ Age-30, ঘরোয়া, পিতা সরকারি কর্মচারী, এরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-6296019989. (Kol)

পাত্র চাই

■ রায়গঞ্জ, Gen., 26/5', M.A. (BHU), NET & GATE, একমাত্র সন্তান, পিতা হাইস্কুল শিক্ষক, মাতা সরকারি চাকরিজীবী। যোগ্য পাত্র চাই। 9434458958. (C/118241)

■ জন্ম সাল ১৯৯৪, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কন্যা সুশ্রী, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ননটিচিং স্টাফ। এইরূপ বাঙালি পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/117979)

■ শীল, পদবি সরকার, বয়স 29, উচ্চতা 5'-5", Chemistry (H), D.El.Ed., পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, চাকরিজীবী/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9593215241, 7029607484. (A/B)

পাত্র চাই

■ সাহা, ৩৪/৫', সঃ চাকরি, পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি, অনূর্ধ্ব ৪০, কোচবিহার/আলিপুরদুয়ার শহরের পাত্র চাই। (M) 9932390707. (C/118104)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ৪৫+, স্টেট গভঃ চাকরিজীবী। পিতা মৃত, মাতা অবসরপ্রাপ্ত। পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/117979)

■ ব্রাহ্মণ, ২৭+/৫'-১০", সঃ চাকুরে, পাত্রী চাই। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য, চাকরিরতা অগ্রগণ্য। 8617554113. (C/118230)

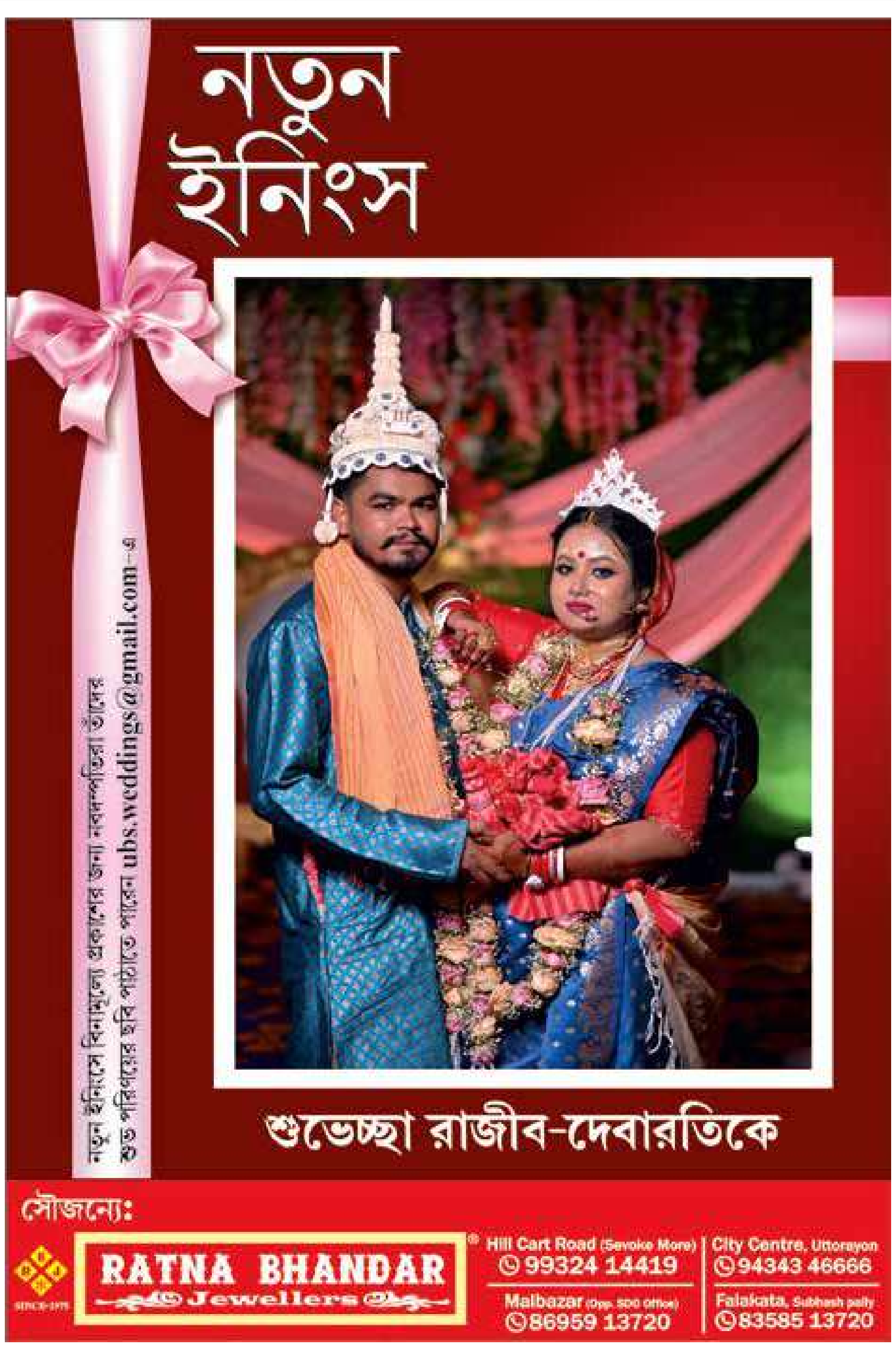

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 33/5'-7", M.Sc., Ph.D., কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিক, সুদর্শন, একমাত্র পুত্রের জন্য উচ্চশিক্ষিতা, প্রকৃত সুন্দরী, অনূর্ধ্ব 28, পাত্রী কাম্য। অসবর্ণে আপত্তি নেই। কোচবিহার। (M) 6294900485. (C/118106)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ৩৬+, রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী। পিতা ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/117979)

■ জেনারেল, প্রাঃ শিক্ষক, 43/5'-5", মিউচুয়াল ডিভোর্সি, চাকরিরতা, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য, দঃ দিনাজপুর। মোঃ 9091492966. (C/118215)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০+, M.Sc. পাশ, ইনকামট্যাক্স অফিসার পদে কর্মরত। পিতা-মাতা উভয়েই গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী। এইরূপ পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/117979)

■ রাজবংশী, জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৯, B.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 7679478988. (C/117979)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, M.Tech. পাশ, PWD-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার। পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/117979)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৯, M.Tech. পাশ, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/117979)

■ ৩৫, ডিভোর্সড, M.Tech., Ph.D., সহকারী অধ্যাপক। পিতা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। শিলিগুড়ি নিবাসী। উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 080-69103049. (C/117980)

■ ৩১, কায়স্থ, উচ্চতা ৫'-৮", B.Tech., একটি Nationalized ব্যাংকে Assistant Manager, পিতা-মাতা উভয়ই অবসরপ্রাপ্ত। একমাত্র ছেলে। উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 080-69103134. (C/117980)

■ ময়নাগুড়ি নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, 43 (সাহা), বেসরকারি স্কুলে কর্মরত, স্নাতক ও D.El.Ed., নিঃসন্তান ডিভোর্সি পাত্রী ও অসবর্ণও চলিবে। মা ও পুত্রের নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। Mb.: 7384878137. (C/117478)

পাত্রী চাই

■ দেবনাথ, 31/5'-10", B.Com. Pass, শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া/চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য। 8653243203. (C/117980)

■ 32/5'-9", M.Tech., সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এ উচ্চপদে কর্মরত, ভদ্র পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। Caste no bar. 9635924555. (C/117980)

■ পাত্র কর্মকার, 33/5'-10", B.Tech., Associate Project Manager, কলকাতায় MNC-তে কর্মরত। শিলিগুড়িতে নিজ বাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য শিলিগুড়ি/উত্তরবঙ্গস্থ শিক্ষিতা, সুশ্রী, সম্ভ্রান্ত, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9333614139. (C/117977)

■ কুলীন কায়স্থ, ঘোষ, সুদর্শন (29+), নেশাহীন, দাবিহীন, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজস্ব তিন তলা বাড়ি, 25-এর মধ্যে যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9002631471. (C/117981)

■ দেবনাথ, শিলিগুড়ি নিবাসী, 34/5'-5", সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান, একটি কোম্পানির কো-ফাউন্ডার (Owner), মাসিক স্যালারি 5 লক্ষ+, পাত্রের নাম গুগল-এ পাওয়া যাবে। ফর্সা, স্লিম, প্রকৃত সুন্দরী, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ : 6297257108. (C/117976)

■ শিলিগুড়ি, কলকাতা নিবাসী পাত্র 32/6'-1", TCS (Kolkata)-তে কর্মরত, B.Tech., দেবগণ, বৃশ্চিক রাশি, একমাত্র ছেলে, দুই বোন বিবাহিত। 25 থেকে 29 বছর বয়সি, কমপক্ষে 5'-3" হইতে 5'-5" লম্বা, সুন্দরী, সুশ্রী পাত্রী চাই। দেবারি, মাঙ্গলিক, Matrimony যোগাযোগ করবেন না। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, সদগোপ চলিবে। (M) 9563503021 (W/A). (C/118221)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-4", ডিপ্লোমা, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রের জন্য গরিব পরিবারের ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। 9635026555. (C/117980)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 32/5'-6", শিলিগুড়ি নিবাসী, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী। শিক্ষিত, ভদ্র, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 8101597044. (C/118218)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, 36/5'-6", প্রতিষ্ঠিত ঔষধ ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9932478861. (C/117078)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 5'-5", B.Tech., কেঃ সরকারি চাকুরে পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9933932707. (C/117475)

■ পাত্র কায়স্থ, MBBS, সরকারি ডাক্তার, M.D. ৩০+, উচ্চশিক্ষিতা, সুন্দরী, ডাক্তার/ব্যাংককর্মী পাত্রী চাই। (M) 9083527580. (C/117474)

■ সাহা, 31/5'-9", B.Tech., MBA, গভঃ হেলথ অফিসার পদে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 8101049072. (C/117976)

■ ময়নাগুড়ি নিবাসী, 33/5'-8", M.Sc., Ph.D., গভঃ কলেজের অধ্যাপক, ভদ্র, নেশাহীন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9836935367. (C/117976)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫, M.Tech. করে নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/117979)

■ বয়স ৩৫, জলপাইগুড়ি-এর বাসিন্দা, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী (ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া) উচ্চপদে কর্মরত। পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/117979)

■ 30/5'-10", M.Tech., গভর্নমেন্ট পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 9635575795. (C/117980)

■ কায়স্থ, B.Tech., SBI ব্যাংকের Ast. ম্যানেজার, সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রী চাই। 9733088858. (C/117976)

■ কায়স্থ, সিংহ রাশি, দেবারিগণ, 35+/5'-10", B.A., LL.B (H), Tax Advocate, 10L/yr., শিলিগুড়িতে নিজস্ব ফ্ল্যাট ও চেম্বার। বাবা-মা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। স্বঃ/অসঃ উপযুক্ত পাত্রী চাই। 8918793788, 6294251936. (C/118102)

■ দঃ দিনাজপুর, 28, Ph.D. অসঃ, কন্ট্রাঃ চাকরি ও ব্যবসা, শিলিগুড়ির ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। বাবা-মা বৃদ্ধকালে পাত্রের কাছে থাকতে পারেন। 8670485579. (C/118239)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 799/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/117937)

চার্জশিট পেশ

কালীগঞ্জের নাবালিকা তামান্না খাতুন খুনের ঘটনায় ৮৪ দিনের মাথায় চার্জশিট দিল পুলিশ। মোট ১০ জন অভিযুক্তের উল্লেখ করা হয়েছে। পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন পরিবারের।

পরকীয়া

পরকীয়ার অভিযোগে যুগলকে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে গণপিটুনির অভিযোগ উঠল। শেষে পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে। পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অস্ত্র উদ্ধার

কৃষ্ণনগরের খুনের ঘটনায় অবশেষে অস্ত্র উদ্ধার হল কৃষ্ণনগর রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে। খুনের পর ২০ দিন ধরে তা স্টেশনেই পড়ে ছিল। ধৃত দেশরাজ সিং অস্ত্রের ঠিকানা বলে দেয়।

বেঙ্গল ফাইলস

শনিবার কড়া নিরাপত্তার মাঝে প্রদর্শিত হল দ্য বেঙ্গল ফাইলস। জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী ও প্রযোজক পল্লবী যোশি উপস্থিত ছিলেন। ছবির প্রদর্শনে খুশি পরিচালক।

উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি

রামপুরহাট, ১৩ সেপ্টেম্বর : পাথর শিল্পাঞ্চলে পাথর ধসে শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি জানালেন বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা। তাঁর দাবি, 'সরকারের মদতেই চলে এই সমস্ত অবৈধ খাদান। ফলে এই দুর্ঘটনায় শ্রমিক মৃত্যুর দায়ও সরকারেরই।'

শুক্রবার দুপুরে বীরভূমের নলহাটি থানার বাহাদুরপুর গ্রামে পাথর ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় ছয় শ্রমিকের। জখম আরও চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁরা বর্তমানে রামপুরহাট মেডিকেল

পাথর ধসে মৃত্যু

কলেজ হাসপাতাল এবং বর্ধমান ও কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এই ঘটনার পর থেকেই পুলিশ, প্রশাসন এবং ব্যবসায়ীরা এলাকায় সংবাদমাধ্যমকে আটকাতে তৎপর হয়ে ওঠে। রাত পর্যন্ত এলাকায় সংবাদমাধ্যমকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। যদিও শনিবার সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনও বাধা ছিল না। এলাকায় পৌঁছে দেখা যায় রাস্তার ধারে রয়েছে বিশাল বিশাল খাদান। সরকারি নিয়মের তোয়াক্কা না করেই মরণফাঁদের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে খাদানগুলি। এই নিয়ে কোনও খাদান মালিক মুখ খুলতে চাননি। মুখে কুলুপ এঁটেছে পুলিশও।

এই নিয়ে ধ্রুব সাহা বলেন, 'জেলায় হাতে গোনা বৈধ খাদান রয়েছে, অধিকাংশই অবৈধ। প্রশাসনের নাকের ডগায় রমরমিয়ে চলছে অবৈধ খাদানগুলি। প্রশাসনিক নিয়ম না মানায় প্রায় দুর্ঘটনা ঘটছে খাদানগুলিতে। কিন্তু প্রশাসনের ঘুম ভাঙছে না। এই ঘটনায় আমরা উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।'

মেট্রো স্টেশনে খুন

ধৃতকে আদালতে পেশ

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : দক্ষিণেশ্বর কাণ্ডের তদন্তে পুলিশের হাতে উঠে এল বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য। ব্যক্তিগত সম্পর্কে টানাপোড়েনের কারণেই খুন বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। টিউশন ব্যাচের এক বান্ধবীকে উত্ত্যক্ত করা নিয়ে বিবাদ শুরু হয় অভিযুক্ত রানা সিং ও মনোজিৎ যাদবের মধ্যে। সহপাঠীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, রানা সিংয়ের সঙ্গে ওই মেয়েটির ভালো সম্পর্ক ছিল। ওই মেয়েটিকেই কটূক্তি করেছিল মনোজিৎ। এর ফলেই মনোজিতের ওপর আক্রোশ তৈরি হয় রানার।

শনিবার আদালতে পেশ করা হয়েছে ধৃত রানাকে। ত্রিকোণ প্রেমের জেরেই বন্ধুকে খুন, এমনটাই মনে করছে পুলিশ। শুক্রবার রাতেই গ্রেপ্তার হয় রানা। মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, ননটিকেটিং এলাকায় গোটা ঘটনা হয়েছে। এভাবে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুনের ঘটনা মেট্রো চত্বরে কোনওদিন হয়নি বলেই দাবি মেট্রো কর্তৃপক্ষের। খুনের পরিকল্পনা আগে থেকেই চলছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কড়া নজর নিরাপত্তায়

আজ একাদশ-দ্বাদশের এসএসসি পরীক্ষা

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : রবিবার দ্বিতীয় দফার পরীক্ষার জন্য তৈরি স্কুল সার্ভিস কমিশন। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির নিয়োগে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় থাকবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ৪৭৮টি কেন্দ্রে পরীক্ষায় বসবেন ২ লক্ষ ৪৬ হাজার পরীক্ষার্থী। নবম-দশমের মতো এবারও থাকছেন ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা। এ বিষয়ে ব্রাত্যের মন্তব্য, বিজেপিশাসিত রাজ্যে কোনও চাকরি নেই বলেই বাইরের রাজ্য থেকে ছেলেমেয়েরা এখানে চলে আসছেন। তাঁদেরকে সম্মান দিয়ে ভারতের সংবিধানকে রক্ষা করে পরীক্ষার্থীদের আমন্ত্রণ জানানোর দায়িত্ব রাজ্যের।

নবম-দশমের পরীক্ষার তুলনায় এবারের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম। নিরাপত্তায় কোনও গাফিলতি থাকবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন ও শিক্ষা দপ্তর। স্বচ্ছ পেন, জলের বোতল ও ফোল্ডার নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের পাশাপাশি অ্যাডমিট কার্ড আনা বাধ্যতামূলক বলে ফের একবার পরীক্ষার্থীদের জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। সমস্তরকম ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট নিষিদ্ধ। পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে পরীক্ষার্থীদের ব্যাগ ও মূল্যবান সামগ্রী রাখার ব্যবস্থা থাকবে। চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষকদের সিংহভাগের কথায়, পরীক্ষার প্রস্তুতি খুব একটা ভালো নয় বললেই চলে। তবে নবম-দশমের প্রশ্ন যেহেতু খুব একটা কঠিন হয়নি বলেই জানা গিয়েছে, সেক্ষেত্রে পরীক্ষায় ভালো ফল নিয়ে আশাবাদী সকলেই। আশুতোষ কলেজ, হেরম্বচন্দ্র কলেজগুলির মতো পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে প্রস্তুতি তুঙ্গে। দেওয়াল ঘড়ি লাগানোর কাজ হয়ে গিয়েছে। আশুতোষে বাংলা ও ভূগোল বিষয়ের পরীক্ষা হবে। হেরম্বচন্দ্রতে পরীক্ষায় বসবেন প্রায় ৭০০ পরীক্ষার্থী।

পরীক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ স্তরে নিরাপত্তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ব্রাত্যও। শান্তভাবে সকলকে

ব্রাত্যর আশ্বাস

- মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী সর্বোচ্চ স্তরে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে
- শান্তভাবে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে পরামর্শ
- শান্তিতে ও নির্বিঘ্নে পরীক্ষা শেষের প্রতিশ্রুতি
- নজরদারি ও নিরাপত্তা তুঙ্গে
- প্রস্তুতিতে কোনও ভ্রান্তি থাকছে না

পরীক্ষা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তাঁর মত, ভিন রাজ্যের একটি পরীক্ষার্থীকেও যদি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি দিতে পারেন তাহলে সেই সাফল্য রাজ্য সরকারের।

রবিবারের পরীক্ষার পর আইনি পদক্ষেপের দিকে ফের এগোনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চাকরিহারারা। একইসঙ্গে আন্দোলন আরও জোরদার হবে বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আগের পরীক্ষার মতোই এদিনও 'যোগ্য'রা প্রতিবাদ দেখানোর জন্য কালো পোশাক পরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অ্যাডমিট কার্ডে ছবি সহ অন্য কোনও বিভ্রান্তি থাকলে পরিচয়পত্র নিয়ে আসা আবশ্যিক। শূন্যপদের সংখ্যা ১২,৫১৪টি। মুখ্যমন্ত্রীও সর্বোচ্চ স্তর থেকে এসএসসিকে নির্ভুলভাবে পরীক্ষা পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন বলে খবর এসএসসি সূত্রে। বেলা ১২টা থেকে শুরু হবে পরীক্ষা। শেষ হবে দুপুর দেড়টায়। সকল পরীক্ষার্থীকে সকাল ১০ টার মধ্যে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাওয়াই মিঠাই...

ডাকছে আকাশ, ডাকছে বাতাস... শনিবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

ভাগবতই প্রথম নন

বয়স বিতর্কের মাঝে আরএসএসের সাফাই

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : ৭৫ বছরের পর সংঘপ্রধান থাকার রেকর্ড শুধু বর্তমান সরসংঘ চালক মোহন ভাগবতের নয়। তাঁর পূর্বসূরি রজ্জু ভাইয়া সংঘ চালকের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন ৭৭ বছর বয়সে। সংঘের শীর্ষপদে থাকার নিরিখেও ভাগবতের চেয়ে বেশি সময় থাকার রেকর্ড রয়েছে আরএসএসের দ্বিতীয় সরসংঘ চালক এমএস গোলওয়ালকরের। ২০২৫-এ আরএসএস প্রধান হিসেবে ভাগবতের মেয়াদ ১৬ বছর পূর্ণ হল। আর গোলওয়ালকর ওই পদে ছিলেন ৩২ বছরেরও কিছু বেশি।

সম্প্রতি আরএসএসের শীর্ষ পদে থাকা ভাগবতের বয়স নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বয়সের প্রসঙ্গও। যদিও আরএসএসের মতে, সংঘের সংবিধানে কোথাও এধরনের বয়সের ঊর্ধ্বসীমার কোনও লক্ষ্মণরেখা নেই। এই আবহে সংঘের শতবর্ষপূর্তি উদযাপনের বর্ষব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে চলতি বছরে ২১ ডিসেম্বর কলকাতায় বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। সম্প্রতি ৭-৯ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে এই সম্মেলনের সূচনা হয়েছে। দিল্লির পর

আগের কথা

- ৭৫-এর পর সংঘপ্রধান থাকার রেকর্ড একা ভাগবতের নয়
- তাঁর পূর্বসুরি রজ্জু ভাইয়া এই পদ থেকে সরে দাঁড়ান ৭৭ বছর বয়সে
- সময়ের নিরিখেও ভাগবত প্রথম নন
- দ্বিতীয় সরসংঘচালক এমএস গোলওয়ালকর এই পদে ছিলেন ৩২ বছর
- সেখানে ২০২৫-এ ভাগবতের মেয়াদ ১৬ বছর পূর্ণ হয়েছে

বেঙ্গালুরু ও মহারাষ্ট্রেও এধরনের সম্মেলনে উপস্থিত থাকার কথা ভাগবতের।

চলতি বছরেই কয়েকদিনের ব্যবধানে ৭৫ বছরের গণ্ডি পেরোবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মোহন ভাগবত। ইতিমধ্যেই ৭৫ বছরের পরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ফের মোদিকেই পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনে সামনে আনা হবে কি না তা নিয়ে আরএসএস ও বিজেপির অন্দরে চর্চা শুরু হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে তা নিয়ে কোনও মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছে আরএসএস। বিষয়টি একান্তই বিজেপির অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে পাশ কাটিয়ে গিয়েছে সংঘ।

সংঘের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সারা দেশের সঙ্গে এরাজ্যেও শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। ২১ সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন রাজ্যে বর্ষব্যাপী এই সমারোহ অনুষ্ঠান শুরু হবে। এই উপলক্ষ্যে কলকাতা সহ গোটা রাজ্যে প্রায় দেড় হাজার কর্মসূচি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরএসএস।

ওইদিন গণবেশ পরে সংঘের স্বয়ংসেবকরা মিছিল ও সভা করবে। যদিও এরাজ্য ছাড়া দেশের অন্যান্য জায়গায় এই সমারোহ অনুষ্ঠান শুরু হবে ২ অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিন। বাংলায় মহালয়ার দিন থেকেই শুরু দুর্গোৎসবের। দুর্গাপুজোকে ঘিরে বাংলা-বাঙালি অস্মিতার কথা মাথায় রেখেই বঙ্গে আরএসএসের এই সিদ্ধান্ত।

আজ কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : অসম থেকে রবিবার সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌঁছোবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে তিনদিনব্যাপী কম্বাইন্ড কমান্ডার্স কনফারেন্সের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। সফরসূচি অনুযায়ী বিকাল ৪টে নাগাদ অসমের জোরহাট থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে বিকাল ৫টা ৩৫ মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছোবেন মোদি। বিমানবন্দর থেকে প্রধানমন্ত্রী রাত্রিবাসের জন্য রাজভবনে পৌঁছোবেন সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে। এরপর রাজভবনের প্রোটোকল অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। সূত্রের খবর, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও দুই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও শান্তনু ঠাকুর সহ রাজ্য বিজেপির শীর্ষনেতৃত্বের সঙ্গে রবিবার রাতে রাজভবনে সাক্ষাৎ করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সোমবার কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের বিজয় দুর্গে শুরু হবে সেনার তিনদিনব্যাপী কম্বাইন্ড কমান্ডার্স কনফারেন্স। সকাল সাড়ে ৯টায় উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। দুপুর ১টা পর্যন্ত সেখানেই থাকবেন তিনি। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালেরও থাকার কথা। দুপুর ১টায় ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সড়কপথে রেসকোর্স হেলিপ্যাডে পৌঁছোবেন তিনি। সেখান থেকে সেনাবাহিনীর চপারে দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছোবেন মোদি। ১টা ৪০ মিনিটে দমদম থেকে বিশেষ বিমানে ভোটমুখী বিহারের পূর্ণিয়ার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর। ১৬ সেপ্টেম্বর সেনার অনুষ্ঠানে রাজনাথ সিং ও ১৭ সেপ্টেম্বর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার কথা কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসের প্রধান অনিল চহ্বানের।

যখন সময় থমকে দাঁড়ায়... শনিবার হরিদেবপুর ৪১ পল্লিতে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

রাজ্যপালকে নিশানা শিক্ষামন্ত্রীর

যাদবপুর কাণ্ডে কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় প্রশ্ন পরিবারের

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস চত্বরে ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে মুখ খুললেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শনিবার একটি অনুষ্ঠানে নাম না করে আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে নিশানা করেন তিনি। বলেন, 'কারও ব্যক্তিগত ইচ্ছার বলি হচ্ছেন এই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলি। যখন রাজ্য নিযুক্ত উপাচার্য ছিলেন ও ভালোভাবে কাজ করছিলেন তখন একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণভাবে মস্তকহীন করে দেওয়া হল। যিনি করলেন তিনি সুপ্রিম কোর্ট ও আইনকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে এই কাজ করেছেন।' এই বিশ্ববিদ্যালয়কে 'স্পর্শকাতর' বিশ্ববিদ্যালয় বলেও দাবি করেছেন তিনি। এদিন ওই পড়ুয়ার পরিবারের তরফে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ঘটনার তদন্তকারী অফিসাররা এখনও নেপথ্য কারণ খুঁজছেন। কীভাবে ওই পড়ুয়া জলাশয়ে পড়ে গেলেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে এদিন সেই উত্তর খুঁজলেন তদন্তকারীরা। ঘটনাস্থলে অন্যকারোর আঙুলের ছাপ রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়। এই ঘটনার পরেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিরাপত্তা নিয়ে ফের কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থের মামলা দায়ের হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ স্থায়ী উপাচার্য ছিলেন সুরঞ্জন দাস। তারপর থেকে এখানে স্থায়ী উপাচার্য নেই। রাজ্যপাল মনোনীত অস্থায়ী উপাচার্যের দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নেই। এই প্রসঙ্গে আচার্য তথা রাজ্যপালকে নাম না করে কটাক্ষ করেছেন ব্রাত্য। তাঁর মন্তব্য, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করে এই ঘটনা ঘটনো হয়েছে যাতে ক্যাম্পাসগুলিতে অরাজকতা তৈরি হয়। এমন প্রতিষ্ঠানে উপাচার্য না থাকলে অস্থিরতা তৈরি হওয়ার কথা। তাও আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জানাব, কেন্দ্রীয় র‍্যাংকিংয়ে তার সর্বোচ্চ জায়গা ধরে রেখেছে।' এদিন তদন্তকারী অফিসাররা ফের ঘটনাস্থলে যান। জলাশয়ের পাশে গাছের গায়ে বা রেলিংয়ে কোথাও আঙুলের ছাপ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখেন তাঁরা। ২৫ মিনিট তাঁরা ঘটনাস্থলে ছিলেন। ওই দিন রাতে ছাত্রীর মৃত্যুর আগে ঘটনাক্রম কী হতে পারে তাও সাজানোর চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। চার নম্বর গেটের ভিতরের অংশে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই ছাত্রীর পরিবার দাবি করেছে, অনামিকা নেশা করতেন না। ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত সিসিটিভি থাকলে মৃত্যুর কারণ বোঝা যেত। অনামিকার দুই কনুইয়ে ছড়ে যাওয়ার দাগও ছিল। পড়ুয়ার ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে জলে ডুবে মৃত্যুর বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর পাকস্থলিতে মাদকের নমুনা পাওয়া গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। কিন্তু ওই ছাত্রী আদৌ মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন কি না তা জানতে এখন ভিসেরা পরীক্ষার রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

রাজ্যে পরিযায়ী হেনস্তার অভিযোগ

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : এবার রাজ্যের মধ্যেই পরিযায়ী শ্রমিককে হেনস্তার অভিযোগ উঠল। মুর্শিদাবাদ থেকে এসে কেন পূর্ব মেদিনীপুরে ব্যবসা করবেন, সেই প্রশ্ন তুলে হেনস্তা করা হয়েছে শ্রমিক সাকিলুর শেখকে। আটকে রেখে নাম-পরিচয় জানতে চাওয়ার পাশাপাশি আধার কার্ড দেখতে চাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে এই সংক্রান্ত ভিডিও (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ভাইরাল হওয়ায় নড়েচড়ে বসে পুলিশ। অভিযুক্ত গোপাল মান্নাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ধৃতকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, ধৃত গোপাল মান্না সিপিএমের সমর্থক। তবে অভিযুক্তের দলীয় যোগ অস্বীকার করেছে সিপিএম। তৃণমূলের তমলুক সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুজিত রায় বলেন, 'গোপাল মান্না ফেরিওয়ালাদের শারীরিক নিগ্রহ করার পাশাপাশি তাঁদের কটূক্তিও করেছেন।'

দলে গোষ্ঠীকোন্দল, হস্তক্ষেপ মমতার

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : ফের গোষ্ঠীকোন্দল সবুজ শিবিরে। দুর্গাপুজোর চাঁদাকে কেন্দ্র করে তপসিয়ার গোবরায় এক তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের অপর এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে।

কোন্দল মেটাতে হস্তক্ষেপ করেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ফোনে শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। তপসিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আক্রান্ত তৃণমূলকর্মী অমিত সরকারের অভিযোগ, পুজোর চাঁদা বাবদ তাঁর কাছে ১০ হাজার টাকা দাবি করা হলে তিনি টাকা দিতে অস্বীকার করেন। তারপরই তাঁকে লোহার রড ও বাঁশ দিয়ে মারধর করা হয়। এমনকি তাঁর ভাইকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। ঘর থেকে চেঁচামেচি শুনতে পেয়ে পরিবারের অন্যান্য সদস্য বেরিয়ে এলে তাঁদের ওপরেও আক্রমণ চালান অভিযুক্তরা। আহত হয়েছেন অমিতের স্ত্রী ও বাবা। অমিতের আরও দাবি, তাঁর দুটি দোকান থেকে লিখিতভাবে ৩ হাজার ও ১ হাজার টাকা চাঁদা চাওয়া হয়েছিল। আরও ৬ হাজার টাকা মৌখিকভাবে চাওয়া হয়। আগেও এক দফা চাঁদা চাওয়া হলে তিনি দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু পরে হঠাৎ করে টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে দেওয়ায় তিনি নাকচ করেন।

আক্রমণকারীরা তৃণমূল আশ্রিত বলেই অভিযোগ অমিতের। যে ক্লাবের চাঁদার জন্য এই ঘটনা, আগে সেখানের সম্পাদক ছিলেন তিনিই। পরে ক্লাব থেকে সরে আসেন। দলীয় সূত্রে খবর, ঘটনার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ ফোন করে খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আধার কার্ডে জোর নবান্নের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : শারদোৎসবের পরই এরাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) চালু করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। এই ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত নবান্ন। উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরেই এই নিয়ে সরকারের শীর্ষ পদাধিকারীদের সঙ্গে একপ্রস্থ কথাবার্তা সেরে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের খবর, উত্তরবঙ্গে থাকাকালীনই এই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। বিশেষ করে আধার কার্ড প্রসঙ্গে কথা বলে রেখেছেন তিনি। ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য ১২ নম্বর নথি হিসেবে আধার কার্ডকে বৈধতা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যা নিয়ে বিরোধী দলগুলি দাবি জানিয়ে আসছিল।

এটাই এখন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল তৃণমূল ভোটার তালিকায় নাম তোলার ব্যাপারে বিশেষ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন, রাজ্যের যাঁদের আধার কার্ড নেই, তাঁদের হাতে এসআইআরের কাজ চালু হওয়ার আগেই এই কার্ড তুলে দিতে। এজন্য মুখ্যমন্ত্রী চান জেলা প্রশাসনগুলি যেন যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে আরও বেশি তৎপর হয়।

মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন, আধার কার্ডের ব্যাপারে সব জেলা শাসককে অবিলম্বে জরুরি ভিত্তিতে সক্রিয় হতে হবে। রাজ্যে যাঁদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে বাধা দূর করতে তাঁদের আধার কার্ড থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য দরকার জেলা প্রশাসনগুলির চূড়ান্ত সক্রিয়তা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, জেলায় জেলায় প্রয়োজনে আবার 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি চালু করতে হবে। সেখান থেকেই যাঁদের আধার কার্ড নেই তাঁদের তা করানোর ব্যবস্থা করতে হবে জেলা প্রশাসনকে। নবান্নের ওই সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে কড়া মনিটরিং-এর দায়িত্ব দিয়েছেন মুখ্যসচিবকেই।

তৃণমূল সূত্রের খবর, এই ব্যাপারে শাসকদলের রাজ্য নেতৃত্বকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের আধার কার্ডহীন সাধারণ মানুষের হাতে তা পৌঁছে দেওয়ার কাজে জেলাস্তরে দলের নেতা-কর্মীদেরও সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।

পুজোয় গন্তব্যের তালিকায় মেঘালয়, অরুণাচল

রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : টিকিট বুকিং ছিল ১১ সেপ্টেম্বরের। ব্যাগপত্র গোছানোও একপ্রকার শেষ করে ফেলেছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে শেষমুহূর্তে নেপাল যাত্রার পরিকল্পনা বদল করতে হয়েছে বাগবাজারের অগ্নীশ্বর রাউথকে। এখন তাঁর পরিকল্পনা মেঘালয় যাত্রা। বললেন, 'সপ্তমীতেই বেরিয়ে পড়ব। শেষমেশ পরিবারের সবাই মেঘালয় যাবে বলেই ঠিক করল।' জেন জি আন্দোলনের জেরে বর্তমানে পড়শি দেশ নেপালের পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। তার প্রভাব পড়েছে পর্যটনেও। পুজোর সময় অনেকেরই ব্যাগপত্র গুছিয়ে অন্যতম ডেস্টিনেশন ছিল হিমালয় কন্যা নেপাল। পাহাড় ও প্রকৃতির টানে বাইরে থেকেও পর্যটকরা ভিড় জমান এখানে। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি তাতে পুজোর বাজারে লাভবান হচ্ছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি, এমনটাই জানাচ্ছে পর্যটন সংস্থাগুলি ও ট্যুর গাইডরা।

অশান্ত পরিস্থিতির কারণে ভারত-নেপাল নিয়ে গড়ে ওঠা বৌদ্ধ সার্কিটেও প্রভাব পড়ছে বলে জানালেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুর অপারেটর্সের রাজ্য সভাপতি দেবজিৎ দত্ত। ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই মুহূর্তে ভিড় বাড়ছে বলে জানালেন তিনি। তাঁর কথায়, 'পুজো বা পুজোর পরে যাঁরা নেপাল যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁদের কিছু সংখ্যক এখন উত্তরবঙ্গের কিছু জেলায় ও ভুটানে যাচ্ছেন। তবে ভুটান খরচসাপেক্ষ। কিন্তু অরুণাচল, শিলং এখন বেস্ট ডেস্টিনেশন। আগামী ৫ বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই পর্যটকদের

সংখ্যা বাড়বে। ইতিমধ্যেই সেই রাজ্যগুলিতে উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে।'

ফোন এল ট্যুর গাইড সন্দীপন পারিয়ালের কাছে। ফোনের ওপ্রান্ত থেকে জানানো হল, বুকিং বাতিল করছেন ১৫ জনের একটি দল। তার বদলে মেঘালয় যেতে চাইছেন তাঁরা। সন্দীপ বললেন, 'যাঁরা বুকিং বাতিল করেছেন, তাঁদের টিকিটের অগ্রিম কিছু টাকা ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আর তো কিছু করার নেই। অনেকে বলছেন উত্তরবঙ্গে পর্যটকরা আসছেন না। এই তথ্য ভুল। যাঁরা শেষমুহূর্তে নেপাল যাচ্ছেন না তাঁরা দার্জিলিং, অরুণাচল, মেঘালয়ে আসছেন। ওড়িশাতেও যাচ্ছেন।'

এই মুহূর্তে নেপাল ভ্রমণের আগ্রহ কেউ দেখাচ্ছেন না বলে জানালেন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের রাজ্য সম্পাদক সম্রাট সান্যাল। বললেন, 'দুর্গাপুজো, দীপাবলি অর্থাৎ নভেম্বর পর্যন্ত বুকিং করেছিলেন অনেকে। গত অগাস্টের তথ্য অনুযায়ী ২৮ শতাংশ পর্যটক নেপালে গিয়েছিলেন। এখন একজনও আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। যাঁরা উত্তরবঙ্গ হয়ে নেপাল যাচ্ছিলেন, শেষ মুহূর্তে তাঁরা দার্জিলিং, কালিম্পং নিয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।'

রাজ্য ইকো ট্যুরিজম কমিটির চেয়ারম্যান রাজ বসু বলেন, 'কোনও দেশে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হলে তার পড়শি দেশেও প্রভাব পড়ে। নেপালে পর্যটনে প্রভাব পড়ায় উত্তরবঙ্গে আসতে চাইছেন অনেকে। বিশেষ করে দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের অফবিট সাইটগুলি ও উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলি নিয়ে আগ্রহ বেড়েছে।'

রক্তক্ষয়ী হিংসা ও অভ্যুত্থানের পর নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নিয়েছেন ওই দেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি। এবার পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হবে বলে মনে করছেন অনেকে। তাই পরের সপ্তাহে নেপাল যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন রণজিৎ হালদার। তাঁর বক্তব্য, 'আমার এক বন্ধু কাঠমান্ডুতে রয়েছেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম এখন পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। পরের সপ্তাহেই রওনা দেব। তৎকাল টিকিটেই যাব।'

কাজটা নির্বাচন কমিশনের। কাজটা বেআইনিও নয়। কমিশনের নিয়মাবলিতে এর সংস্থান আছে। তবু ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) যেন দেশবাসীর কাছে ত্রাস হয়ে উঠেছে। ভোটার তালিকায় নাম থাকার চেয়ে বড় সংশয় তৈরি হয়েছে নাগরিকত্ব থাকবে কি না- তা নিয়ে। নির্বাচন কমিশনের স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়ায় জুড়ে যাচ্ছে সর্বভারতীয় শাসকদলের তাগিদের অভিযোগ। সমস্যাটির বিশ্লেষণ রইল দুটি লেখায়।

অথ এসআইআর কথা

বিজেপি'র নয়া 'রামরথে' কমিশন যেন সারথি

অমল সরকার

গত জুনে নির্বাচন কমিশন বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) ঘোষণা করলে পরিচিত বহু মানুষ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই তালিকায় খেটে খাওয়া লোকজনের পাশাপাশি শিক্ষক, চিকিৎসক, ছোট ব্যবসায়ী, সরকারি-বেসরকারি চাকুরে, এমনকি বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ছিলেন, যাঁরা বিশ-পঁচিশ বছর সাংবাদিকতা করছেন। বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গেও 'এসআইআর' হবে ধরে নিয়ে তাঁরা চিন্তিত নথিপত্র সংক্রান্ত সমস্যার কারণে। যদিও এঁরা সকলেই বিগত নির্বাচনগুলিতে ভোট দিয়েছেন।

তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর যাবৎ ভোট এবং নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত খবরাখবর করার সুবাদে আমি আমার মতো করে তাঁদের পরামর্শ দিয়েছি। লেখাটির বাকি অংশ পড়লে বোঝা যাবে কেন এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করলাম। 'এসআইআর' নিয়ে শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা খেয়েছে নির্বাচন কমিশন। ভারতের শীর্ষ আদালত সাধারণত নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে খুব বেশি অগ্রসর হয় না সংবিধানের ৩২৪ নম্বর অনুচ্ছেদে তাদের ওপর ন্যস্ত সার্বভৌম ক্ষমতাকে বিবেচনায় রেখে।

'এসআইআর' মামলার রায় সেদিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ভারতের সর্বোচ্চ আদালত এবিষয়ে কমিশনের কোনও পদক্ষেপেই কার্যত সায় দেয়নি। বিশেষ করে আধার কার্ডকে মান্যতা দিয়ে আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে নাগরিকত্ব যাচাই কমিশনের মুখ্য কাজ নয়। মামলার প্রথম দিনই আদালত মন্তব্য করেছিল, নাগরিকত্ব যাচাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাজ, কমিশনের নয়। প্রশ্ন হল, নির্বাচন কমিশন এই কাজে অগ্রসর হয়েছিল কেন?

এব্যাপারে একটি তথ্য জেনে রাখা জরুরি। নির্বাচন কমিশনাররা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে বিদায় নেন। বছরের পর বছর কমিশন পরিচালনা করেন পদস্থ আধিকারিকরা। ফলে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর সঙ্গে নাগরিকত্ব যাচাইকে যুক্ত করার পরিণতি কী হতে পারে, তাঁদের তা অজানা ছিল না। তারপরও কমিশনের অগ্রসর হওয়ার পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে মনে হওয়া তাই স্বাভাবিক।

পূর্বাপর নানা সিদ্ধান্ত, পদক্ষেপকে বিবেচনায় নিয়ে বলতে হয়, নাগরিকত্বকে প্রাধান্য দিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের এই কর্মসূচি আদৌ নির্বাচন কমিশনের নয়। তা আসলে বিজেপির কর্মসূচি, যা তারা কমিশনকে দিয়ে বাস্তবায়িত করাতে চাইছে। অমিত শা'র মন্ত্রক থেকে সদ্য অবসর নেওয়া অফিসার জ্ঞানেশ কুমার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে থাকাকালে কাজটা সহজ হবে মনে করেই হয়তো তাঁর সময়কালকে এজন্য বাছা হয়েছে।

একই উদ্দেশে এমএনআইসি করতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এমএনআইসি অর্থাৎ মাল্টি পারপাস ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ডের বিষয়টি অনেকের মনে থাকার কথা নয়। উকুন বাছার মতো অনুপ্রবেশকারী খোঁজা বিজেপির একেবারে গোড়ার দিকের কর্মসূচি। গত শতকের নয়ের দশকের গোড়ায় মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাটে প্রথমবার ক্ষমতাসীন হয়েই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরার অভিযানে নেমেছিল বিজেপি পরিচালিত সদ্য ক্ষমতাসীন সরকারগুলি।

তখনও আজকের মতো পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী মুসলিম পরিযায়ী শ্রমিকদের তারা নিশানা করত। অটলবিহারী বাজপেয়ীর মন্ত্রীসভার সেকেন্ড ম্যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানির মুখে তখন সর্বদা অনুপ্রবেশ। অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকাতে সীমান্তবর্তী ১২টি রাজ্যের বাছাই করা ব্লকের সব বাসিন্দাকে বিশেষ পরিচয়পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। সেই কর্মসূচিরই পোশাকি নাম ছিল এমএনআইসি। তবে বাংলা সহ বারো রাজ্যে ওই কর্মসূচি বাতিল করতে হয়েছিল। কারণ, সর্বত্রই ৮০-৮৫ ভাগ মানুষ নাগরিকের প্রমাণ হিসেবে উপযুক্ত নথিপত্র দেখাতে পারেননি।

অথচ ওই কাজে যুক্ত সরকারি আধিকারিকদের মনে সেই বাসিন্দাদের নাগরিকত্ব নিয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। গণশুনানিতেও বোঝা যায়, এলাকার ৯৯ ভাগ পরিবারই তিন-চার পুরুষ বসবাস করছে। সেই বাস্তবতা ছিল বিজেপি ও লালকৃষ্ণ আদবানির জন্য মস্ত বড় রাজনৈতিক চপেটাঘাত। গোটা ভারতের কাছে সেটা ছিল নতুন উপলব্ধি যে, নথি দেখাতে না পারলেই তাঁকে বিদেশি বলা চলে না।

এমএনআইসি এবং আরও নানা ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, ভারতীয়রা আসলে নথিহীন জাতি। কাগজপত্র যেটুকু বা থাকে, তাও বছর বছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ধস, ভূমিকম্প, উচ্ছেদ অভিযান ইত্যাদি কারণে নষ্ট হয়ে যায়। টিএন শেষণ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার থাকাকালীন প্রথম সচিত্র পরিচয়পত্রের (এপিক) ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই সূত্রে পাওয়া ভোটার কার্ডটি থাকায় সুবিধা হয়েছিল আধার কার্ড করাতে। বিহারে 'এসআইআর' অভিযানে কমিশন এইসব কোনও নথিকেই নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি ছিল না।

অথচ নাগরিকত্ব প্রমাণে আমাদের কারও কাছেই কোনও বিশেষ নথি নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম পাসপোর্ট। ওই নথিটি দেওয়ার আগে ভারত সরকার পুলিশ দিয়ে নাগরিকত্ব যাচাই করে। নির্বাচন কমিশন নাগরিকত্বের যে মানদণ্ড হাজির করেছে, তাতে সব দেশবাসীকে তাহলে পাসপোর্ট করাতে হয়। সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কাজের মূল লক্ষ্য স্থির করা থাকে। বিহার দিয়ে ভোটার তালিকার যে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী নির্বাচন কমিশন শুরু করেছে, তা কিন্তু তাদের নির্ধারিত কাজের অংশ নয়।

টিএন শেষণের পর থেকে সমস্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার 'অপারেশন ক্লিন রোল' অর্থাৎ ভোটার তালিকাকে ভুয়ো ভোটারমুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু এই প্রথম তালিকায় নাম থাকা ভোটারদেরও নাগরিকত্বের প্রমাণ দাবি করা হচ্ছে।

আসলে বিজেপি এখন অ্যাজেন্ডা বা কর্মসূচির সংকটে ভুগছে। ৪৫ বছর বয়সি দলটির জন্মলগ্নে সংবিধানে জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ অধিকারের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদের বিলোপ, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বলবৎ এবং অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার যে কর্মসূচি ঘোষণা ছিল, নরেন্দ্র মোদির জমানায় তার সব ক'টি বাস্তবায়িত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হিন্দুত্ববাদী, উগ্র জাতীয়তাবাদী, অতি দক্ষিণপন্থী দলটির এমন কর্মসূচি জরুরি, যা তাদের হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্থানি রাজনীতিকে রসদ জোগাবে।

অনুপ্রবেশ জুজুকে সামনে রেখে তারা এখন নাগরিকত্বকে প্রধান হাতিয়ার করতে চাইছে। কোনও সন্দেহ নেই যে, গভীর ভাবনাচিন্তা করে তারা এই কাজে অগ্রসর হয়েছে। গত বছর ঝাড়খণ্ড বিধানসভার নির্বাচনে অনুপ্রবেশকে হাতিয়ার করে বাজিমাত করতে চেয়ে ব্যর্থ হয় মোদি-শা জুটি। সভার পর সভায় আদিবাসীদের মনে বাংলাদেশি মুসলিমদের নিয়ে ভয়ের আবহ তৈরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বিজেপি বুঝতে পারে, অনুপ্রবেশকে সর্বভারতীয় ইস্যু করে তোলা কঠিন। তাই নতুন অস্ত্র নাগরিকত্ব।

কারও নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার অর্থ, তাঁর অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। নাগরিকত্ব আসলে ভ্রূণের সঙ্গে মাতৃজঠরের নাড়ির সম্পর্কের মতো। জন্মলগ্নে তা ছিন্ন হলেও সম্পর্ক, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না। ভোটার তালিকায় নাম থাকা, না থাকার প্রশ্নে নাগরিকত্বকে অগ্রাধিকার দেওয়ার উদ্দেশ্য মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখা, তাঁদের সরকার নির্ভরতা বাড়িয়ে তোলা যাতে তাঁরা পদ্ম শিবিরের ছত্রছায়ায় শামিল হতে বাধ্য হন।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, 'এসআইআর'-এর মাধ্যমে ভারতের বর্তমান নির্বাচন কমিশনের কর্তাব্যক্তিরা নিজেদের বিজেপির এই বিভেদকামী রাজনীতির শরিক করে তুলেছেন। তাঁদের এই ভূমিকার মূলে রয়েছে সংবিধান প্রদত্ত অসীম ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার, যার সূচনা হয় ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে। নরেন্দ্র মোদি দিল্লির মসনদে তাঁর ইনিংস দীর্ঘায়িত করতে এই প্রতিষ্ঠানকে হাতিয়ার করেন। সাংবিধানিক এই প্রতিষ্ঠানটি এখন কার্যত বিজেপির গোলকিপার।

বিরোধীরা যাতে বিজেপির জালে বল ঠেলতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করা কমিশনের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(লেখক সাংবাদিক)

বদলে যাবে উত্তরের ভোট বিন্যাস

ডঃ অমিতাভ কাঞ্জিলাল

দেশের যেসব রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন সেখানে জাতীয় নির্বাচন কমিশন পরিচালনা করছে ভোটদাতাদের বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর), যার মাধ্যমে ভোটার তালিকাভুক্ত ভুয়ো ভোটদাতা, মৃত নাগরিক এবং অন্যান্য সন্দেহজনক অন্তর্ভুক্তি চিহ্নিত করে 'ঝাড়াই বাছাই চলছে'। পালাক্রমে এই প্রক্রিয়া সমগ্র দেশেই পরিচালনা করা হবে। নিঃসন্দেহে এ বিষয়ে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা রয়েছে। যদিও এই জাতীয় ঝাড়াই বাছাইয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিরোধীরা যেমন প্রশ্ন তুলছেন, সমালোচনা করছেন; তেমনি এর পদ্ধতি সম্পর্কেও সর্বোচ্চ আদালতে মামলা ও শুনানি হয়েছে।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন সময়ে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনার জন্য ভোটদান প্রণালী তথা সামগ্রিক নির্বাচন ব্যবস্থায় বারবার নানা যুগোপযোগী সংস্কার সাধন করেছে। আবার সেই সংস্কারের প্রক্রিয়ায় অনেক যৌক্তিক বিকল্প প্রস্তাব বিভিন্ন সময়ে নির্বাচন কমিশন অগ্রাহ্য করেছে। যেমন ভোটদাতার পরিচয়পত্রের সঙ্গে আধারের মতোই বায়োমেট্রিক বা জৈব পরিচিতির তথ্য সংযুক্ত করার প্রস্তাব, যাতে সুনির্দিষ্টভাবে নাগরিক তার নিজের ভোট নিজেই দিতে পারবেন। এমনটা করা গেলে কেউ অপরের হয়ে মতদান করে যাবেন না, তা সুনিশ্চিত করা যেত। অথচ এ দেশে তা হয়নি। পাশাপাশি ২০১১ সালের সর্বশেষ জনগণনার পর এ দেশে আর জনগণনা হয়নি। অতএব, নাগরিকত্ব যাচাইয়ের প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন কমিশন পরিচালিত এই স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়া বিতর্কের বাইরে থাকছে না।

এসব সাংবিধানিক, রাজনৈতিক প্রশ্নের পাশাপাশি এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সম্ভাব্য এই বিশেষ ঝাড়াই বাছাই সম্পর্কে শাসক এবং বিরোধী শিবিরের মধ্যে মতপার্থক্য তীব্র হয়েছে। যদিও সেই উত্তাপের আঁচ উত্তরবঙ্গের জেলা ও জনপদগুলিকে কতখানি প্রভাবিত করেছে, তা খতিয়ে দেখার প্রাসঙ্গিকতা আছে।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি জুড়ে মিশ্র জনজাতির বসবাস। এই অঞ্চলের একটা বড় ভূগোল আন্তর্দেশীয় সীমান্তের অংশীদার; যার মধ্যে বেশ কিছু সীমান্ত অঞ্চল এখনও অরক্ষিত অর্থাৎ কাঁটাতারের বেড়া টানা হয়নি। ফলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ইত্যাদি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলি থেকে খুব সহজেই অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটতে থাকে। অনুপ্রবেশকারীরা এতদাঞ্চলের ভাষার সাযুজ্য, জীবনশৈলীর মিলকে সহজেই ব্যবহার করেন ও মিশে যান এলাকাবাসীর সঙ্গে। ফলে বহিরাগতরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, অনেক পদেই থেকেছেন বা আছেন এখনও।

অনুপ্রবেশের ফলে উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস ব্যাপকভাবে বদলে গিয়েছে। অনুপ্রবেশকারীরা ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপনের কৌশলের মতোই ক্ষমতাসীন দলের বিপুল সমর্থকদের মধ্যে মিশে থাকেন। তাদের পুনঃ পুনঃ নির্বাচিত হতে নির্ণায়ক ভূমিকাও হয়তো পালন করেন। পাশাপাশি বর্তমান রাজ্য সরকারের সুষ্ঠু শাসনে এবং সুঠাম আইনি বন্দোবস্তের কড়া নজরদারিতে সামান্য টাকার বিনিময়ে আধার বা ভোটার পরিচয়পত্র সহ অন্যান্য সরকারি দস্তাবেজ তৈরি করে নেওয়া মামুলি ব্যাপার। ফলে ইসলামপুর-চোপড়া অঞ্চলে সাম্প্রতিক ভুয়ো আধার কার্ড ও অন্যান্য সরকারি পরিচয়পত্র তৈরির অবৈধ ব্যবসা পুলিশের ধরপাকড়ে 'ঝড়ে বক' ধরা পড়লেও, একটি সমৃদ্ধ ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প হিসেবে জাল-নথির ব্যবসা আজ উত্তরবঙ্গে বহুদূর জাল বিস্তার করেছে।

নেপাল বা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অস্থির অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি জীবন-জীবিকা আর নিরাপত্তার জন্য সেদেশের বহু মানুষকেই অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করতে মরিয়া করে তুলবে। তেঁতুলিয়া সীমান্তে মহানন্দার জলে দাঁড়িয়ে থাকা উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিদের চেহারাগুলো নিশ্চয়ই আমাদের স্মৃতির অতলে চলে যায়নি এত তাড়াতাড়ি। সীমান্ত-সতর্কতা যতই কড়াকড়ি হোক না কেন, অনুপ্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হল এ দেশে ঢুকেই তারা জাল ভোটাধিকার জোগাড় করে নিচ্ছেন এবং শাসকদলের অনুগামী হয়ে থাকায় স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন, যখন শাসন-শীর্ষ থেকে হুংকার ভেসে আসছে 'একটাও নাম বাদ পড়লে ...'।

নিবিড় নাগরিক সমীক্ষা ছাড়া ভোটার তালিকা সংশোধন কার্যত অসম্ভব। সেই কাজে বিশেষ সহযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে রাজ্য সরকার। কারণ রাজ্য সরকারের পুর দপ্তর জন্মমৃত্যুর রেজিস্ট্রেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। অতএব প্রয়াত ব্যক্তি সম্পর্কে জারি হওয়া শংসাপত্রের ভিত্তিতে ভোটার তালিকা থেকে মৃত ভোটারের বিযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য রাজ্য সরকারই জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু শাসকদল সে কাজ করতে যাবে কেন, যখন তার প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ফায়দা তারা পাচ্ছে? এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের তৎপরতার জন্য নির্বাচন কর্মীদের দায়বদ্ধতার প্রশ্ন আসে, আর তখন মনে পড়ে প্রিসাইডিং অফিসার রাজকুমার রায়ের কথা। খণ্ড খণ্ড শরীরে ভোটকেন্দ্রের কর্তব্য সেরে বাড়ির বদলে সোজা মর্গে যাওয়ার ছবি। পুরো ব্যাপারটায় নির্বাচনকর্মীদের নিরাপত্তা এবং এসআইআর পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একথা ভুললে চলবে না।

সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে উত্তরবঙ্গেও স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়া যথাযথ পরিচালিত হলে বহু বিধানসভা ও লোকসভা আসনেই এই মুহূর্তের ফলাফল বদলে যেতে পারে। তবে ঝাড়াই বাছাইটাই তো শেষ কথা নয়, একটা অংশবিশেষ মাত্র। নাগরিকরা যাতে তাঁদের বৈধ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন আইন-শৃঙ্খলার এমন সুষ্ঠু পরিস্থিতিটাও তো থাকতে হবে! রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজার গরম করতে যে দুর্বৃত্তসুলভ ভাষা-সন্ত্রাসের রেকর্ড তৈরি করে নিজেই নিজের রেকর্ড বারবার ভাঙছেন মন্ত্রী-বিধায়করা তাতে উত্তরবঙ্গের শান্ত জনপদগুলিতে রাজনৈতিক সংঘর্ষের পরিস্থিতি ক্রমশ বাড়ছে। উদ্দেশ্য একটাই, সাধারণ ভোটারকে ঘরে ঢুকে থাকতে বাধ্য করো– আর তারপর কীসের স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন, আর কীসের কেন্দ্রীয় বাহিনী!

(লেখক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কর্মব্যস্ততা।। চলছে পাটের আঁশ ছাড়ানো। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের মেলারডাঙ্গা গ্রামে বিশ্বজিৎ সাহার ক্যামেরায়।

প্রেমের টানে অবৈধ পথে কাঁটাতার পার

তরুণীকে ফেরাল বাংলাদেশ

অভিরূপ দে ও শতাব্দী সাহা

ময়নাগুড়ি ও চ্যাংরাবান্ধা, ১৩ সেপ্টেম্বর : প্রেমের টানে সীমান্ত পার! অবৈধ পথে বাংলাদেশে ঢুকে আটকে পড়া কলেজ ছাত্রীকে বিএসএফ-এর সাহায্য নিয়ে উদ্ধার করে আনল ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। মাল মহকুমার ক্রান্তির বাসিন্দা প্রথম বর্ষের ছাত্রী ময়নাগুড়ি কলেজে পড়াশোনা করতেন। গত ৬ সেপ্টেম্বর কলেজ থেকে টিউশন পড়তে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, বাংলাদেশের পাট গ্রামে রয়েছেন ওই ছাত্রী। সেখান থেকে দু'দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর সাহায্যে ছাত্রীকে উদ্ধার করে এনে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মেয়েকে ফেরত পেয়ে খুশি পরিবারের সদস্যরা।

জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'মেয়েটি নিখোঁজ হওয়ার পর ময়নাগুড়ি থানায় ডায়েরি করে পরিবার। বিএসএফ, বিজিবি,

চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে দেশে ফিরছেন ভারতীয় তরুণী।

পাটগাঁও পুলিশ এবং ময়নাগুড়ির আইসির মধ্যে একটি ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়। মেয়েটিকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

জানা গিয়েছে, কলেজ ছাত্রীর সঙ্গে দেড় বছর আগে বাংলাদেশের লালমণিরহাট জেলার পাট গ্রাম পুর এলাকার বাসিন্দা এক তরুণের সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় হয়। ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চলতি মাসের ৬ তারিখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তরুণী। এরপর চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে, বাংলাদেশে রয়েছেন তরুণী। এরপর পাট গ্রাম এলাকায় মেয়েটির সন্ধান পায় বাংলাদেশ পুলিশ। শনিবার মেয়েটিকে ভারতে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। এদিন চ্যাংরাবান্ধা বিওপিতে ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ, মেখলিগঞ্জ থানার আধিকারিক গণেশ মুর্মু, বিএসএফের ৯৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার সুরেশ সিং গুজ্জর, বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড এবং বাংলাদেশ পুলিশের উপস্থিতিতে ওই তরুণীকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়।

তরুণী জানান, 'বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার পর বিয়ে করতে রাজি হয়নি প্রেমিক। ধারণা, বিক্রি করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বাড়ি ফিরতে পেরে ভালো লাগছে।'

শনিবার চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশনে দাঁড়িয়ে তরুণীর বাবা বলেন, 'মেয়ের কোনও খোঁজ মিলছিল না। বাংলাদেশেও আমাদের কিছু আত্মীয় রয়েছেন। তাঁদের খোঁজ করতে বলি। মেয়ে ওদেশে চলে যাওয়ার পর তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে ওই তরুণ। এতে পাচারের উদ্দেশ্যই জোরালো হচ্ছে। বিজিবির কাছে আমরা ওই তরুণের নামে অভিযোগ করেছি। ময়নাগুড়ি থানাতেও অভিযোগ জানাব।'

যেভাবে উদ্ধার

- অবৈধ পথে বাংলাদেশে ঢুকে আটকে পড়েছিলেন ক্রান্তির কলেজ ছাত্রী
- ৬ সেপ্টেম্বর কলেজ থেকে টিউশন পড়তে যাওয়ার পর থেকে আর খোঁজ ছিল না
- তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, বাংলাদেশের পাটগ্রামে রয়েছেন ওই ছাত্রী
- শনিবার তাঁকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়

ডাইনিং শেড নেই, মাঠে মিড-ডে মিল

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১৩ সেপ্টেম্বর : ডাইনিং শেড নেই। তাই কখনও মাঠে, কখনও বারান্দায় বা ক্লাসরুমে পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল খেতে হয়। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের শিকারপুর ও কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পৃথক দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এমন ছবি নজরে এল। এভাবে মাঠে বা বারান্দায় পড়ুয়াদের খাওয়াদাওয়া কতটা স্বাস্থ্যসম্মত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ডাইনিং শেড চেয়ে উভয় স্কুলের তরফে একাধিকবার প্রশাসনের কাছে আর্জি জানানো হলেও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। মাথাভাঙ্গা-১'এর বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শিকারপুর বাজারের কাছে শিকারপুর কুসুমকুমারী জুনিয়ার বেসিক স্কুল। স্কুলের বয়স ৮৩ বছর। বর্তমানে পড়ুয়ার সংখ্যা ১৩৪। ব্লকের অন্যতম প্রাচীন এই স্কুলে ডাইনিং শেড না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের মাঠে বা বারান্দায় মিড-ডে মিল খেতে হয়। এছাড়া আরও সমস্যা

> প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে একাধিকবার ডাইনিং শেড তৈরির আবেদন জানানো হয়েছে। এখনও সাড়া মেলেনি।
>
> **দুলালচন্দ্র বর্মন**
> *প্রধান শিক্ষক*

রয়েছে। সংস্কারের অভাবে স্কুলের মাঠ বেহাল হয়ে পড়েছে। বৃষ্টি হলে মাঠে জলকাদা জমে যায়। প্রধান শিক্ষক দুলালচন্দ্র বর্মনের বক্তব্য, 'প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে একাধিকবার ডাউনিং শেড তৈরির আবেদন জানানো হয়েছে। এখনও সাড়া মেলেনি।'

ওই স্কুলের পরিচালন কমিটির প্রাক্তন সভাপতি দেবেশ্বর বর্মন জানান, একসময় স্কুলে ডাইনিং শেড ছিল। কিন্তু আকারে খুব ছোট হওয়ায় সেটি ব্যবহার করা হয়নি। বর্তমানে সেটির ভগ্ন ও পরিত্যক্ত অবস্থা।

কুর্শামারির আবাস রতনপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুলেও ডাইনিং শেড না থাকায় পড়ুয়াদের ক্লাসরুমে মিড-ডে মিল খেতে হয়। বর্তমানে এই স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যা ২৩৩। বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নেই। পানীয় জল ও শ্রেণিকক্ষের সমস্যা রয়েছে। স্কুলের সামনে পাকা রাস্তা আছে। পড়ুয়ারা খেলতে খেলতে অনেক সময় রাস্তায় চলে যায়। এতে যে কোনও সময় বিপদ ঘটতে পারে বলে শিক্ষকদের আশঙ্কা। প্রধান শিক্ষক মৃণাল অধিকারীর কথায়, 'সীমানা প্রাচীর ও ডাইনিং শেড তৈরির বিষয়টি আগে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। সমাধান হওয়া উচিত।' মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান অবশ্য দুটি স্কুলের সমস্যা সরেজমিনে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

বন্ধ সেতু তৈরির কাজ, ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর : প্রায় ছয় বছর আগে রায়ডাক নদীর ওপর পাকা সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু লকডাউনের সময় কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেই কাজ আর এগোয়নি। বছরের পর বছর কেটে গেলেও সেতুর কাজ শেষ না হওয়ায় স্বভাবতই ধলপল ও রসিকবিল এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হলেই কাজ শুরু হবে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেতুর কাজ শুরু করা হবে।

লকডাউনের সময় থেকে সেতু তৈরির কাজ বন্ধ রয়েছে। সেতুর পিলার পর্যন্ত কাজ হলেও তারপর কাজের কোনও নামগন্ধ নেই। বছরখানেক থেকে পিলার থেকে বেরিয়ে থাকা লোহার রডগুলো চুরি হয়ে যাচ্ছে। দিনদুপুরে রডগুলো চুরি হলেও কেউ দেখার নেই। কোটি কোটি টাকা খরচ করার পর সেই টাকা যদি জনগণের কাজে না আসে, তাহলে তার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা যুগলকিশোর দাস বলেন, 'সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে সেতুর কাজ শুরু করলেও তা যে শেষ করতে হবে তার খেয়ালই নেই। শুরু থেকেই নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। তবুও এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে সেতুটির কাজ সম্পূর্ণ করতে এলাকাবাসী পাশে ছিলেন। কিন্তু এক-দেড় বছর কাজ করার পর উধাও হয়ে যান ঠিকাদার কর্মীরা। বন্ধ হয়ে যায় কাজ। বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেতুর কাজ সম্পূর্ণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রায়ডাক-১ নদীর উপর হওয়া এই সেতুর সঙ্গে কোচবিহার থেকে নাটাবাড়ি হেরিটেজ রোড হয়ে রসিকবিলের সঙ্গে সংযোগসাধন হবে। তখন আর রসিকবিল যেতে কোচবিহার, তুফানগঞ্জ, হরিপুর, হরিরহাট হয়ে ঘুরপথে যেতে হবে না। সরাসরি কম সময়ে ও কম খরচে কোচবিহার, নাটাবাড়ি, ধলপল হয়ে রসিকবিল

ধলপলে বন্ধ রায়ডাক-১ নদীর সেতুর কাজ।

যাতায়াত করা সহজ হবে। এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়লে বেকারত্ব কমবে।

ধলপল এলাকায় রায়ডাক নদীর উপর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে ২০১৯ সালের ২ মার্চ পাকা সেতুর শিলান্যাস হয়েছিল। এই সেতুটি তৈরি হলে নাটাবাড়ি-ধলপল হেরিটেজ রাস্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রসিকবিল পিকনিক স্পট সহ অসমের সঙ্গেও যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সহজ হবে। এই সেতুটির কাজ শেষ হলে উত্তর ধলপলের বর্মনপাড়া, ক্যাম্পেরঘাট এলাকার মানুষজনের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হবে। এখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় যাতায়াত করতে হয়।

রাস্তায় জলে দুর্ভোগ

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৩ সেপ্টেম্বর : বাজার সেরে বাড়ি ফিরছিলেন ষাটোর্ধ্ব সুরেশ বর্মন। হঠাৎ পাশ দিয়ে একটি গাড়ি যেতেই রাস্তার জলকাদা ছিটে তাঁর জামাকাপড়ের বারোটা বেজে গেল। ছবিটি মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের লতাপাতার কুশিয়ারবাড়িতে ঢোকার মুখে রাস্তার। বৃষ্টি হলে ওই রাস্তায় জল জমে যায়। সেই জলকাদার মধ্যে দিয়ে সবাইকে যাতায়াত করতে হয়। অবশ্য লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালা অধিকারী পুজোর আগেই রাস্তা সংস্কার করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

এবিষয়ে কুশিয়ারবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিনোদ বর্মন বলেন, 'জলকাদার জন্য এলাকায় খুব সমস্যা হয়। বাজারটি পঞ্চায়েত সমিতির নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই সমস্যার বিষয়টি পঞ্চায়েত সমিতি সহ ব্লক প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।' কুশিয়ারবাড়ি হাট কমিটির সম্পাদক জগদীশ বর্মন দুর্ভোগের কথা স্বীকার করে বলেন, 'রাস্তা সংস্কারের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সহ বিভিন্ন জায়গায় জানানো হয়েছে।'

স্থানীয় ছাত্রী কুসুম বর্মন বলে, 'সাইকেল চালিয়ে ওই জলকাদার মধ্যে দিয়ে স্কুলে যাওয়ার সময় প্রায় দিন স্কুলের পোশাকে জলকাদা ছিটে লাগে।' পেশায় টোটোচালক বিশ্বজিৎ দাসের কথায়, 'টোটো নিয়ে সারাদিনে বেশ কয়েকবার এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করি। রাস্তাটির অবস্থা এতটাই খারাপ যে একপ্রকার ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয়।' এছাড়া দ্বারিকামারি, পুঁটিমারি, বৌলপারি সহ বেশকিছু এলাকার মানুষ বাস ধরার জন্য এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। তাঁরাও ভোগান্তির শিকার হন।

সন্ধ্যা নামলেই আঁধারে ডোবে রাস্তা

চ্যাংরাবান্ধা, ১৩ সেপ্টেম্বর : সন্ধ্যা নামতেই অন্ধকারে ডুবে যায় চ্যাংরাবান্ধার বিভিন্ন এলাকা। পথচারী থেকে এলাকার বাসিন্দা সকলের ভরসা লোকের বাড়ির, দোকানের আলো। নাহলে সম্বল পথচলতি গাড়ির আলো। অন্ধকারে রাস্তায় চলতে গিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন স্থানীয়রা। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মহলে বারবার দাবি জানিয়েও সাড়া না মেলায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

কোচবিহার জেলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর চ্যাংরাবান্ধা। কিন্তু একমাত্র এশিয়ান হাইওয়ে ছাড়া চ্যাংরাবান্ধার আর কোনও এলাকায় পথবাতির ব্যবস্থা নেই। কোথাও খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু পথবাতি নেই। আবার কোথাও তো সেটুকুও নেই। পশ্চিমপাড়া, স্টেশনপাড়া, পোস্ট অফিসপাড়া, দক্ষিণপাড়া, বাজার কালীবাড়ি রোড, হাসপাতালপাড়া, বাবুপাড়া, পুরানো পোস্ট অফিসপাড়া, মার্চেন্ট রোড তালিকাটা নেহাত কম নয়। সব জায়গাতেই এক ছবি।

পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা শেলি দে-র কথায়, 'মেয়ে ছোট, ওকে রাতে টিউশন থেকে নিয়ে ফিরতে খুব সমস্যায় পড়তে হয়। অন্ধকারে বর্ষাকালে আবার সাপখোপ, পোকামাকড় রয়েছে। মোবাইলের আলো ধরে এই রাস্তায় হাঁটতে অবস্থা শেষ। অন্ধকারে কোনও দুর্ঘটনা হলে কে দায় নেবে?'

পুরানো পোস্ট অফিসপাড়ার বাসিন্দা ববিতা আগরওয়ালের মন্তব্য, 'বহু যুগ আগে চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আলো জ্বলত। আমাদের গ্রামের লোকদের কথা শুধুমাত্র ভোট এলেই সকলের মনে পড়ে।'

চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আবদুল সামাদ বলেন, 'আমরা দীর্ঘ সময় ধরে চ্যাংরাবান্ধার বিভিন্ন এলাকায় পথবাতির ব্যবস্থা করেছিলাম। ব্যবসায়িক মন্দায় আমাদের বেহাল দশা। প্রায় সাত হাজার ট্রাক থেকে সংখ্যাটা এখন আড়াই হাজারে নেমে এসেছে। আমাদের পক্ষে আর পথবাতির খরচ দেওয়া সম্ভব নয়। ভিআইপি মোড়ের হাইমাস্ট আলোটি এখনও আমাদের উদ্যোগে জ্বালানো হয়।'

চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইলিয়াস রহমান জানান, এত বড় এলাকার পথবাতির দায়িত্ব পালন পঞ্চায়েতের পক্ষে সম্ভব নয়। বিষয়টি ইতিমধ্যেই কোচবিহারের জেলা শাসকের কাছে জানানো হয়েছে। জেলা শাসকের দপ্তরের তরফে সমীক্ষাও করা হয়েছে। চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদ থেকে কাজ করা হবে শোনা গিয়েছে।

হারিয়ে যেতে বসেছে তিনশো বছরের ইতিহাস

ভাঙা মন্দিরেই আসেন মা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৩ সেপ্টেম্বর : দিনহাটা ওকরাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ছোট ফলিমারি গ্রামে রাস্তার ধারেই রয়েছে মন্দিরটি। প্রায় তিনশো বছরের ইতিহাস বহন করে মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে। ইটের গাঁথনি থাকলেও মন্দিরের কোনও ছাদ ছিল না বহুদিন। গ্রামবাসীরা উদ্যোগ নিয়ে টিনের শেড লাগিয়েছিলেন বটে তবে বর্তমানে সেটারও একেবারে ভগ্নদশা। সেই মন্দিরেই গত ছয় বছরের মতো এবারও পুজোর আয়োজন করছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় তরুণ প্রজন্মের উদ্যোগেই ভগ্নপ্রায় ওই মন্দিরে ঘটে পুজো চলছে। এই দুর্গা মন্দিরটি নাকি কোচবিহারের প্রথম পাকা মন্দির। তবে স্থানীয়দের দাবি, মন্দিরটি সংস্কার করা হলে পুজোর আনন্দ আরও বেশি হত। সেইসঙ্গে তাঁদের আক্ষেপ, বিভিন্ন সময়ে প্রাচীন এই মন্দিরটি সংস্কারের দাবি জানানো হলেও তা অধরা থেকে গিয়েছে।

বর্তমানে মন্দিরের সামনে দুটি বড় বড় খিলান রয়েছে। মন্দিরের দেওয়ালের একাংশে তৈরি হয়েছে বড় বড় ফাটল। আরেক অংশ দখল নিয়েছে বট-পাকুড়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তিনশো বছরের পুরোনো এই মন্দিরে শেষবার ১৯৬৮ সালে পুজো হয়েছিল। তৎকালীন কোচবিহার রাজার আমন্ত্রণে ঢাকার নবাবের দরবার থেকে কোচবিহার রাজ্যের কাজে যোগ দেন রূপচন্দ্র মজুমদার। পরে তিনি মুস্তফী

দিনহাটা ফলিমারির এই মন্দিরেই হবে পুজো।

উপাধি পান। তিনি পরে দিনহাটার ভিতরকুঠি গ্রামে জমিদারিও লাভ করেন। সেখানেই প্রথম কোচবিহার রাজবাড়ির আরাধ্যা দেবীর অনুকরণে রক্তবর্ণা দেবীবন্দনার সূচনা হয়। এরপর তিনি পরবর্তীকালে ফলিমারি গ্রামে চলে এলে সেখানে রূপচন্দ্রের পরবর্তী প্রজন্মের বংশধররা এই মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তারপর ওই পরিবার ফের দিনহাটার গোধূলিবাজারের নিজেদের বাসভবনে পুজো শুরু করলে ওই মন্দিরে জমিদারবাড়ির পুজো বন্ধ হয়ে যায়।

এদিকে এলাকার স্থানীয়দের উৎসাহে গত ছয় বছর ধরে মন্দিরটিতে ফের পুজো শুরু হয়েছে। তবে গ্রামবাসীদের দুঃখ, জমিদারদের স্মৃতিবিজড়িত মন্দির সংস্কার না হওয়ায় ভাঙা মন্দিরেই মায়ের আরাধনা করত হয়। স্থানীয় বাসিন্দা পাপাই শীলের কথায়, 'মন্দিরটির যা হাল তাতে দ্রুত সংস্কার করা প্রয়োজন।' জমিদার পরিবারের সদস্য সীতাংশুশেখর মুস্তফী বলেন, 'ফলিমারির মন্দিরটি কোচবিহারের প্রথম পাকা মন্দির। পাশে থাকা দিঘিটিও জমিদারদের স্মৃতিবিজড়িত। এখন নিষ্ঠা মেনে আমাদের শহরের বাড়িতেই পুজো হয়। তবে শুনেছি গ্রামের তরুণরা চাঁদা তুলে মন্দিরে পুনরায় পুজো চালু করছে। এর ফলে উৎসবের সময় মন্দিরের মলিনতা কিছুটা হলেও ঘুচবে।'

মণ্ডপসজ্জায় ভিনজেলার শিল্পীরা

তুফানগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর : চারদিকে সাজোসাজো রব। ক্লাবগুলিতে মণ্ডপের কাজ প্রায় শেষের দিকে। আলোকসজ্জার জন্য রাস্তার ধারে তৈরি হচ্ছে বাঁশের তোরণ। এইসব ছবিগুলি জানান দিচ্ছে পুজোর আর বেশি দেরি নেই। মণ্ডপের কাজ শেষ করতে এখন দিনরাত কাজ করছেন শিল্পীরা। বেশিরভাগ জায়গায় মণ্ডপ যাঁরা গড়ছেন তাঁরা বাইরের থেকে সেখানে গিয়েছেন। পুজোর আগে সবাই নিজেদের বাড়িতে নিজের পরিবারের কাছে ফেরার কথা ভাবছেন। কিন্তু এই মণ্ডপশিল্পীরা বাড়ির টানকে উপেক্ষা করে পুজো কমিটির পরিকল্পনাকে বাস্তবের রূপ দেওয়ার জন্য নাওয়াখাওয়া ভুলে কাজ করছেন।

এই সকল শিল্পী জানান, তাঁরা শিল্পের টানে ঘর ছেড়ে মণ্ডপ তৈরি করছেন। পুজোর আগে বাড়িতে ফেরার জন্য মন কিছুটা খারাপ

> পুজোর সময় যা রোজগার হয় তা দিয়ে বছরের বাকি সময়টা চালাতে হয়। তাই পুজোর আগে বাড়িতে সবার সঙ্গে থাকতে পারি না বলে মন খারাপ হয় ঠিকই কিন্তু যখন জানতে পারি, আমাদের এতদিনের পরিশ্রমে তৈরি মণ্ডপটি দর্শনার্থীদের পছন্দ হয়েছে তখন সেই কষ্ট ভুলে যাই।
>
> **সঞ্জয় সূত্রধর**
> *মণ্ডপশিল্পী*

লাগলেও তাঁদের কিছু করার থাকে না। তবে পুজোর আগে থাকতে না পারলেও পুজোর তিনটি দিন তাঁরা পরিবারের সঙ্গে কাটান।

এবছর তুফানগঞ্জের বিভিন্ন ক্লাবে নজরকাড়া থিমের সম্ভার। শহরের বেশিরভাগ বিগ বাজেটের পুজোর মণ্ডপ তৈরির জন্য কিছু স্থানীয় শিল্পী থাকলেও কয়েকজন ভিনজেলা থেকে এখানে এসেছেন। দক্ষিণবঙ্গের নদিয়া, চন্দননগর, কুমোরটুলি, এমনকি কলকাতা থেকেও শিল্পীরা এখানে এসে কাজ করছেন। দুর্গা ও কালীপুজোর মণ্ডপসজ্জার কাজ করে তাঁরা রোজগার করেন। তাই বছরের এই সময়টা তাঁদের ব্যস্ততা থাকে। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

বাড়িতে বয়স্ক মা-বাবা, স্ত্রী ও সন্তানদের রেখে তুফানগঞ্জে মণ্ডপ গড়তে এসেছেন নদিয়ার শিল্পী সঞ্জয় সূত্রধর। তাঁর কথায়, 'পুজোর সময় যা রোজগার হয় তা দিয়ে বছরের বাকি সময়টা চালাতে হয়। তাই পুজোর আগে বাড়িতে সবার সঙ্গে থাকতে পারি না বলে মন খারাপ হয় ঠিকই কিন্তু যখন জানতে পারি, আমাদের এতদিনের পরিশ্রমে তৈরি মণ্ডপটি দর্শনার্থীদের পছন্দ হয়েছে তখন সেই কষ্ট ভুলে যাই।'

কলকাতার শিল্পী অমল পাঁজার হাতে প্রতিবছর কোচবিহার জেলার কোনও না কোনও বিগ বাজেটের পুজোমণ্ডপ সেজে ওঠে। এবছর তুফানগঞ্জের বাণী সংঘের পুজোমণ্ডপটি তাঁর নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে সেজে উঠছে। অমলের বক্তব্য, 'একসময় কলকাতার বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে কাজ করতাম। তবে কলকাতা থেকে দূরে উত্তরবঙ্গেও নিজের শিল্পীসত্তাকে ফুটিয়ে তুলতে চাই। বছর দুয়েক ধরে উত্তরবঙ্গে পুজোর সময় মণ্ডপের কাজ করছি।' তিনি আরও জানান, যখন সবাই পরিবারের সঙ্গে মিলে পুজোর জামাকাপড় কেনেন তখন তাঁরা বাড়িতে থাকতে পারেন না ঠিকই তবে পুজোর তিন-চারদিন তাঁরা পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠেন।

বাসে মৃত্যু

জলপাইগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসে তিস্তা সেতুর কাছে হৃদরোগে আক্রান্ত হন এক বাসযাত্রী। শনিবার বাসটি শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার যাচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে যাত্রী সহ গোটা বাস ঘুরিয়ে তিস্তা সেতু থেকে চালক চলে যান জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা ওই বাসযাত্রীকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতের নাম অনাথ রায় (৭০)। তিনি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের পরিচিত। পার্থপ্রতিম বললেন, আমি ছবিটা দেখেই চিনতে পারি। উনি আমাদের গ্রামের অনাথ কাকা।'

নগর সাহেবগঞ্জ এলাকায় ঢাকিরা ব্যস্ত ঢাক সারাতে।

ধারের টাকায় ঢাক সারাই

হলদিবাড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : হাতেগোনা কয়েকদিন বাদেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর। সেই দুর্গাপুজো ঘিরে জেলা থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে পৈতৃক পেশা নিয়ে আশঙ্কায় ভুগছেন ঢাকিরা। কিন্তু বাপঠাকুরদার আমলের পেশার 'মায়া' ছাড়তে পারছেন না কেউই। তাই সাধের ঢাক সারাই করে পুজোর জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের নগর সাহেবগঞ্জের ঢাকিরা। টাকা জোগাতে কেউ বাড়ির গোরু. ছাগল বিক্রি করছেন। কেউ আবার ধারবাকি করছেন।

জানা গিয়েছে, পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকায় বসবাস ৩০টির মতো ঢাকি পরিবারের। উৎসবের দিনগুলিতে মানুষকে আনন্দ দিয়েই অর্থ উপার্জন করেন তাঁরা। পুজোর দিনগুলি মানুষকে আনন্দ দিলেও তাঁদের নিজেদের ঘরে আনন্দ অধরাই থাকে বলে আক্ষেপ তাঁদের। অভাব সংসারের নিত্যসঙ্গী। বংশপরম্পরায় তাঁরা শিল্পী হলেও সরকারের তরফে মিলেনি শিল্পীর স্বীকৃতি। মেলে না তাই কোনও 'শিল্পী ভাতা'। পুজোপার্বণে ঢাক বাজিয়ে কোনওরকমে চলছে সংসার।

এলাকার প্রবীণ ঢাকি শরৎ ঋষির গলায় ঝরে পড়ল আক্ষেপের সুর। বললেন, 'অতীতে পুজোর উদ্যোক্তারা আগে প্রতিমা, পুরোহিত এবং ঢাকিদের অগ্রিম দিত। এখন উলটো। এখন সবশেষে খোঁজ হয় ঢাকিদের। শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও সেকারণে স্বীকৃতিও মেলে না। সরকারি ভাতাও জোটেনি।' একই অভিযোগ জানালেন কল্যাণ ঋষি, দয়াল ঋষি, চিরঞ্জিৎ ঋষি, মনু ঋষিদের মতো বাকি ঢাকিরাও। তাঁদের কথায়, গান গাইতে না জানলেও তৃণমূলের নেতাদের আশীর্বাদে অন্য ক্ষেত্রের অনেক শিল্পীর মিলছে সরকারি ভাতা। শুধু তাঁরাই বঞ্চিত থেকে গেলেন।

দুর্গা গড়ছেন রক্তমাংসের 'দশভুজা'রা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর : কথায় বলে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। মিনতি, বেবি, কৃষ্ণাদের দেখলে এই কথাই মনে পড়ে বারবার। সংসারের সমস্ত কাজের চাপ সামলে পুজোর আগে মিনতিরা স্বামীর সঙ্গে দেবী দুর্গার প্রতিমা গড়ার কাজে হাত লাগান। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে প্রতিমা গড়ার কাজ। সংসারের সমস্ত চাপ সামলে হাসিমুখে মায়ের মূর্তি গড়েন বাস্তবের 'দশভুজা'রা।

পুজোর কয়েক সপ্তাহ আগে এখন শেষমুহূর্তের ব্যস্ততা শিল্পালয়গুলিতে। শনিবার শহরের বিভিন্ন শিল্পালয়ে গিয়ে দেখা গেল ছেলেদের সঙ্গে সমানতালে প্রতিমার কাজ করতে ব্যস্ত মেয়েরাও। বিয়ের আগে মাটির কাজ না পারলেও বিয়ের পর স্বামী কানাই পালের কাছে কাজ শিখে মিনতি পাল পরিণত মৃৎশিল্পী হয়ে উঠেছেন। এছাড়াও রথের সময় তিনি ছোট ছোট মাটির পুতুলও তৈরি করেন। কাজের ফাঁকে মিনতি এদিন বলেন, 'আজকালকার মেয়েরা প্লেন এবং ট্রেনও চালাচ্ছে। কোনও কাজেই তো মেয়েরা পিছিয়ে নেই। তাই সংসারের হাল ধরতে আমিও আমার স্বামীর সঙ্গে মূর্তি গড়ার কাজ করি।'

মিনতি, বেবি এবং কৃষ্ণারা কে হয়তো বিয়ের আগে তাঁরা কেউই ভাবেননি সংসারের কাজ সামলে প্রতিমার কাজে হাত লাগাতে হবে। কিন্তু এখন তাঁরা পরিণত মৃৎশিল্পীদের মতোই মূর্তি গড়েন।

আড়াই দশকের বেশি সময় ধরে স্বামী জীবন পালের প্রতিমা তৈরির কাজে সহযোগিতা করছেন মৃৎশিল্পী বেবি পাল। শহরের গুঞ্জবাড়ি এলাকায় প্রতিমার কারখানা রয়েছে তাঁদের। তবে শুধু দুর্গাপুজোর আগে নয়, কাজের চাপ বাড়লেই স্বামীর সঙ্গে মূর্তি গড়ার কাজে হাত লাগান বেবি। কৃষ্ণা পাল গত দু'বছর ধরে স্বামীর সঙ্গে প্রতিমা গড়ার কাজ করছেন। প্রতিমা তৈরিতে কৃষ্ণার হাতেখড়ি তাঁর স্বামী এবং ভাশুরের কাছে। এবার কাজে চাপ বেশি থাকায় মূর্তি তৈরির পাশাপাশি রং করার কাজেও হাত লাগিয়েছেন। মাতৃমূর্তিতে রং করার ফাঁকে এদিন তিনি বলেন, 'মেয়েরা তো এখন সবই পারে। তাহলে প্রতিমার রূপদান করতে ক্ষতি কোথায়?'

শুধুমাত্র শহরের হাতেগোনা কয়েকটি শিল্পালয়েই নয়, শহরতলি এবং গ্রামগঞ্জেও পুরুষদের পাশাপাশি মাটির প্রতিমা তৈরির কাজ করছেন রক্তমাংসের দুর্গারা।

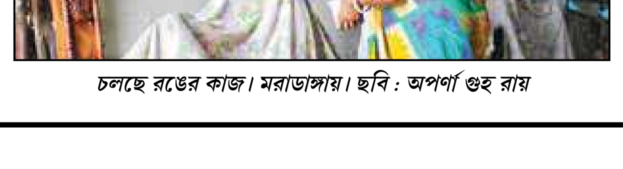

চলছে রঙের কাজ। মরাডাঙ্গায়। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

টুকরো খবর

গ্রেপ্তার ২

শীতলকুচি, ১৩ সেপ্টেম্বর : গাঁজা সহ গ্রেপ্তার করা হল দুই তরুণকে। ঘটনাটি শনিবার সকালে শীতলকুচি ব্লকের গোঁসাইরহাট-পঞ্চারহাট সড়কে খানুয়ারডাঙ্গা এলাকার। টোটোয় চেপে দুই তরুণ পঞ্চারহাট এলাকা থেকে গোঁসাইরহাট যাওয়ার উদ্দেশে রওনা দেয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে টোটো আটকায় শীতলকুচি থানার পুলিশ। ব্যাগে গাঁজা দেখতে পাওয়া যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সমরেশ হালদার, শীতলকুচি যুগ্ম সমষ্টি আধিকারিক সন্দীপন দাশগুপ্ত। তাঁদের উপস্থিতিতে দুই তরুণের ব্যাগ থেকে ২২ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। ধৃত দুই তরুণের বাড়ি নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানা এলাকায়। মাথাভাঙ্গা অ্যাডিশনাল এসপি সন্দীপ গড়াই বলেন, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।'

পথ দুর্ঘটনা

চ্যাংরাবান্ধা, ১৩ সেপ্টেম্বর : চ্যাংরাবান্ধা এশিয়ান হাইওয়ের মেখলিগঞ্জ ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সামনে শনিবার এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন এক মহিলা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন বেপরোয়াভাবে একটি গোরু ছুটে এসে চলন্ত টোটোয় ধাক্কা মারলে টোটো উলটে গিয়ে মহিলা পায়ে প্রচণ্ড আঘাত পান। স্থানীয়রা তৎক্ষণাৎ তাঁকে চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে আঘাত গুরুতর থাকায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এইভাবে গোরুর জন্য এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

রক্তদান শিবির

কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর : ৩৮তম জন্মদিনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলেন শহরতলির ডাউয়াগুড়ির কদমতলার রাধা ব্রজমোহন সেবা আশ্রমের সেবাইত কানাইগোপাল গোস্বামী। শনিবার হওয়া এই শিবিরে মোট ২০ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত রক্ত সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়। পাশাপাশি সমাজের পিছিয়ে পড়া ১৫ জন মানুষের মধ্যে পুজো উপলক্ষ্যে নতুন বস্ত্র বিলি করা হয়। প্রসাদও বিতরণ করা হয়।

ফোন ফেরত

বক্সিরহাট, ১৩ সেপ্টেম্বর : ফিরে পাওয়া কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন সময় হারিয়ে যাওয়া বা চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিল বক্সিরহাট থানার পুলিশ। শনিবার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্নেধারা মনোজ কুমার সহ অন্যরা। পুলিশ সুপার বলেন, 'গত কয়েক মাসে যে মোবাইলগুলি বাজেয়াপ্ত হয়েছে আইনি প্রক্রিয়া মেনে আজ ১৩ জনের হাতে সেই ফোনগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে।'

মহিলা কমিটি

মেখলিগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর : সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান খোলার প্রতিবাদে মেখলিগঞ্জের ১১২ কুচলিবাড়ি এলাকার মহিলারা শনিবার নাগরিক সভা করে গড়ে তুললেন মদবিরোধী মহিলা নাগরিক সংগ্রাম কমিটি। সভায় রিতা রায় সভাপতি, দীপালি রায় সহ সভাপতি, মঞ্জু রায় সম্পাদক, বাসন্তী রায় সহ সম্পাদক এবং সীমা রায়কে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অপেক্ষা।। অশোক মল্লিকের তোলা ছবি।

রাইস মিল বন্ধ রেখে বিক্ষোভে প্রশ্ন

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৩ সেপ্টেম্বর : দিনহাটায় রাইস মিলে শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব বাছাইকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল আরেকবার প্রকাশ্যে এল। শনিবার শ্রমিকদের বিক্ষোভের জেরে দিনহাটা বড় আটিয়াবাড়ি ফকিরতকায়া রাইস মিলের কাজ সারাদিন বন্ধ ছিল। এদিন মিলের কর্মীরা সকালে কাজে এসে জানতে পারেন, রাইস মিলের শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্বে থাকা নেতৃত্ব হাবিবুর রহমানকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাবিবুরকে নেতৃত্বে বহাল রাখার দাবিতে কাজ বন্ধ রেখে শ্রমিকরা তৃণমূলের পতাকা হাতে বিক্ষোভে শামিল হন। এমনিতে দিনহাটায় সেরকম কারখানা নেই, রাইস মিলের ওপর ভর করে দিনহাটার অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। ঠিক সেইসময় শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের কোন্দলে মিল মালিকরা চিন্তিত। ঘটনার খবর তৃণমূল নেতৃত্বর কানে পৌঁছাতেই তৃণমূলের আটিয়াবাড়ি-১ অঞ্চলের সভাপতি শশধর বর্মন ও জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নুর আলম হোসেন ঘটনাস্থলে যান। নুর বলেন, 'এখানে দলের কোনও ব্যাপার নেই। ওই রাইস মিলে নতুন কোনও কমিটি গঠন হয়নি। ওঁদের মধ্যে ভুল কোনও বার্তা গিয়েছে। এদিন সকলের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে।'

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

- শনিবার শ্রমিকদের বিক্ষোভের জেরে ফকিরতকায়া রাইস মিলের কাজ সারাদিন বন্ধ ছিল
- মিলকর্মীরা জানতে পারেন, রাইস মিলের শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্বে থাকা নেতৃত্ব হাবিবুর রহমানকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে
- হাবিবুরকে নেতৃত্বে বহাল রাখার দাবিতে বিক্ষোভ দেখান

শ্রমিকদের মধ্যে সৌরভ দেবনাথের অভিযোগ, এতদিন মিলের শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্বে হাবিবুর রহমান ছিলেন। হঠাৎ তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ তিনি সবসময় তাঁদের পাশে থেকেছেন। যে কোনও বিপদে-আপদে তিনি প্রথমে এগিয়ে আসতেন। তাই হাবিবুরকে মিলের সংগঠনের নেতৃত্বে তাঁরা চান। হাবিবুর এবিষয়ে অবশ্য মুখ খুলতে নারাজ।

শশধরের কথায়, 'এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। শ্রমিকরা কেন বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, তা আমার জানা নেই।' যদিও নেতৃত্ব ঘিরে শ্রমিকদের এই কোন্দল নিয়ে মিল মালিকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। এক মিল মালিকের বক্তব্য, 'এভাবে কাজ বন্ধ রাখলে লোকসানের মুখে পড়তে হয়।' তবে এদিন ফকিরতকায়ার মিল মালিককে ফোনে যোগাযোগ করা হলে সাড়া মেলেনি। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি সুব্রত বর্মন জানান, আমাকে পার্টি ব্লক সভাপতি করেছে। তবে কোন রাইস মিলের সভাপতি কে হবেন, সেটা শ্রমিক ইউনিয়নের ভেতরে শ্রমিকরা ঠিক করবেন। আমরা নাম পেলে দলের নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করব। এখনও পর্যন্ত কোনও সভাপতি ঘোষণা হয়নি।

দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে বিমান, জয়ন্তদের

নেপালে কাজে অনিশ্চয়তা

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১৩ সেপ্টেম্বর : নেপালে ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করে কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের প্রায় ১০ হাজার শ্রমিকের সংসার চলত। কিন্তু চলতি মাসে নেপালে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ইটভাটাগুলি খুলবে কি না তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। নিজেদের কর্মসংস্থান নিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকরা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহ বলেন, 'শ্রমিকরা ইটভাটায় যেতে না পারলে আর্থিক সমস্যায় পড়বেন। তবে অনেকের এলাকায় চাষের জমি রয়েছে। তাঁরা বেশি আয়ের জন্য ইটভাটায় কাজে যেতেন। এলাকায় চাষাবাদ করে তাঁদের সংসার চলবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি দিলে শ্রমিকরা কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবেন।'

নেপালে আটকে থাকা কোচবিহার জেলার শ্রমিকরা। - ফাইলচিত্র

শীতলকুচি ব্লকে বড় কোনও শিল্প নেই। বর্ষায় ধান রোপণের পর এলাকায় কাজ থাকে না। সেজন্য বাধ্য হয়ে শ্রমিকরা রাজ্যের বাইরে ইটভাটার কাজে যান। মালিকপক্ষের কাছে দাদন নিয়ে বাড়িতে তাঁরা বর্ষাকাল কাটাতেন। বর্ষা বিদায় নিতেই দাদনের টাকা পরিশোধ করতে পরিবার নিয়ে বিহার, অসম সহ নেপালের ইটভাটাগুলিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের ছুটতে হত। বছরের সাত-আট মাস ইটভাটায় কাজ করে তাঁরা অগ্রিম দাদনের টাকা পরিশোধ করেন। এরপর সামান্য অর্থ উপার্জন করে বাড়ি ফিরে আসেন। এভাবে বছরের পর বছর শ্রমিকরা দিনযাপন করছেন। ইটভাটার শ্রমিক বিমান বর্মনের কথায়, 'এবছর বর্ষায় ইটভাটার মালিকপক্ষের কাজ থেকে দাদন পাইনি। ঋণ করে বর্ষাকাল কাটিয়েছি। এলাকায় কাজ নেই। সংসার কীভাবে চলবে তা বুঝতে পারছি না।'

অনেকে আবার পুজোর আগে দাদন নিয়ে কেনাকাটা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন নেপালের ইটভাটার মালিকপক্ষ নতুন করে শ্রমিকদের দাদন দিতে চাইছে না। ফের তাঁদের সেখানে কাজের ডাক পড়বে কি না শ্রমিকরা বুঝতে পারছেন না। আগাম দাদন না পেয়ে ইটভাটার শ্রমিক জয়ন্ত বর্মনের বক্তব্য, 'বিহার, অসমের ভাটাগুলি থেকে শ্রমিকদের দাদন দিলেও নেপালের ইটভাটার দাদন আপাতত বন্ধ আছে। খুব অভাবে দিন কাটছে। অনেকে বাড়ির গাছ ও গবাদিপশু বিক্রি করে দিনে একমুঠো খাবারের ব্যবস্থা করছেন।'

শীতলকুচি ব্লকের এই শ্রমিকরা ইটভাটায় কর্মসংস্থান হারালে এলাকার আর্থিক পরিস্থিতি কোথায় দাঁড়াবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কয়েক দশক ধরে ইটভাটায় কাজ করলেও মালিকপক্ষ শ্রমিকদের কাজের নিশ্চয়তা দেয়নি। পরিযায়ী হিসেবে তাঁরা কাজ করছেন। প্রশাসনের তরফেও কর্মসংস্থানের বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়নি। তবে অনেকে মনে করছেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রত্যেককে জব কার্ডের মাধ্যমে বছরে ১০০ দিন কাজ নিশ্চিত করা এবং সময়মতো মজুরি দিলে কিছুটা হলেও আর্থিক সমস্যা মিটবে। আরেক শ্রমিক বিশাদু বর্মনের বক্তব্য, 'বছরে আট মাস ইটভাটায় কাজ করতাম। বাকি চার মাস এলাকায় এসে ১০০ দিনের কাজ করে সংসার চালাতাম। কিন্তু এবছর ১০০ দিনের কাজ বন্ধ। মালিকপক্ষ দাদনের টাকা দেয়নি। তাই সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছি।'

বিজেপির শীতলকুচির বিধায়ক বরেণচন্দ্র বর্মন জানান, এলাকায় কর্মসংস্থান নেই। তাই কোচবিহার জেলার শীতলকুচি ব্লক থেকে সবচেয়ে বেশি পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে ইটভাটায় কাজ করতে যান। তৃণমূল নেতারা ১০০ দিনের কাজে শ্রমিকদের বঞ্চনা ও স্বজনপোষণ করতেন। ১০০ দিনের কাজে স্বচ্ছতা এলে শ্রমিকরা বকেয়া মজুরি পাবেন।

ছোট্ট তারা

তৃষাণ পাল তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের সাউথ-ইস্ট ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের এলকেজির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি আঁকা ও নাচে খুদে বেশ পারদর্শী।

ভোট টানতে আগমনী উৎসব

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর : দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস আগমনী উৎসবের আয়োজন করল। শনিবার কোচবিহারের উৎসব অডিটোরিয়ামে এই অনুষ্ঠান হয়। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে ওই বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় ২০০টি পুজো কমিটি অংশ নেয়। এছাড়া এদিন সেখানে কোচবিহার পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন আমিনা আহমেদ ও কাউন্সিলার ভূষণ সিং সহ পুরসভার অধিকাংশ কাউন্সিলাররা উপস্থিত ছিলেন। অভিজিৎ বলেন, 'যেসব পুজো কমিটি আমাদের কাছে চাঁদা দাবি করে দলীয়ভাবে সাধ্যমতো তাদের চাঁদা দিই। গতবার কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ১৭২টি পুজো কমিটি চাঁদার জন্য আমাদের কাছে আবেদন করেছিল। আমরা কাউকে ২ হাজার, কাউকে ৪ হাজার আবার কাউকে তারও বেশি চাঁদা দিয়েছি। এবার আশা করছি সেই সংখ্যা বেড়ে প্রায় ২০০-র মতো হবে। তাদেরকেও আমরা চাঁদা দেব।'

দলীয় সূত্রে খবর, এদিনের আগমনী উৎসবে যেসব পুজো কমিটি অংশ নিয়েছে আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর তাদের নিয়ে কোচবিহারের লালদিঘির সামনে থেকে শাসকদল মিছিল বের করবে। এরপর সেই কমিটিগুলির মধ্যে যারা পুজোর চাঁদার জন্য আবেদন করবে কোচবিহার জেলা তৃণমূল দলীয়ভাবে তাদের চাঁদা দেবে। এদিকে রাজ্য সরকার পুজো কমিটিগুলিকে লক্ষাধিক টাকা করে চাঁদা দিয়েছে। তারপরেও ঘাসফুল শিবির কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের পুজো কমিটিগুলিকে আলাদা করে চাঁদা দেওয়ার বিষয়টি জানাজানি হতেই রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন ছড়িয়েছে। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তীর কথায়, 'সামনে ভোট রয়েছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতির এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে দাঁড়ানো মোটামুটি নিশ্চিত। তাই হিন্দু ভোট পেতে তিনি এমনটা করছেন। তবে এতে কোনও লাভ হবে না। আমি অনুরোধ করব শুধু দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র নয়, তৃণমূল গোটা জেলার পুজো কমিটিগুলিকে এই চাঁদা দিক।'

জেলা তৃণমূলের আগমনী উৎসব। শনিবার কোচবিহারের উৎসব অডিটোরিয়ামে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের জেলা সভাপতির ভোটে দাঁড়ানো মোটামুটি নিশ্চিত। আর এই কেন্দ্রটিতে জেতার পথে তৃণমূলের মূল অন্তরায় হিন্দু ভোট তথা শহরের ভোট। পুজো যেহেতু শহরে বেশি সেকারণে এই বিধানসভা কেন্দ্রের পুজো কমিটিগুলিকে অভিজিৎ চাঁদা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। যাতে শহরের হিন্দু ভোটের একটা বড় অংশ তৃণমূলকে ভোট দেয়।

> যেসব পুজো কমিটি আমাদের কাছে চাঁদা দাবি করে দলীয়ভাবে সাধ্যমতো তাদের চাঁদা দিই। গতবার কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ১৭২টি পুজো কমিটি চাঁদার জন্য আমাদের কাছে আবেদন করেছিল। আমরা কাউকে ২ হাজার, কাউকে ৪ হাজার আবার কাউকে তারও বেশি চাঁদা দিয়েছি। এবার আশা করছি সেই সংখ্যা বেড়ে প্রায় ২০০-র মতো হবে। তাদেরকেও আমরা চাঁদা দেব।
>
> **অভিজিৎ দে ভৌমিক**
> *জেলা সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস*

নিকাশিনালার দাবিতে পথ অবরোধ

নয়ারহাট, ১৩ সেপ্টেম্বর : নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিগ্রামের বাসিন্দাদের একাংশ নিকাশিনালার দাবিতে পথ অবরোধ করলেন। শনিবার নয়ারহাট বাজার সংলগ্ন পূর্বপাড়ায় নয়ারহাট-হাজরাহাট রাস্তা অবরোধ করা হয়। এক ঘণ্টা ধরে অবরোধ চলে। অবরোধের জেরে রাস্তায় যানজট তৈরি হয়। শেষে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে যায়। নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাম্পি বর্মন বলেন, 'নিকাশিনালা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে টেন্ডার হয়েছে। কিন্তু অর্থের অভাবে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া যাচ্ছে না। অর্থের ব্যবস্থা হলে দ্রুত নিকাশিনালা তৈরির কাজ শুরু হবে।'

বাসিন্দাদের অভিযোগ, জলনিকাশির ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টি হলে এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়ির পাশাপাশি যাতায়াতের একটি কাঁচা রাস্তাও জলমগ্ন হয়ে যায়। অনেকদিন ধরে এই সমস্যা চললেও স্থানীয় প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। কয়েকদিনের বৃষ্টিতে বর্তমানে রাস্তাটি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ফলে ওই রাস্তায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে তাঁদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। তাই প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তাঁরা পথ অবরোধে শামিল হয়েছেন। প্রসেনজিৎ বর্মনের কথায়, 'বর্তমানে রাস্তায় হাঁটুজল জমেছে। কয়েকটি বাড়িতে জল ঢুকেছে। যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছে। তাই আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি।'

সচেতনতা

সিতাই, ১৩ সেপ্টেম্বর : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গোরু পাচার রুখতে অনেকসময়ই চোরাকারবারিদের হাতে আক্রান্ত হন বিএসএফ জওয়ানরা। বিষয়টি নিয়ে শনিবার সিঙ্গিমারি এসপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যৌথভাবে একটি সচেতনতামূলক সভা করলেন সিতাই থানার পুলিশ ও পদ্মা বিএসএফ ক্যাম্পের জওয়ানরা। উপস্থিত ছিলেন ৭৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের পদ্মা বিএসএফ ক্যাম্পের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট ডি রেড্ডি, সিতাই থানার আইসি দীপাঞ্জন দাস, দিনহাটার এসডিপিও ধীমান মিত্র, সিতাই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন দাস প্রমুখ। দীপাঞ্জন জানান, এলাকায় প্রায় ৩৫০ পরিবারের বাস। যাদের মধ্যে ২০-২২ জন গোরু পাচারে যুক্ত। রেড্ডির কথায়, 'পাচারকারীরা আমাদের ওপর নানাভাবে হামলা করে। পাথর ছোড়ে। পরে আমাদেরও কঠোর পদক্ষেপ করতে হয়। এই নিয়ে গ্রামবাসীরা ভুল বোঝেন।'

ট্রাক চুরি

কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর : শনিবার ভোররাতে টাপুরহাট মোড়ে একটি বাড়ির সামনে থেকে ১২ চাকার ট্রাক চুরি হয়। ট্রাক চুরির খবর পেয়ে পুলিশের কাছে ডায়েরি করেন ট্রাকের মালিক সাবির আলম। তিনি বলেন, 'কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর রাতে চালক বাপ্পি হক ফাঁকা ট্রাকটিকে তাঁর বাড়ির পাশে রেখে ঘুমোতে যান। তারপরে ভোরের দিক থেকে ট্রাকটিকে আর পাওয়া যায়নি। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।' তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, ধুবড়ির আগমনী পেট্রোল পাম্পে ট্রাকটিকে শেষ দেখা গিয়েছিল। এদিন সন্ধে নাগাদ টাপুরহাট ফাঁড়ির পুলিশ ও অসম পুলিশের সহায়তায় ট্রাকটি ধুবড়ি থেকে আটক করা হয়েছে।

কোচবিহার বটতলা স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গাপুজো মণ্ডপের কাজ চলছে।

বটতলা স্পোর্টিংয়ে থিম 'অঙ্গীকার'

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর : নিজেদের ব্যতিক্রমী থিমের জন্য টানা চার বছর বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান পেয়েছে বটতলা স্পোর্টিং ক্লাব। এবছরও সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে তারা। পরিবেশ বাঁচানোর বার্তা দিয়ে সবাইকে অঙ্গীকারবদ্ধ করতে ওই ক্লাবের এবারের থিম 'অঙ্গীকার'। বাঁশ, খড়, ভুট্টার ছাল, নারকেলের ছোবা, সুপারির খোল, শুকনো গাছের ডাল, পেঁপে গাছের ছাল, ঝাড়ুর কাঠি দিয়ে তৈরি হচ্ছে পুজোমণ্ডপ।

আর মণ্ডপের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তৈরি হচ্ছে প্রতিমাও। হুবহু গাছের আদলে তৈরি সেই প্রতিমাকে এক ঝলক দেখলে 'গাছ' বলে ভাবতে বাধ্য দর্শনার্থীরা।

ক্লাবের সহ সম্পাদক বিমান সেনগুপ্ত বলেন, 'প্রাক হীরক জয়ন্তী বর্ষে হারিয়ে যাওয়া প্যাঁচাকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি পরিবেশ নিয়ে সচেতন করতে ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র দিয়েই আমাদের মণ্ডপসজ্জার কাজ হচ্ছে।'

পুজোর দিন এগিয়ে আসায় বর্তমানে পূর্ব গুড়িয়াহাটি গার্লস হাইস্কুলের মাঠে জোরকদমে চলছে মণ্ডপসজ্জার কাজ।

বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে নাভিশ্বাস উঠছে পৃথিবীর। দিন-দিন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দূষণের মাত্রাও। যার থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি। তাই ৭৪তম বর্ষে পরিবেশ বাঁচানোর বার্তা দেবে বটতলা স্পোর্টিং ক্লাব। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মণ্ডপের ভেতরে প্রবেশ করেই দেখা যাবে একটি মূর্তি পরিবেশ বাঁচানোর বার্তা দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে দর্শনার্থীদের। তার চারপাশে নানা ধরনের প্যাঁচা থাকবে। মণ্ডপের ভেতরে মাঝখানে তৈরি করা হচ্ছে কাল্পনিক পদ্মপুকুর। মণ্ডপের ভেতরে থাকবে নানা ধরনের মূর্তি, নারকেলের ছোবা দিয়ে কাল্পনিক গাছ এবং মণ্ডপের মাঝে পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে তৈরি হচ্ছে বট গাছ। স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে মণ্ডপসজ্জার কাজ করানো হচ্ছে পাতলাখাওয়ার শিল্পীদের দিয়ে।

পুজো সংসদ

শুধু তাই নয়, অভিনব মাতৃমূর্তি তৈরি হবে। মণ্ডপে মাতৃমূর্তির পেছনে থাকবে তিনশো মাটির প্রদীপ। ক্লাবে থাকবে ডাকের সাজের আরেকটি প্রতিমাও। এছাড়া, রাস্তাজুড়ে থাকবে অত্যাধুনিক আলোকসজ্জা। সবমিলিয়ে জোরকদমে চলছে পুজোর প্রস্তুতি। চতুর্থীর সন্ধ্যায় উদ্বোধন হবে ওই পুজোর। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, প্রতিবারের মতো এবারও পুজো উপলক্ষ্যে কিছু কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। পুজোর কয়েকটা দিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, বস্ত্র বিতরণ, চারাগাছ রোপণ সহ নানা কর্মসূচি করা হবে।

'পুলিশ কাকু, বাবাকে ধরে নিয়ে যাও'

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : শনিবার নিউ জলপাইগুড়ি থানায় তখন চূড়ান্ত কর্মব্যস্ততা। অনেকেই নিজের অভিযোগ, সমস্যা জানাতে আসছেন। এমন সময় মায়ের হাত ধরে থানায় ঢুকল তিন শিশু। মায়ের পায়ে চটি থাকলেও মেয়েদের খালি পা। ধুলোবালি মাখা। চোখ ছলছল। মুখে আতঙ্কের ছাপ।

পুলিশকর্মীদের সামনে দাঁড়াতেই অশ্রুর বাঁধ ভাঙল ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জলেশ্বরীর বাসিন্দা ললিতা পাসোয়ানের। বলতে শুরু করলেন, 'আমার স্বামী টাইলসের ঠিকাদার। উপার্জন বেশ ভালো। কিন্তু দিনরাত মদ খেয়ে সব টাকা শেষ করে। মদ্যপ অবস্থায় মারধর করে আমাকে। ছেলেমেয়েরাও রেহাই পায় না। বাড়িতে শ্বশুর, শাশুড়ি আছেন। কত কান্নাকাটি করি, তবুও তাঁরা সাহায্য করেন না। বাধ্য হয়ে আপনাদের কাছে এসেছি।'

মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে তিন মেয়ে। শনিবার নিউ জলপাইগুড়ি থানায়।

এতটুকু বলে গলা ভারী হয়ে এল ললিতার। সামনের টেবিলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন। মায়ের কষ্ট দেখে মুখ খুলল বাচ্চারা। একজন বলল, 'ও পুলিশ কাকু, আমার বাবাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাও। মা-কে, আমাদের খুব মারে জানো। দাদাকে ঘরে আটকে রেখেছে।' একজনের বয়স ১০, বাকি দুজনের ছয় ও পাঁচ বছর। সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি ওদের। অশান্তি সংসারের নিত্য সঙ্গী। এদিনও বাড়িতে ব্যাপক ঝামেলা হয়েছে। স্বামীর বিরুদ্ধে এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা।

অভিযোগ, তিন মেয়েকে নিয়ে মা যখন থানায়, তখন ১৪ বছরের ছেলেকে বাড়িতে আটকে রেখেছেন মদ্যপ বাবা। সকালে বাড়ি থেকে ২০০ টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলেন ললিতা। জলেশ্বরী থেকে টোটোয় চেপে থানায় আসতে খরচ হয়েছে ১১০ টাকা।

মদ্যপ স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ স্ত্রী, কন্যারা

এরপর থানার বাইরে বসে থাকা এক ব্যক্তিকে দিয়ে অভিযোগপত্র লেখাতে দিতে হয় আরও ৫০। বাকি মাত্র ৪০ টাকা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন তিনি। অভুক্ত মেয়েদের পেট ভরাবেন নাকি বাড়ি ফেরার টোটো ভাড়া দেবেন। সবকিছু শুনে তাঁকে বাড়ি ফিরে যেতে বলা হয়। এরপর ললিতার বাড়িতে যায় পুলিশ। তাঁর স্বামীর সঙ্গে কথা বলেন পুলিশকর্মীরা। বোঝান। সতর্ক করা হয়, ভবিষ্যতে ফের এমন ঘটনা ঘটলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ১৫ বছর আগে জলেশ্বরীর বাসিন্দা বিশ্বনাথ পাসোয়ানের সঙ্গে কাটিহারের বাসিন্দা ওই মহিলার বিয়ে হয়। অভিযোগ, তারপর থেকে টাকার জন্য স্ত্রীর ওপর চাপ দিতে শুরু করেন বিশ্বনাথ। ললিতা চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় শুরু হয় অত্যাচার। রোজ মদ খেয়ে এসে মারধর করতেন। ললিতার দাবি, 'বাচ্চাদের লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার পথে। আমাকে টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ দেয়। আমি কোথা থেকে আনব? আর সহ্য করতে পারছি না।' একবার নাকি রাতে ঘর থেকে স্ত্রী ও চার ছেলেমেয়েকে বাইরে বের করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন অভিযুক্ত।

থানায় অভিযোগ জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এক জায়গায় বসে পড়েন বিধ্বস্ত ললিতা। পাশে দাঁড়িয়ে তিন মেয়ে। মা তখন কাঁদছেন। মেয়েরা হাত দিয়ে তাঁর চোখ মুছে দিচ্ছে। নীলাভ আকাশে তখন ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘ। জানান দিচ্ছে, ১৫ দিন পর মা আসছেন।

মেখলিগঞ্জে এবার দক্ষিণেশ্বর মন্দির

মেখলিগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর : সীমান্ত ঘেঁষা মেখলিগঞ্জ মহকুমায় যতগুলি বিগ বাজেটের পুজো অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে পশ্চিমপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির দুর্গাপুজো অন্যতম। স্বাভাবিকভাবেই এই পুজোকে কেন্দ্র করে মেখলিগঞ্জবাসীর উন্মাদনা থাকে চোখে পড়ার মতো। শহর ও ব্লকের ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশাপাশি হলদিবাড়ি থেকেও অসংখ্য মানুষ এই পুজো দেখতে ভিড় জমান।

২০০৬ সালে পরেশচন্দ্র অধিকারী রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী থাকাকালীন এই পুজোর সূচনা করেন। এবছর ইতিমধ্যেই খুঁটিপুজো অনুষ্ঠিত হয়েছে। মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে। চলতি বছর পুজোর ২০তম বর্ষে এই পুজোর থিম দক্ষিণেশ্বরে মন্দির।

পুজো কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, এবছর প্রতিমা তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন হলদিবাড়ির মৃৎশিল্পী বাবু পাল। মণ্ডপসজ্জা করছেন স্থানীয় ডেকোরেটার। এবছরের পুজোর বাজেট আনুমানিক সাড়ে ছ'লক্ষ টাকা। পুজো কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, শুধু পুজোই নয়। পুজোর মাঝেও একাধিক সামাজিক কর্মসূচি করা হবে। মেখলিগঞ্জের বিধায়ক বলেন, '২০০৬ সালে এই পুজোর সূচনা করি। সেই থেকে প্রতি বছর সাড়ম্বরে এই পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবছরের থিম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলেই আশা করি।'

যানজট
৩১ অগাস্ট
বীরপাড়ায় গ্যারগান্ডা নদীর সেতুর কাছে ৪০ ঘণ্টা ধরে লেগে ছিল যানজট। শেষপর্যন্ত আর্থমুভার নিয়ে এসে সেতুর সামনে থাকা স্পিডব্রেকার ভেঙে গাড়ি চলাচলে গতি আনতে হল।

নেতাকে মার
১ সেপ্টেম্বর
দলবদলে রাজি না হওয়ায় বিজেপির বুথ সভাপতিকে পার্টি অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের ঘটনা।

গোষ্ঠীকোন্দল
১ সেপ্টেম্বর
গণেশপুজোকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারি হল শিলিগুড়িতে। ঘটনায় নাম জড়াল শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ শ্রাবণী দত্তের। শ্লীলতাহানিরও অভিযোগ তুললেন তিনি।

র‍্যাগিং
২ সেপ্টেম্বর
র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই ঘটনার শিকার প্রথম বর্ষের এক ছাত্র। দ্বিতীয় বর্ষের ৪ জন পড়ুয়া তাঁকে মারধর করেছে বলে অভিযোগ।

শিশুর মৃত্যু ও হাজারো প্রশ্ন

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ শহরের যানজট নিয়ে সমস্যা দীর্ঘদিনের। তার উপর টোটোর সংখ্যা তো লাগামছাড়া। এমনিতেই যানজটে ধুঁকছে যে শহর, সেখানে মেলায় আসা অতিরিক্ত গাড়িঘোড়ার ভিড় তো গোদের উপর বিষফোড়া!

সম্প্রতি এক মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে রায়গঞ্জ শহর। মেলার জন্য মৃত্যু হয়েছে ৯ বছরের একটি মেয়ের। মেলার জন্য মৃত্যু! শুনতে অবাক লাগলেও, কথাটা কিন্তু সত্যি। আসলে হাসপাতাল লাগোয়া এলাকায় মেলার জন্য তৈরি হওয়া যানজটের জন্যই সময়মতো চিকিৎসা শুরু করা যায়নি সেই মেয়েটির।

তৃণমূল সরকার ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর মেলা-খেলায় সকলকে মাতিয়ে রেখেছে, একথা অনস্বীকার্য। তবে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের বিপরীতে থাকা স্টেডিয়াম ময়দানে ঘাসফুল জমানার আগে থেকেই বসছে মেলার আসর। সেই মেলায় হরেক রকম রাইড থেকে শুরু করে বিভিন্ন খাবারের দোকান, আসবাবপত্র থেকে ইলেক্ট্রনিক্স ও ইলেক্ট্রিক্যাল সামগ্রী-সবই থাকে। মেলার ঝাঁ চকচকে আলোয় শহরবাসীর চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কিন্তু সেই বাচ্চা মেয়েটির বাবা-মায়ের কাছে তো এই মেলা চিরকাল ভিলেন হয়েই থাকবে।

এমনতিহে রায়গঞ্জ শহরের যানজট নিয়ে সমস্যা দীর্ঘদিনের। তার উপর বর্তমানে শহরে টোটোর সংখ্যা তো লাগামছাড়া। মাত্রাতিরিক্ত টোটো সেই যানজটের সমস্যার আগুনে নিত্যদিন যেন ঘি ঢালে। পুরসভার তরফে শহরে টোটো নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু পদক্ষেপ করা হয়েছিল বছরের শুরুতে। কিন্তু সময় এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আগের ছন্দে ফিরেছে রায়গঞ্জ। এমনিতেই যানজটে ধুঁকছে যে শহর, সেখানে মেলায় আসা অতিরিক্ত গাড়িঘোড়ার ভিড় যে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো হয়ে দাঁড়াবে, তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী রয়েছে?

এবার আসা যাক সেই ঘটনার কথায়। শিশুটি কিছুদিন থেকে জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিল। গত ৩১ অগাস্ট পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় তাকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পরিবার। তড়িঘড়ি ডাক পড়ে অ্যাম্বুল্যান্সের। কিন্তু মেলার সামনের যানজটের জেরে ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে থাকে অ্যাম্বুল্যান্স। মাত্র কয়েকশো মিটার দূরের মেডিকেলে শিশুটিকে নিয়ে যেতে নাকানিচোবানি খেতে হয় জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী গাড়িটিকে।

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের অপর প্রান্তের গেট সবসময় বন্ধ রাখা হয়। তবে মেলা চলাকালীন অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকার জন্য সেই দরজা খোলা রাখা উচিত ছিল বলে মনে করছেন সকলেই। যদি সেই গেট খোলা থাকত তাহলে মেয়েটিকে খুব সহজেই মেডিকেলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া যেত বলে মনে করছেন শহরবাসী।

এই নয় বছরের শিশুটির মৃত্যুর দায় কে নেবে? এখানে প্রশ্ন উঠেছে একাধিক। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের ঠিক বিপরীতে স্টেডিয়ামে মেলার অনুমতি দেওয়া হয় কীভাবে? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শহরের জনসংখ্যা ও যানজট দুইই বাড়ছে। এমতাবস্থায় মেডিকেলের বিপরীতে মেলা কেন হবে। প্রশ্ন উঠছে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের অপদার্থতা নিয়েও। মেডিকেলের মতো জরুরি পরিষেবার প্রতিষ্ঠানের একটি গেট চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ থাকে কীভাবে? যদিও শিশুটির মৃত্যুর পর থেকে মেডিকেলের সেই বন্ধ গেট খুলে দেওয়া হয়েছে। মেলার জন্য রাস্তায় কর্তব্যরত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণকারী পুলিশকর্মীদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

শহরের সকলেই চাইছেন, মেলা শহরের মধ্যেই হোক, কিন্তু তার জন্য অন্য কোনও জায়গা বেছে নেওয়া হোক। বিকল্প হিসেবে মার্চেন্ট ক্লাব ময়দান অথবা পুরসভার উল্টোদিকে থাকা করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠের কথা ভাবা যেতে পারে বলে অভিমত শহরবাসীর অধিকাংশের।

নেশা করতে মালদার ‘মাল’

ভাস্কর শর্মা

মালদা জেলার কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার কয়েকটি গোপন ডেরায় দেশি ব্রাউন সুগার তৈরি হচ্ছে। এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামে ব্রাউন সুগারের হোলসেল বিক্রেতা রয়েছে। তারাই জেলায় জেলায় এজেন্ট তৈরি করেছে।

ঘটনা ১

সম্প্রতি পুলিশ আলিপুরদুয়ার শহরে প্রীতম বিশ্বাস নামে এক তরুণের কাছ থেকে প্রায় ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃত ব্যক্তি মালদার বাসিন্দা। তবে বছর দশেক আগে বিয়ের পর থেকে শহরের নিউটাউন সংলগ্ন এলাকায় শ্বশুরবাড়িতেই থাকছিলেন। আর এখানে বসেই তিনি তাঁর মাদকের কারবার অনেকটা বিস্তৃত করেছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ঘটনা ২

কয়েক মাস আগে মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের হলদিবাড়ি রোড এলাকায় মাদক সহ তৃণমূলের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। সেখানেও ছিল মালদা-যোগ। কারণ মালদা থেকে ক্যারিয়ারদের নিয়ে আসা মাদকের ডেলিভারি নিতে গিয়েই হাতেনাতে ধরা পড়েছিলেন তিনি।

ঘটনা ৩

এই তো, গত শনিবারই ফালাকাটা থানার পুলিশ মাদক সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে। এক্ষেত্রেও উঠে আসে মালদার কথা। কারণ ধৃতের বাড়ি মালদার কালিয়াচকে।

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জেলায় মাদকের রমরমা বেড়েছে। আর যখনই পুলিশের অভিযানে কেউ ধরা পড়ছে, কোনও না কোনওভাবে উঠে আসছে মালদা যোগের কথা। দিন দুয়েক আগে তো জয়গাঁর ইলিয়াসনগরের এক তরুণ মাদকের প্যাকেট হাতেই দিব্যি আদালতে হাজির হয়েছিলেন পুরোনো একটি মামলার শুনানিতে। কোথা থেকে নিয়ে আসছিলেন সেই মাদক? মালদা থেকে।

মালদা তো আর আলিপুরদুয়ারের প্রতিবেশী জেলা নয়। নথিপত্রে দুই জেলাই গঙ্গা নদীর এপারে অবস্থিত হলেও গুগল ম্যাপ বলছে, দুটি জেলার মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৪০০ কিলোমিটার। তাহলে বারবার কেন মালদার কথা উঠে আসছে? পুলিশ-প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মালদা এখন মাদক কারবারিদের নয়া ফেভারিট গন্তব্য। আগে আলিপুরদুয়ারে মাদক ঢুকত কোচবিহার থেকে। আর কোচবিহারে ঢুকত মণিপুর, অসম হয়ে। মণিপুরে আবার ঢুকত সরাসরি বাংলাদেশ থেকে। কিন্তু অসম পুলিশ এবং কোচবিহার পুলিশ মাদক নিয়ে বেশ কড়াকড়ি শুরু করে। তাতে বাধ্য হয়ে রুট বদলেছে কারবারিরা। অসম-কোচবিহারের তুলনায় এখন মালদা থেকে মাদক নিয়ে আসা সহজ। মালদা জেলায় বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। সেখানে তাই ওপার থেকেও মাদক আসে। তাছাড়া চোরাচালানের রুট হিসেবে আগে থেকেই মালদার আন্তঃরাজ্য সীমানা ও আন্তর্জাতিক সীমান্তের ‘খ্যাতি’ রয়েছে। এখানকার খোলা বাংলাদেশ সীমান্ত, নজরদারির অভাবকে কাজে লাগিয়েই সক্রিয় হয়ে উঠেছে মাদক কারবারিরা। আর মালদার একাধিক জায়গায় তো ব্রাউন সুগার তৈরির হাব গড়ে উঠেছে।

মালদা জেলার কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার কয়েকটি গোপন ডেরায় দেশি ব্রাউন সুগার তৈরি হচ্ছে। কালিয়াচকের জালুয়াবাধাল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকেই নাকি এখন উত্তরবঙ্গজুড়ে এই ব্রাউন সুগার ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই থানা এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামে ব্রাউন সুগারের হোলসেল বিক্রেতা রয়েছে বলে পুলিশের কাছে খবর আছে। তাঁরাই জেলায় জেলায় এজেন্ট তৈরি করেছেন। মোটা টাকার লোভে এজেন্টরা ব্রাউন সুগার নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন আলিপুরদুয়ার সহ অন্যান্য জেলায়।

মালদা থেকে আলিপুরদুয়ার জেলায় কীভাবে ঢুকছে এই মাদক? আগে ট্রেনে, বাসে এমনকি প্রাইভেট গাড়িতে করেও মালদা থেকে সোজা আলিপুরদুয়ারে মাদক নিয়ে আসা হত। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে পুলিশ ব্যাপক ধরপাকড় করেছে। তাই কারবারের ধরন পালটে ফেলা হয়েছে। এখন নাকি স্কুটার, বাইকে চাপিয়ে মালদা থেকে সোজা আলিপুরদুয়ারে মাদক নিয়ে আসা হচ্ছে। তাতে নজরদারিকে ফাঁকি দেওয়া সহজ। এর জন্য মাল ওঠানো-নামানোর কোনও ব্যাপার নেই। কোনও গোপন ডেরারও প্রয়োজন নেই। নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়েই হাতবদল হয়ে হচ্ছে মাদকের প্যাকেট।

আলিপুরদুয়ার শহর, ফালাকাটা, বীরপাড়ার মতো জায়গাগুলিতে একশ্রেণির তরুণদের মধ্যে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে ব্রাউন সুগারের। তাই পাড়ায় পাড়ায় এখন স্কুটার, সাইকেল বা বাইকে করে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ব্রাউন সুগার। একেবারে পুরিয়ার মতো প্যাকেট থাকায় কারও সন্দেহও হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে অবশ্য পুলিশের কোনও কর্তা মন্তব্য করতে রাজি হননি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে জেলার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘মালদায় দেশীয়ভাবে তৈরি ব্রাউন সুগারের দাম অপেক্ষাকৃত অনেক কম। আবার নেশাও নাকি বেশি হয়। তাই এজেন্টরা অনেকেই মালদায় চলে গিয়ে সরাসরি ব্রাউন সুগার নিয়ে আসছে। সেগুলিই হাতবদল হয়ে এখন জেলাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে।’

পুলিশ জানিয়েছে, যারা স্থানীয়ভাবে পেডলারের কাজ করত তাদের বেশিরভাগই এখন জেলের ঘানি টানছে। সেই জায়গা দখল করতে এখন খোদ মালদা থেকেই এজেন্টরা চলে আসছে। তারা মাঝেমধ্যেই পুলিশের জালে ধরাও পড়ছে। আর সামনেই যেহেতু পুজো, এই মুহূর্তে তাই ব্রাউন সুগারের চাহিদাও বেড়েছে। তাই কখনও আলিপুরদুয়ার কোর্ট মোড়, কখনও ফালাকাটার রেলস্টেশন এলাকা আবার কখনও বীরপাড়ায় এজেন্টরা ধরা পড়ছে।

কেন মালদা

আগে আলিপুরদুয়ারে মাদক ঢুকত কোচবিহার থেকে। আর কোচবিহারে ঢুকত মণিপুর, অসম হয়ে। মণিপুরে আবার ঢুকত সরাসরি বাংলাদেশ থেকে। কিন্তু অসম পুলিশ এবং কোচবিহার পুলিশ মাদক নিয়ে বেশ কড়াকড়ি শুরু করে। তাতে বাধ্য হয়ে রুট বদলেছে কারবারিরা। অসম-কোচবিহারের তুলনায় এখন মালদা থেকে মাদক নিয়ে আসা সহজ।

অপসারিত
২ সেপ্টেম্বর
গণেশপুজোকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ শ্রাবণী দত্তকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। অভিযোগ, তিনি মদ্যপ অবস্থায় গালিগালাজ করেছিলেন।

পাচারে ধৃত
৩ সেপ্টেম্বর
চিতাবাঘ ও হাতির দাঁত পাচারে গ্রেপ্তার দম্পতি। জলদাপাড়ায় এমন ঘটনায় এই প্রথম কোনও মহিলা পাচারকারী ধরা পড়ল। ধৃতদের বাড়ি কোচবিহার জেলায়।

অভিযুক্ত সিভিক
৩ সেপ্টেম্বর
সালিশি সভায় ডেকে এক তরুণকে অপহরণের অভিযোগ উঠল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থল হরিশ্চন্দ্রপুর। তিনি আবার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী।

মৃত পাখি
৪ সেপ্টেম্বর
কয়েক মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড ময়নাগুড়ি। আর তাতে গাছ থেকে পড়ে মৃত্যু হল শ-খানেক শামুকখোল পাখির ছানার। ময়নাগুড়ি থেকে ধূপগুড়ি যাওয়ার সড়কের দু’পাশের গাছে বাসা বেঁধেছিল এই পাখিগুলি।

টোটো কোম্পানি করে বাড়ি ফেরা

রামসিংহাসন মাহাতো

গণপরিবহণ ব্যবস্থায় টোটো আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই আমাদের মা-ঠাকুমাদের জানা ছিল ‘টোটো কোম্পানি’র কথা। তখনকার দিনে পাশ-টাশ করে উদ্দেশ্যহীনভাবে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানোর নাম ছিল ‘টোটো করে ঘুরে বেড়ানো’। তখন অনেক বেকারকেও বলতে শোনা যেত, ‘বাবার হোটেলে খাইদাই আর টোটো করে ঘুরে বেড়াই।’ টোটো শব্দটি মূলত ট্যুর শব্দ থেকে ভেঙেচুরে নিজের মতো করে তৈরি হয়েছে। এই হচ্ছে টোটোর প্রথম পরিচয়।

টোটো ও রাজবংশী

দ্বিতীয় পরিচয়ে আছেন ডুয়ার্সের টোটো ও রাজবংশীরা। কাকতালীয়ভাবে হলেও তাঁরা এই যানটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সেটা ১৯৯৫ সাল। মার্কিন মুলুক থেকে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে দেশে ফিরে এলেন উত্তরপ্রদেশের অনিলকুমার রাজবংশী। এখানে এসে গ্রামীণ গণপরিবহণ ব্যবস্থার জন্য তিনি একটি ব্যাটারি চালিত রিকশা বানানোর চেষ্টা করেন। বছর পাঁচেক পর তৈরি হয় তাঁর ব্যাটারি চালিত রিকশা এলেক্সা। সেটাই আজকের ই-রিকশা বা টোটো।

গরিবের ভরসা

গণপরিবহণে টোটোকে কোচবিহার-জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি-রায়গঞ্জ শহরে এখন যানজটের ধুয়ো তুলে ভিলেন বানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও এই পরিবহণ যানটি কিন্তু স্বল্প দূরত্বে যাতায়াতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ, সহজলভ্য ও কম খরচের পরিবহণ মাধ্যম। বিশেষ করে বাসস্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশন বা বাজারের মতো বড় পরিবহণ হাব থেকে বাড়ি পর্যন্ত বা কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য একটি সহজলভ্য মাধ্যম। সবচেয়ে বড় কথা, এটি ছোট শহরের সরু রাস্তাতেও চলাচল করতে পারে। তাই মানুষ এখন এই যানটির উপর বেশি ভরসা করেন।

টোটো বনাম ই-রিকশা

সব শহরেই টোটোকে নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। এই বিতর্ক মূলত স্বীকৃতি নিয়ে। কোনও সংস্থার তৈরি গাড়ি রাস্তায় নামার যোগ্য কি না, সে সার্টিফিকেট দিতে পারে কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত সংস্থা ‘ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর অটোমোটিভ টেকনলজি’ (যার ডাকনাম ‘আইক্যাট’)। যাঁরা এই সংস্থার অনুমোদিত নির্মাতাদের কাছ থেকে গাড়ি কিনে রাস্তায় চালাচ্ছেন তাঁদের যানটি বৈধ। এগুলো অটোর মতো অত না হলেও ওজনে ভারী আর একটু শক্তপোক্ত। এর নাম ই-রিকশা। যাঁরা এলেবেলে সংস্থার কাছ থেকে কম দামে হালকা পলকা ওজনের অ্যাসেম্বেল করা গাড়ি কিনেছেন তাঁদের গাড়ি বৈধ নয়। কারণ এগুলো রাস্তায় উলটে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর এই ঝুঁকিপূর্ণ গাড়ির নামই টোটো। মোদ্দা কথা হল, যে গাড়িতে দুর্ঘটনার সময় মোটর ভেহিকলস আইনের সুযোগসুবিধা মিলবে সেগুলো ই-রিকশা আর যেগুলোর দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে কোনও সুযোগ-সুবিধে মিলবে না সেগুলো টোটো।

নম্বর প্রসঙ্গ

সরকার এবং পুরসভাগুলি উত্তরবঙ্গের সমস্ত শহরেই ই-রিকশার পাশাপাশি বেশ কিছু টোটোকেও সরকারি TIN দিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ গাড়িটি বৈধ নয় কিন্তু নম্বরটি বৈধ। আবার এই বৈধ নম্বরওয়ালা টোটোর জন্য শিলিগুড়িতে স্টিকার দিয়ে রুট ঠিক করে দিয়েছে পুলিশ। অর্থাৎ অবৈধ গাড়িকে পুলিশ নিজেই চলাচলের বৈধ ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এর সঙ্গে পেটের জ্বালায় রাস্তায় নেমে পাল্লা দিচ্ছে সত্যিকারের কিছু অবৈধ টোটো, যাদের গাড়ির স্বীকৃতি নেই, নম্বর নেই, পুলিশের দেওয়া স্টিকার নেই, এমনকি কখনো-কখনো নাবালক চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্সও নেই। তারা কখনও চলছে প্রকাশ্যে, কখনও গলি ঘুপচিতে পুলিশের নজর এড়িয়ে। মজার কথা হচ্ছে, রিকশাওয়ালারা হাকিমপাড়া শান্তি মোড় থেকে বাগরাকোট যেতে কুড়ি টাকা ভাড়া দিতে চাইলেও মুখ ফিরিয়ে তাকান না। সেখানে এই টোটো কিন্তু দশ টাকাতেই দিব্যি সেখানে পৌঁছে দেয়। আর মালদায় দেখেছি ৪২০ মোড় থেকে নেতাজি মোড়ে গেলেও টোটো ভাড়া মাত্র ১০ টাকা।

ম্যাক্সিক্যাব

শিলিগুড়ি শহরের রাস্তায় অটো, ই-রিকশা আর টোটোর বড়দা হচ্ছে ম্যাক্সিক্যাব। এরা যাত্রী নিয়ে নির্দিষ্ট রুটে চলাচল করে। যেমন এনজেপি থেকে সুকনা, শালবাড়ি বা মিলন মোড়। এই গাড়ি কখনও রুট বদল করে না। অল্প খরচে অনেক দূরে যাতায়াতের ক্ষেত্রে টোটো বা ই-রিকশার চেয়েও ম্যাক্সিক্যাব অনেক ভালো। এই ম্যাক্সিক্যাবচালকরা ক’দিন আগে শহরে ধর্মঘট করলেন। তাঁদের অভিযোগ, টোটো তাঁদের রুটে থাবা বসাচ্ছে। তাতে যাত্রী কমছে। আর আয়ও কমছে। তাঁরা চান টোটোকে লাগাম পরানো হোক।

পুলিশের বুদ্ধি

পুলিশ যে টোটোকে শিলিগুড়ি শহরের রাস্তায় চলতে একবার ছাড় দিয়েছে, তাকে লাগাম পরাবে কী করে? অনেক ভেবে তারা একটা বুদ্ধি বের করেছে। ঠিক হয়েছে, এখন কেউ একটির বেশি টোটো বা ই-রিকশা কিনতে পারবেন না। যিনি কিনবেন তাঁর লাইসেন্স থাকতে হবে এবং তাঁকেই সেই গাড়ি চালাতে হবে। লাইসেন্স থাকলে তিনি রেজিস্ট্রেশনও করাতে পারবেন। পুলিশের ধারণা, এতে অবৈধ টোটোয় লাগাম পরবে। মনে হতে পারে পুলিশের এই বুদ্ধি বোধহয় এবার দারুণ কাজ দেবে। কিন্তু যে পুলিশ চার মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রাক ড্রাইভারের জানলায় হাত পাতে সে এই নিয়ম কতটা কার্যকর করতে পারবে, সন্দেহ আছে।

অবশেষে বাড়ি ফেরা

প্রতি বছর পুজো এলেই বাড়ির মহিলাদেরও বাজার করতে দেখা যাবে। বাজার শেষ। সন্ধ্যা রাতে দুটো ব্যাগ হাতে বাড়ি ফেরার জন্য বিধান মার্কেটের সামনে এক মাঝবয়সি ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। মাইজিকে দেখেই রিকশাওয়ালা হেঁকেছেন ৫০ টাকা। পুলিশ যদি তাঁকে টোটো বা ই-রিকশায় ন্যায্য ভাড়ায় বাড়ি পৌঁছে দিতে পারে তাহলেই স্টিকার, নম্বর, রেজিস্ট্রেশনের সব উদ্যোগ সার্থক হবে।

মূর্তি লোপাট
৬ সেপ্টেম্বর
শুকটাবাড়ি থেকে মনীষী পঞ্চানন বর্মার মূর্তি ভেঙে উধাও করে দিল দুষ্কৃতীরা। তৃণমূল ও বিজেপি দুই দলই তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ও শাস্তিদানের দাবি তুলেছে।

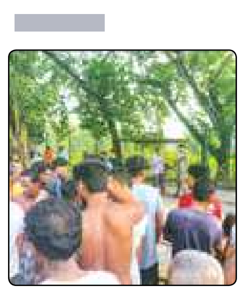

অপহৃত কৃষক
৮ সেপ্টেম্বর
ভারতীয় কৃষককে অপহরণের অভিযোগ উঠল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘণ্টা ছয়েক পরে অবশ্য শীতলকুচির সেই কৃষককে উদ্ধার করতে পেরেছে বিএসএফ। এলাকায় আতঙ্ক।

শেয়ার বাজারের অস্থিরতায় আস্থা থাকুক ইটিএফে

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক, বিদেশি লগ্নিকারীদের লগ্নি তুলে নেওয়ার কারণে দুর্বল হয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। আবার জিএসটি সংস্কার, প্রথম কোয়ার্টারে জিডিপি বৃদ্ধির হার প্রত্যাশা ছাপিয়ে যাওয়ায় ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে শেয়ার বাজার। এমন পরিস্থিতিতে শেয়ার বাজার বা মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি করতে ভয় পাচ্ছেন অনেক লগ্নিকারী। অনেকে আবার ঝুঁকি কম নিয়ে ভালো রিটার্ন পেতে চান। তাঁদের সবার জন্য ইটিএফ (এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড) ভালো বিকল্প হতে পারে।

ইটিএফ কী?

ইটিএফ বা এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড হল এমন একটি বিনিয়োগ তহবিল যা স্টক এক্সচেঞ্জে কেনাবেচা করা যায়। এটি কোনও নির্দিষ্ট সূচক বা পণ্য বা বন্ড ইত্যাদিকে ভিত্তি করে গঠন করা হয়। এককথায় এটি বিনিয়োগকারীদের স্টক এক্সচেঞ্জে বিভিন্ন সম্পদে বিনিয়োগের সুবিধা দেয়।

ইটিএফের প্রকারভেদ

বাজারে যে ইটিএফগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল

■ **ইকুইটি ইটিএফ :** এই তহবিলগুলি একটি নির্দিষ্ট সূচকের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। বিনিয়োগকারীরা একটি নির্দিষ্ট সেক্টর বা সূচকে বিনিয়োগের সুযোগ পান।

■ **বন্ড ইটিএফ :** এই তহবিলগুলি সব ধরনের বন্ডকে ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। মূলত সরকারি এবং কর্পোরেট বন্ডে বিনিয়োগ করা হয়। এই ইটিএফে বিনিয়োগ কম ঝুঁকিপূর্ণ।

■ **কমোডিটি ইটিএফ :** এই ইটিএফগুলি সোনা, রুপো বা অন্যান্য পণ্যের মূল্যের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ভারতে গোল্ড ইটিএফ সবথেকে জনপ্রিয়। এই ইটিএফ সরাসরি সোনা না কিনেও সোনাতে লগ্নির সুযোগ দেয়। বর্তমানে সিলভার ইটিএফও দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

■ **মানি মার্কেট ইটিএফ :** এই ইটিএফগুলিতে স্বল্পমেয়াদি ঋণপত্র এবং অন্যান্য মানি মার্কেট উপকরণে বিনিয়োগ করা হয়। তাই এই ধরনের ইটিএফে ঝুঁকি কম থাকে।

■ **অন্যান্য :** এছাড়াও বাজারে কারেন্সি ইটিএফ, রিট ইটিএফ, মাল্টি অ্যাসেট ইটিএফ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের ইটিএফে লগ্নির সুযোগ রয়েছে।

ইটিএফ কীভাবে কাজ করে

একটি উদাহরণেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ধরা যাক আপনি কোনও ইকুইটি ইটিএফে বিনিয়োগ করেছেন। এখানে কোনও একটি স্টকে বিনিয়োগ করা হয় না। বরং স্টক এক্সচেঞ্জের কোনও সূচকের অন্তর্গত একগুচ্ছ স্টকে বিনিয়োগ করা হবে। আপনি ইটিএফে একটি ইউনিট কিনলে এর সঙ্গে যুক্ত সব স্টকেই আপনার বিনিয়োগ থাকবে। ওই সূচকের ওঠানামায় আপনার ইটিএফের দামও ওঠানামা করবে।

ইটিএফের সুবিধা

■ শেয়ার বাজারে লেনদেন চলাকালীন যে কোনও সময়ে ইটিএফ কেনাবেচা করা যায়।

■ বেশিরভাগ ইটিএফ তাদের হোল্ডিংস প্রতিদিন রিপোর্ট করে। তাই এতে স্বচ্ছতা অনেক বেশি হয়।

■ মিউচুয়াল ফান্ডের তুলনায় ইটিএফগুলিতে কর সাশ্রয়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

■ কোনও একটি স্টককে যেভাবে কেনা এবং বিক্রি করা যায়, ইটিএফও সেইভাবে কাজ করে। তাই এতে দীর্ঘ লক-ইন পিরিয়ডের অসুবিধা পোহাতে হয় না।

ইটিএফের অসুবিধা

■ একটি নির্দিষ্ট সূচক, সেক্টর বা সম্পদের ওপর ভিত্তি করে ইটিএফ তৈরি করার কারণে এতে বৈচিত্র্য কম হয়।

■ স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনের কারণে দৈনন্দিন কেনাবেচা করা যায়। এর ফলে এতে লগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

■ ইটিএফ বাজারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণে ইটিএফে লগ্নিতে সর্বদাই ঝুঁকি থাকে।

■ ইটিএফে লগ্নি কম খরচের হলেও নির্দিষ্ট কয়েকটি ইটিএফ যেমন লিভারেজড ইটিএফে প্যাসিভ ফান্ডের তুলনায় খরচ বেশি।

■ যে কোনও ইটিএফ সূচক পণ্য বা বন্ডকে অনুসরণ করলেও অনেক ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে দামে পার্থক্য হতে পারে।

■ স্টক এক্সচেঞ্জে ইটিএফ কিনলে দু'দিন পরে তা বিক্রি করতে হয়। অর্থাৎ দু'দিন আপনার বিনিয়োগ আটকে থাকে।

কীভাবে বিনিয়োগ করবেন

ইটিএফ স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে নথিভুক্ত থাকে। প্রথমে ব্যাংক বা ব্রোকারের কাছে ডিম্যাট এবং ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আপনার ব্যাংকের লিংক করাতে হবে। তারপর ইটিএফ নির্বাচন করে তা কেনাবেচা করা যাবে।

ইটিএফ এবং কর

■ ইটিএফে লগ্নি এক বছরের কম হলে তাতে স্বল্পমেয়াদি মূলধনি লাভ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং সেই অনুযায়ী কর দিতে হয়। করের হার ২০ শতাংশ।

■ লগ্নি এক বছরের বেশি হলে যে লাভ হয়, তার ওপর ১.২ লক্ষ টাকা ছাড়ের পর ১২.৫ শতাংশ হারে কর দিতে হয়।

■ ইটিএফ থেকে প্রাপ্ত সুদের আয় অন্যান্য উৎস থেকে আয় হিসেবে গণ্য হয় এবং আয়কর স্ল্যাব অনুযায়ী কর দিতে হয়।

■ ইটিএফ থেকে প্রাপ্ত ডিভিডেন্ড আয় আপনার আয়কর স্ল্যাব অনুযায়ী কর যোগ্য।

আপনার জন্য কোন ইটিএফ সেরা

যে কোনও লগ্নিই লগ্নিকারীর আর্থিক লক্ষ্য, মূলধন, ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। ইটিএফ বেছে নেওয়ার আগেও সেই বিষয়গুলি আপনাকেই পর্যালোচনা করতে হবে। ইটিএফে ঝুঁকি এবং রিটার্নের অনুপাত বুঝে নিয়ে তারপরই লগ্নির সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

কোনও লগ্নিকারীর পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য থাকা একান্তই জরুরি। ইটিএফ সেই বৈচিত্র্য এনে দিতে পারে। কোনও লগ্নিকারীর মোট মূলধনের ১০-১৫ শতাংশ ইটিএফে লগ্নি করা যেতে পারে।

জনপ্রিয় কয়েকটি ইটিএফ

ইকুইটি/ইন্ডেক্স ইটিএফ	
ইটিএফ	**৫ বছরে রিটার্ন (শতাংশ)**
সিপিএসই ইটিএফ	৩১.৩৯
ইউটিআই বিএসই সেনসেক্স ইটিএফ	১৩.৭১
নিপ্পন ইন্ডিয়া ইটিএফ নিফটি ব্যাংক বিজ	১০.১২
ভারত ২২ ইটিএফ	২৪.৮০
কোটাক নিফটি ব্যাংক ইটিএফ	৯.৯৬
বন্ড ইটিএফ	
ইটিএফ	**১ বছরে রিটার্ন (শতাংশ)**
ভারত বন্ড ইটিএফ এপ্রিল ২০৩২	৯.৮৬
এলআইসি এমএফ নিফটি ৮-১৩ ইয়ার জি-সেক	৯.৭৯
নিপ্পন ইন ইটিএফ নিফটি ৮-১৩ ইয়ার জি-সেক লংটার্ম গিল্ড	৯.৪৬
ভারত বন্ড ইটিএফ এপ্রিল ২০৩০ গ্রোথ	৯.০৮
এসবিআই নিফটি ১০ ইয়ার বেঞ্চমার্ক জি-সেক	৯.০২
গোল্ড ইটিএফ	
ইটিএফ	**১ বছরে রিটার্ন (শতাংশ)**
অ্যাক্সিস গোল্ড ইটিএফ	২৮.৫৫
কোটাক গোল্ড ইটিএফ	২৮.৩৯
এইচডিএফসি গোল্ড ইটিএফ	২৭.৭১
আদিত্য বিড়লা সানলাইফ গোল্ড ইটিএফ	২৭.৫৭
আইসিআইসিআই প্রুডেনসিয়াল গোল্ড ইটিএফ	২৭.৪১
সিলভার ইটিএফ	
ইটিএফ	**১ বছরে রিটার্ন (শতাংশ)**
ডিএসপি সিলভার ইটিএফ	৩০.৩১
আদিত্য বিড়লা সিলভার ইটিএফ	২৮.৪১
অ্যাক্সিস সিলভার ইটিএফ	২৮.৩৩
টাটা সিলভার ইটিএফ	২৮.২১
আইসিআইসিআই প্রুডেনসিয়াল সিলভার ইটিএফ	২৭.৮১

সতর্কীকরণ : লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞেরমতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

বহুদিন পর নিফটি ২৫,১০০-র ওপর

নজর কেড়ে চলেছে সেমিকনডাক্টর এবং ডিফেন্স সেক্টর

বোধিসত্ত্ব খান

ভারতের ওপর অনৈতিকভাবে ৫০ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছিল আমেরিকা। কিন্তু এক মাস অতিক্রান্ত হলেও ভারত কোনও রা-কাড়েনি। নিজের হুমকিতে কাজ হচ্ছে না দেখে ট্রাম্প ইউরোপীয় ইউনিয়নকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে ভারতের ওপর অতিরিক্ত কর বসায় তারা। সে গুড়েও বালি। ভারত কেন রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনবে, ট্রাম্পকে কেন নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করবে না, নিজেদের বাজার আমেরিকার জন্য কেন উন্মুক্ত করবে না-তা নিয়ে বিস্তর অভিমান রয়েছে আমেরিকার। তাদের ঔদ্ধত্যের জবাব দেওয়া হয়েছে জিএসটিতে পরিবর্তন করে, বিভিন্ন এক্সপোর্টমুখী সেক্টরকে কিছু রিলিফ কভারেজ দিয়ে, এক্সপোর্ট ক্রেডিট, (স্পেশাল ইকনমিক জোন) মারফত যে পণ্যগুলি বিদেশে যেত, তা ভারতেই বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি ত্বরান্বিত করা প্রভৃতি। বিশেষত ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক যাতে আরও দৃঢ় করা যায়, তা নিয়ে ভারত সচেষ্ট হচ্ছে। অবশ্য এর মাঝে ট্রাম্প খানিকটা সুর নরম করলেও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গোরা হইচই কমাতে নারাজ। একদিকে পিটার ন্যাভারো, স্কট ব্যাসান্ট বিদ্রোহ করেই চলেছেন। অন্যদিকে এলন মাস্ক নেমে পড়েছেন ভারতের পক্ষ নিয়ে এবং ন্যাভারোর সঙ্গে নিয়মিত কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়ছেন। এতকিছুর পরও ভারতীয় শেয়ার বাজার কিছুতেই হাল ছাড়তে রাজি নয়। দীর্ঘ সময়ের পর নিফটি বিগত শুক্রবার আবার ২৫,১০০-র ওপর বন্ধ হয়েছে। যে নিফটি আইটি ২০২৫-এ এখনও অবধি (-১৬.৬৮ শতাংশ) পতন দেখেছে, তা কেবলমাত্র এক সপ্তাহেই ৪.২৬ শতাংশ উত্থানের মুখ দেখেছে। নিফটি ৫০ সূচক এই সপ্তাহে ১.৫১ শতাংশ র‍্যালি করেছে এবং সেনসেক্স ১.৪৬ শতাংশ। তবে চমকে দিচ্ছে সেমিকনডাক্টর, ডিফেন্স এবং মেটাল। বিগত শুক্রবার বিভিন্ন সেমিকনডাক্টর স্টকগুলির মধ্যে এএসএম টেকনলজি র‍্যালি করেছে ৪.৬৪ শতাংশ, কেইনস টেকনলজি ০.৬৬ শতাংশ, কারনেক্স মাইক্রো ১.৯১ শতাংশ এবং মসচিপ টেকনলজি ০.৬৭ শতাংশ। বিগত এক মাসে স্মল সেমিকনডাক্টর উত্থান দেখেছে ৭০.৫৩ শতাংশ, মসচিপ ৫২.০২ শতাংশ এবং কেইনস ১৮.১০ শতাংশ। ডিফেন্স সেক্টরের অন্তর্গত বিভিন্ন শেয়ারেও দুরন্ত উত্থান এসেছে। যেমন অ্যাপোলো মাইক্রো সিস্টেম ৮.১৬ শতাংশ, অ্যাস্ট্রা মাইক্রো ৭.২২ শতাংশ, আভানতেল ৩.৮৮ শতাংশ, ভারত ডায়নামিক্স ৫.৭৯ শতাংশ, কোচিন শিপইয়ার্ড ৫.৭৬ শতাংশ, গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স ৯.৮৬ শতাংশ, হ্যাল ৩.৫৯ শতাংশ, বেল ৩.৬৯ শতাংশ প্রভৃতি। নিফটি মেটালের অন্তর্গত বিভিন্ন কোম্পানির জৌলুস ফিরে এসেছে বলা যেতে পারে। শুক্রবার যে কোম্পানিগুলি ভালো উত্থান দেখে, তার মধ্যে রয়েছে এসিএল অ্যাপোলো ১.৩২ শতাংশ, হিন্দালকো ২.০৯ শতাংশ, হিন্দুস্তান কপার ১২.৭৩ শতাংশ, হিন্দুস্তান জিঙ্ক ৩.৭৯ শতাংশ, ময়েল ১.৭২ শতাংশ, ন্যালকো ১.৮২ শতাংশ, এনএমডিসি ০.৮৬ শতাংশ, ওয়েলস্পান কর্প ১.০২ শতাংশ প্রভৃতি। বিশেষত মেটাল সেক্টরের উত্থানের পিছনে চিনের যে একটি বড় ভূমিকা রয়েছে, তা বলাই যেতে পারে। এত যুগ ধরে চিন বিভিন্ন দেশীয় কোম্পানিগুলিকে মাত্রাতিরিক্ত কম দামে বিদেশে পণ্য রপ্তানি করতে বলত। সেখানে তাদের ক্ষতি হলে পুষিয়ে দিত চিন সরকার। এইভাবে তারা বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমিয়ে সেখানকার প্রতিদ্বন্দ্বীদের শেষ করে দিয়ে বাদশা হয়ে বসে। লক্ষ্য ছিল প্রথমে যেনতেন প্রকারেণ বিদেশি বাজার দখল করার। এখন যখন এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে, চিন সরকার তাদের দেশের বিভিন্ন কোম্পানিগুলিকে উৎপাদন কমিয়ে দিতে বলেছে এবং দাম বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই রাখতে বলেছে। এতে ভারতের কী সুবিধা হবে? প্রথমত, উৎপাদন কমলে ভারতের বিভিন্ন কোম্পানি সেই কাজ করতে পারবে, যা এতকাল চিনের বিভিন্ন কোম্পানিগুলি করতে পারত। শুক্রবার যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছুঁয়েছে তার মধ্যে রয়েছে এবি ক্যাপিটাল, একমি সোলার, অ্যালাইঞ্জ ব্লেন্ডার, অ্যাপোলো মাইক্রো সিস্টেম, বাজাজ ফিনান্স, সিএমডিসি, কিঙ্কা সায়েন্স, সরস মিল্ক প্রভৃতি।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

---

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

বিনিয়োগকারীদের আরও একটি দুর্দান্ত সপ্তাহ উপহার দিল ভারতীয় শেয়ার বাজার। এক সপ্তাহের বিচারে গত তিন মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ অঙ্কের উত্থান হল দুই প্রধান সূচক সেনসেক্স ও নিফটির। পাঁচ দিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স ১১৯৩.৯৪ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ৮১৫৪৮.৭৩ পয়েন্টে। অন্যদিকে নিফটি ৩৭৩ পয়েন্ট উঠে পৌঁছেছে ২৫১১৪.০০ পয়েন্টে। এই সপ্তাহে মিড ক্যাপ সেক্টরের ২ শতাংশ উত্থান হয়েছে। প্রতিটি সেক্টরাল ইন্ডেক্স এগিয়েছে। সব থেকে বেশি উত্থান হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি এবং পিএসইউ স্টকে। এই নিয়ে টানা ৮ দিন উত্থানের ধারা অব্যাহত রইল শেয়ার বাজারে।

ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই ঘুরে দাঁড়ানোর নেপথ্যে একাধিক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে প্রথমেই থাকবে জিএসটি সংস্কার। ২০১৭-য় জিএসটি চালু হওয়ার পর এই প্রথম বড় মাপের সংস্কা হচ্ছে। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে জিএসটির নয়া স্ল্যাপের হার কার্যকর হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সহ বিভিন্ন পণ্যের দাম একধাক্কায় অনেকটাই কমবে। ফলে বিক্রি বাড়বে। যা বিভিন্ন সংস্থার ফলাফলে বড় প্রভাব ফেলবে। এর পাশাপাশি সামনে উৎসবের মরশুম। জিএসটি সংস্কার এবং উৎসবের কেনাকাটা দুই-এর জোড়া প্রভাব অর্থনীতিতে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপানো ৫০ শতাংশ শুল্কের প্রভাবে বড় ধাক্কা খেয়েছিল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সম্প্রতি ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রশংসা করেছেন। অন্যদিকে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দুই দেশের আলোচনা জারি থাকায় এই শুল্ক আগামী দিনে কমার জল্পনা শুরু হয়েছে। যা শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করতে বড় ভূমিকা নিয়েছে। বিগত কয়েক মাস টানা শেয়ার বিক্রি করার পর গত শুক্রবার ফের ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি, যা শেয়ার বাজারের উত্থানে বড় মদত দিয়েছে। আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের উত্থানও ভারতীয় শেয়ার বাজারের ঘুরে দাঁড়ানোয় অন্যতম ভূমিকা রেখেছে।

আপাতদৃষ্টিতে ইতিবাচক দিক একাধিক হলেও শেয়ার বাজারের লম্বা দৌড় নিয়ে এখনও অনেক সংশয় রয়েছে। প্রথমত, আমেরিকার বাড়তি শুল্কে কতটা ক্ষতি হতে পারে বা এই শুল্ক হার কবে কমবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, জিএসটি সংস্কারের পর চাহিদা কতটা বাড়বে তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তৃতীয়ত, এখনও বেশ কয়েকটি সংস্থার শেয়ারমূল্য অনেকটাই বেশি, যা সংশোধনের সম্ভাবনা জিইয়ে রেখেছে।

এমন পরিস্থিতিতে লগ্নিকারীদের গুণগত মানের ভালো শেয়ার বাছাইয়ের পাশাপাশি লগ্নির সঠিক সময় এবং দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। দৈনন্দিন কেনাবেচা এড়িয়ে চলতে হবে।

অন্যদিকে ফের ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে সোনা-রুপোর দাম। আগামী দিনে আরও মহার্ঘ হতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতু।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-৭৪০.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৪৯৮/৬০৬, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৭০০-৭৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৭,৬০০, টার্গেট-৯০০।

■ **হাইওয়ে ইনফ্রা :** বর্তমান মূল্য-৮৬.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৩১/৮৪, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-৭৮-৮৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬২৩, টার্গেট-১৫৭।

■ **আইডিয়া ফোর্জ :** বর্তমান মূল্য-৫১৭.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭২৭/৩০৭, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৪৭৫-৫০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২২৩৬, টার্গেট-৬৪০।

■ **মিশ্রধাতু নিগম :** বর্তমান মূল্য-৪০০.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৬৯/২২৬, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৭০-৪০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৫০৩, টার্গেট-৫২৫।

■ **অসওয়াল পাম্প :** বর্তমান মূল্য-৮১০.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৮৮/৬১৭, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৭৫৫-৭৯০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯২৩৭, টার্গেট-৯৭০।

■ **লুপিন :** বর্তমান মূল্য-২০৪৩.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৪০২/১৭৯৫, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৯০০-২০০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৩৩৩৩, টার্গেট-২৪৫০।

■ **মহারাষ্ট্র সিমলেস :** বর্তমান মূল্য-৬২৬.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮১৪/৫৬৬, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-৫৮৫-৬১৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮৩৯৯, টার্গেট-৭৯০।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : টিটাগড় রেল সিস্টেমস

● **সেক্টর :** ওয়াগন ● **বর্তমান মূল্য :** ৯২৭ ● **১ বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ :** ৬৫৪/১৩৮৮ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ১২৪৯০ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ২ ● **বুক ভ্যালু :** ১৭৪.৮২ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.১১ ● **ইপিএস :** ১৭.৭৩ ● **পিই :** ৫২.৩১ ● **পিবি :** ৫.৩১ ● **আরওসিই :** ১৬.৬ শতাংশ ● **আরওই :** ১১.৮ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ১০৫০

একনজরে

■ একমাত্র ভারতীয় সংস্থা যারা রেলের ওয়াগন এবং কোচ উভয়ই তৈরি করে। ওয়াগন তৈরি ক্ষেত্রে প্রায় ৩০ শতাংশ মার্কেট শেয়ার রয়েছে এই সংস্থার।

■ কোচ ও ওয়াগন ছাড়া মেট্রো রেল, ইএমইউ, স্টিল কাস্টিং ইত্যাদি ক্ষেত্রেও পরিচিতি রয়েছে এই সংস্থার।

■ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে সংস্থাটির অর্ডার বুকের অঙ্ক প্রায় ২৬০০০ কোটি টাকা। আগের কোয়ার্টারের তুলনায় লক্ষণীয় উত্থান হয়েছে অর্ডার বুকে।

■ দেশে চারটি কারখানা রয়েছে এই সংস্থার।

■ ওয়াগন তৈরির ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিনিয়োগ করছে এই সংস্থা।

■ বিগত ৫ বছরে লাগাতার মুনাফা বৃদ্ধি করেছে এই সংস্থা।

■ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে আয় ২৪.৭৮ শতাংশ কমে ৬৭৯.৩০ কোটি এবং নিট মুনাফা ৫৩.০৯ শতাংশ কমে মাত্র ৩১.৪১ কোটি হলেও দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ভালো ফল করতে পারে এই সংস্থা।

■ এই সংস্থার ৪০.৪৬ শতাংশ শেয়ার রয়েছে প্রোমোটারের হাতে। দেশি এবং বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১১.৬৯ শতাংশ এবং ৯.৪৯ শতাংশ শেয়ার।

■ নেতিবাচক দিক হল সংস্থার সাম্প্রতিক ঋণের অঙ্ক ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে।

■ বন্দে ভারত ট্রেন বৃদ্ধি, মেট্রো রেলের সম্প্রসারণ এবং ওয়াগনের চাহিদা বৃদ্ধি সংস্থার বৃদ্ধি নিয়ে ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

শহিদকে শ্রদ্ধা নমোর

ইম্ফল, ১৩ সেপ্টেম্বর : মণিপুর সফরে এসে শহিদ বিএসএফ কনস্টেবল দীপক চিংগাখামকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন জম্মু ও কাশ্মীরের আরএস পুরা সেক্টরে বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়েছিল পাকিস্তানি বাহিনী। পাক গুলিতে নিহত হন দীপক। এদিন মণিপুরে পা রেখে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে স্মরণ করে বলেন, 'আমি আমাদের সাহসী শহিদ জওয়ান দীপক চিংগাখামকে কুর্নিশ জানাচ্ছি। অপারেশন সিঁদুরের সময় তাঁর আত্মবলিদান দেশ সবসময় স্মরণ রাখবে।' দীপকের বাবা সংসার চালাতে তাঁর ছোট ছেলে চিংগাখাম নাওবা সিংকে চাকরি দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। বিএসএফ তাঁকে চাকরি দিতে সম্মতি জানালেও মণিপুর সরকারের তরফে চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দীপকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের টাকা বাড়িয়ে ১০ লক্ষ টাকা করে দেয়।

অধীরের চিঠি

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : ওমানে আটক মুর্শিদাবাদের ১১ জন শ্রমিককে নিরাপদে দেশে ফেরানোর আর্জি জানিয়ে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। তিনি জানিয়েছেন, ভালো কাজ ও আয়ের আশায় ওই ১১ জন বিদেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁদের দৈনিক ১৫-২২ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। বেতন আটকে রাখা হয়েছে। চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না। পাসপোর্ট কেড়ে নিয়ে আবাসন থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। ওই শ্রমিকরা ইতিমধ্যে ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে দ্রুত মুক্তির জন্য ভারতীয় দূতাবাস ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছেন বলে জানান অধীর।

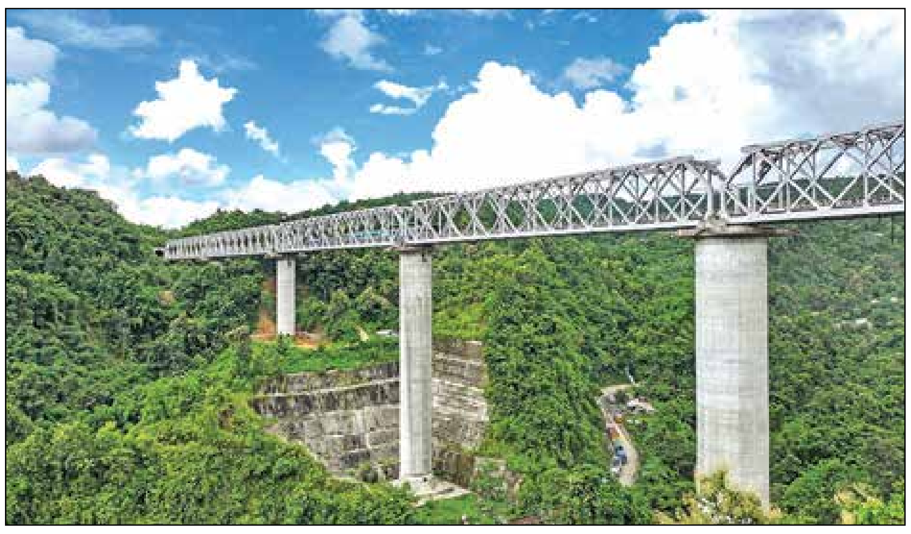

রেল পথে জুড়ে গেল মিজোরাম। বৈরবি-সিরাং রেল পথের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এবার রেলপথে জুড়ল কলকাতা-মিজোরাম

সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী

আইজল, ১৩ সেপ্টেম্বর : ভারতের রেল মানচিত্রে এবার যুক্ত হল মিজোরাম। শনিবার রাজ্যের সর্বপ্রথম রেললাইন বৈরাবি-সৈরাং ব্রডগেজ লাইনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই প্রকল্পটির জন্য খরচ হয়েছে ৮০৭০ কোটি টাকা। পাশাপাশি সবুজ পতাকা নেড়ে সৈরাং-দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস, সৈরাং গুয়াহাটি এবং সৈরাং-কলকাতা এক্সপ্রেসেরও যাত্রারম্ভ করেন তিনি। সৈরাং-কলকাতা এক্সপ্রেস সপ্তাহে তিনদিন চলবে। কলকাতা থেকে ছাড়বে প্রতি শনি, মঙ্গল ও বুধবার। সৈরাং থেকে ছাড়বে প্রতি সোম, বৃহস্পতি এবং শুক্রবার।

দুর্গম এলাকার মধ্যে দিয়ে যাওয়া ৫১.৩৮ কিলোমিটার রেললাইনের উদ্বোধন করতে গিয়ে ভারতীয় রেলের ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশংসা করেন মোদি। ২০০৮-০৯ সালে ইউপিএ সরকারের আমলে ওই রেল প্রকল্পটিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। ২০১৫ সালে রেললাইন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ৪৫টি টানেল, ৫৫ বড় সেতু, ৮৭টি ছোট সেতু এবং ১০টি রোড ওভারব্রিজ ও আন্ডারপাস রয়েছে ওই লাইনে। এর মধ্যে সৈরাংয়ের কাছে ১৪৪ নম্বর সেতুটি দিল্লির কুতবমিনারের থেকে ১১৪ মিটার লম্বা। হরতুকী, কানপুই, মুলখাং এবং সৈরাং নামে চারটি স্টেশন রয়েছে এই রেললাইনে।

এদিনের অনুষ্ঠানে মোদি বলেন, মিজোরামের মানুষের জন্য তো বটেই, গোটা দেশের জন্যও আজ একটি ঐতিহাসিক দিন। আজ থেকে ভারতের রেল মানচিত্রে যুক্ত হল আইজল। প্রথমে আইজলের সিপাই লাম্মুয়ালে অনুষ্ঠানটি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে লেঙ্গপুই বিমানবন্দর থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন মোদি। কেন এতদিন মিজোরামে রেলপথ তৈরি হয়নি, সেই প্রশ্ন তুলে বিরোধীদের নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কয়েকটি রাজনৈতিক দল শুধু ভোট আর আসন নিয়ে ভাবে। ভোটব্যাংকের রাজনীতি করে। এর জন্য মিজোরাম সহ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্ষতি হয়েছে।'

দোষী সাব্যস্ত তৃণমূলের পাঠান

আহমেদাবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বর : জমি জবরদখলের একটি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলেন বহরমপুরের তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠান। তাঁর বাড়ি লাগোয়া ৯৭৮ বর্গমিটারের একটি প্লট খালি করার জন্য ভদোদরা পুরসভা যে নোটিশ পাঠিয়েছিল, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এই প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মামলা ঠুকেছিলেন হাইকোর্টে। সেই মামলাটিও খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট।

জমি জবরদখলের দায়ে পাঠানকে দোষী সাব্যস্ত করে হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা সাংসদ যে জমি দখল করে রেখেছেন, তা প্রমাণিত। পুরসভা আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে পারে। পুরসভার অভিযোগ, ওই জমিতে দেওয়াল তুলে সমগ্র জায়গাটি নিজের সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করেছিলেন পাঠান। ২০১২ সালে পুরসভা তৃণমূল সাংসদকে জমিটি কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রতি বর্গমিটারে ৫৭,২৭০ হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়। কিন্তু ২০১৪ সালে পুরসভার অনুমোদন বাতিল করে দেয় গুজরাট সরকার।

গতবছর তৃণমূলের টিকিটে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর পুরসভার এক কাউন্সিলার পাঠানের জবরদখলিকৃত জমিটির ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। বিচারপতি মৌনা ভাট তৃণমূল সাংসদের মামলা খারিজ করে বলেন, 'ওই জমিটি মামলাকারীর দখলে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। এখানে মামলাকারী একদিকে জনপ্রতিনিধি অন্যদিকে তারকা। তাঁর যে কোনও কাজকর্মের প্রভাব সমাজে পড়বে। তাই আইন মেনে চলা উচিত ছিল তাঁর।'

এসআইআরে হস্তক্ষেপ নয়, কোর্টে কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : পুজোর পরই দেশজুড়ে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর করার একপ্রকার ইঙ্গিত দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এবার সুপ্রিম কোর্টকে কমিশনের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কখন এবং কীভাবে এসআইআর হবে, তা একমাত্র নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে। শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে কমিশন জানিয়েছে, পুনর্বিবেচনার ধরন (নিবিড় বা সংক্ষিপ্ত) ও সময়সূচি সম্পূর্ণভাবে পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে এবং এই নিয়ে কমিশনের একচ্ছত্র অধিকার রয়েছে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ এবং ভোটার তালিকা নিবন্ধন বিধি, ১৯৬০ কমিশনকে এই বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন। তাদের দাবি, ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনার কোনও বাধ্যতামূলক সময়সীমা নেই।

বিহারের ভোটার তালিকার খসড়া নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই একথা জানাল কমিশন। একই সঙ্গে কমিশন আশ্বাস দিয়েছে, নির্বাচনি তালিকার স্বচ্ছতা ও বিশুদ্ধতা রক্ষায় তারা সম্পূর্ণ সচেতন। এই মামলার আবেদনে আইনজীবী অশ্বিনীকুমার উপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, প্রতিটি লোকসভা, বিধানসভা ও স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনের আগে নিয়মিত বিরতিতে এসআইআর করা উচিত। যাতে বিদেশি অনুপ্রবেশকারীরা ভোটার তালিকায় ঢুকতে না পারে। কিন্তু কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, আদালতের নির্দেশে এই প্রক্রিয়া নিয়মিত করানো হলে তা কমিশনের একচ্ছত্র অধিকারে হস্তক্ষেপ হবে।

দু'মাসের মধ্যে জামিনের মামলা নিষ্পত্তির নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : জামিন সংক্রান্ত মামলায় অযথা দেরি করা অভিযুক্তের মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন—এমন মন্তব্য করে দেশের সব হাইকোর্টকে সতর্ক করল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, জামিন, অন্তর্বর্তী জামিন এবং আগাম জামিনের আবেদন দু'মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও আর মহাদেবনের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, নাগরিকদের স্বাধীনতা বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। বিশেষ করে বম্বে হাইকোর্টে একটি অগ্রিম জামিনের আবেদন প্রায় ছ' বছর ধরে ঝুলে থাকার ঘটনায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, জামিন নিয়ে টালবাহানা করা ন্যায়বিচারকে বিলম্বিত করে। যা ভারতীয় সংবিধানের ১৪ ও ২১ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। তাই হাইকোর্ট ও অধীনস্থ আদালতগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত মামলাগুলিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং অহেতুক শুনানি বা রায় মুলতুবি করা যাবে না। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান সাধারণত মামলা সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত হয়। তাই দীর্ঘসূত্রিতা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বম্বে হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছে, তবু ছ'বছরের দেরি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছে। আদালতের মতে, 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করাই ন্যায়বিচারের মূল শর্ত।'

কিষেনজির স্ত্রী'র আত্মসমর্পণ

হায়দরাবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বর : দেশ থেকে মাওবাদীদের নিশ্চিহ্ন করতে মরিয়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ছত্তিশগড়ে একাধিক মাও শীর্ষ নেতা ও কমান্ডার ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে নিহতও হয়েছে। এরই মধ্যে শুক্রবার প্রয়াত মাও নেতা কিষেনজির স্ত্রী তথা মাও নেত্রী পোতুলা কল্পনা ওরফে সুজাতাক্কা তেলেঙ্গানা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর মাথার দাম ১ কোটি টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল পুলিশের তরফে। তাঁর তিন মহিলা সঙ্গীও একসঙ্গে আত্মসমর্পণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে পালাবদলের পর ২০১১ সালে পশ্চিম মেদিনীপুরের বুড়িশোলের জঙ্গলে পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মারা গিয়েছিলেন কিষেনজি। তাঁর পত্নী সুজাতাক্কা অন্যতম মোস্ট ওয়ান্টেড মাও নেত্রী বলে বিবেচিত ছিলেন। মাওবাদীদের ছত্তিশগড় সাউথ সাব জোনাল ব্যুরোর দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তাঁর নামে ১০৬টি মামলা রয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কারণেই আত্মসমর্পণ করেছেন কিষেনজির পত্নী। এর আগে মে মাসে শারীরিক অসুস্থতার কারণে দল ছাড়তে চেয়েছিলেন।

বাঙালির সেরা পার্বণে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩২
নিম্নলিখিত এলাকা থেকে পুজো উদ্যোক্তারা অংশ নিতে পারবেন
দার্জিলিং–শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, খড়িবাড়ি
জলপাইগুড়ি–জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, ডামডিম, ওদলাবাড়ি
আলিপুরদুয়ার–আলিপুরদুয়ার, সোনাপুর, ফালাকাটা, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা, হ্যামিল্টনগঞ্জ কোচবিহার–কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ
উত্তর দিনাজপুর–রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ইসলামপুর, করণদিঘি, চোপড়া
দক্ষিণ দিনাজপুর–বালুরঘাট, পতিরাম, হিলি, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর মালদা–ওল্ড মালদা, ইংরেজবাজার, গাজোল।
পুরস্কার
প্রথম ১৫,০০০/– | দ্বিতীয় ৭,৫০০/– | তৃতীয় ৫,০০০/–
কম বাজেটের সেরা পুজোর জন্য আলাদা পুরস্কার
প্রতি জেলা থেকে ৩টি করে ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হবে
পুরস্কার মূল্য ৫,০০০/–
সঙ্গে থাকবে স্বীকৃতি-স্মারক
প্রতিটি জেলার ৩টি শ্রেষ্ঠ পুজোকে শারদ সম্মানে ভূষিত করবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।
মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, পরিবেশ– এই বিষয়গুলিই বিবেচিত হবে।
কোন কোন পুজো 'শারদ সম্মান–১৪৩২'–এ প্রাথমিক তালিকাভুক্ত হচ্ছে তা জানতে পড়ুন উত্তরবঙ্গ সংবাদ।
আপনার পুজোকে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক তালিকাভুক্তির জন্য যা যা করতে হবে
এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না। পরিষ্কার হরফে আবেদনপত্র আয়োজক সংস্থার নিজস্ব লেটার প্যাডে পূরণ করে জমা দিতে হবে ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। আবেদনপত্রের সঙ্গে পথনির্দেশিকা দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুজোর মণ্ডপে চোখে পড়ার মতো জায়গায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর (৫x৩ ফুট) ব্যানার টাঙিয়ে রাখতে হবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য একাধিক ফোন নম্বর দিলে ভালো হয়।
পুজো কমিটির নাম .... ঠিকানা ....
....
যোগাযোগের প্রতিনিধি .... ফোন .... মোবাইল ....
পুজোর থিম (থাকলে) ....
মণ্ডপশিল্পী .... প্রতিমাশিল্পী .... আলোকশিল্পী ....
পুজোর ব্যয়বরাদ্দ....................
উপরের সমস্ত তথ্য আমার/আমাদের কমিটির বিশ্বাস মতে সত্য। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শর্ত মেনে চলতে বাধ্য রইলাম।
অনুমোদিত স্বাক্ষর এবং সিল
শ্রেষ্ঠ পুজো নির্বাচনের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
আবেদন পাঠান এই ঠিকানায় - উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১ অথবা মেল করুন ubssharodsamman@gmail.com 9735739677/8373867697
GOLD SPONSOR
UTTORA GOOD LIVING GOT BETTER | Luxmi
GOLD SPONSOR
PKSH care & compassion DR. P. K. SAHA HOSPITAL MULTI-SPECIALITY HOSPITAL 1st Hospital in Coochbehar with NABH Pre Accredited
SILVER SPONSOR
BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL CBSE Affiliation No. 2430164 MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR

‘যুদ্ধ আর খেলা একসঙ্গে নয়’

ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে তর্জা

“আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেন রক্ত আর জল একসঙ্গে বইতে পারে না। তাহলে যুদ্ধ আর খেলা একসঙ্গে হচ্ছে কী করে? ওরা আসলে দেশপ্রেমের ব্যবসা করছে। শুধুই টাকার জন্য দেশপ্রেমকে বেচে দিচ্ছে। দেশপ্রেমের নামে রসিকতা করছে।’
উদ্ধব ঠাকরে

“যখন বাণিজ্য, জল ও আকাশপথ বন্ধ, তখন ক্রিকেট খেলা কীভাবে দেশপ্রেমের সঙ্গে যায়?
আসাদউদ্দিন ওয়াইসি

.....

“আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া আলাদা বিষয়, যা রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে বন্ধ করা যায় না। এই ধরনের অবস্থান আসলে অ্যান্টি-ইন্ডিয়া।
আশিস শেলার
মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী এবং বিসিসিআইয়ের প্রতিনিধি

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : দুবাইয়ে এশিয়া কাপে রবিবার পাকিস্তানের মুখোমুখি হচ্ছে ভারত। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের সঙ্গে এই খেলা বয়কট করার ডাক দিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। তারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পুরোনো একটি বক্তব্য ধার করে সমালোচনায় বিঁধেছে বিজেপি এবং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে। কয়েক মাস আগে পহলগামে হামলা এবং তারপর অপারেশন সিঁদুরের আবহে এমনকি খেলার মাঠেও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের মোলাকাত হতে পারে না বলে আওয়াজ উঠেছে সমাজমাধ্যমেও।

২০১৬ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের উরিতে সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ১৯ জন জওয়ানের মৃত্যু হয়। এরপর সিন্ধু জল চুক্তি রদের ইঙ্গিত দিয়ে মোদি বলেছিলেন, ‘রক্ত আর জল একসঙ্গে প্রবাহিত হতে পারে না।’

শনিবার সেই প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রীয় শাসকদল এবং বিসিসিআই কর্তাদের কটাক্ষ করে শিবসেনা (ইউবিটি)। দলের প্রধান উদ্ধব ঠাকরে ঘোষণা করেন, এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচের বিরোধিতা করে তাঁর দল মহারাষ্ট্র জুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করবে। তিনি জানান, ‘আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেন রক্ত আর জল একসঙ্গে বইতে পারে না। তাহলে যুদ্ধ আর খেলা একসঙ্গে হচ্ছে কি করে? ওরা আসলে দেশপ্রেমের ব্যবসা করছে। শুধুই টাকার জন্য দেশপ্রেমকে বেচে দিচ্ছে। দেশপ্রেমের নামে রসিকতা করছে।’ তাঁর ছেলে আদিত্য প্রশ্ন তোলেন, ‘রক্ত আর ক্রিকেটও কি একসঙ্গে প্রবাহিত হতে পারে?’ আদিত্যর সাফ কথা, ‘ভারতে এশিয়া কাপ হলে তা খেলতে পাকিস্তান অস্বীকার করতে পারলে বিসিসিআই কেন তা পারছে না?’

মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের মুখপাত্র শচীন সাওয়ান্ত বলেন, ভারত-পাক ম্যাচ চলতে দেওয়া একদিকে কূটনৈতিক ব্যর্থতা, অন্যদিকে শহিদ পরিবারকে অপমান করাও বটে। তাঁর খোঁচা, ‘পাকিস্তান সম্পর্কে মোদির মত বিজেপি নেতারাই আর মানছেন না!’ এনসিপি (শারদ পাওয়ার গোষ্ঠী)-র নেতা জিতেন্দ্র আওহাদ মন্তব্য করেন, ‘এই ম্যাচ সরকারের দ্বিচারিতা প্রকাশ করেছে।’ সাংসদ সঞ্জয় রাউত ঘোষণা করেন, ১৪ সেপ্টেম্বর ম্যাচের দিন শিবসেনা (ইউবিটি) ‘সিঁদুর রক্ষা আন্দোলন’ করবে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের বিরোধিতা করতে।

হায়দরাবাদের সাংসদ তথা এমআইমিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেন, ‘যখন বাণিজ্য, জল ও আকাশপথ বন্ধ, তখন ক্রিকেট খেলা কীভাবে দেশপ্রেমের সঙ্গে যায়?’ স্পনসর হিসাবেও সরে গিয়েছে ‘ইজমাইট্রিপ’।

ম্যাচ ঘোষণার পর থেকেই অভিনেতা, প্রাক্তন সেনা অফিসার, সাংবাদিক থেকে শুরু করে প্রাক্তন ক্রিকেটার—সবাই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ‘বয়কটইন্ডভার্সাসপাক’ হ্যাশট্যাগ দিয়ে ঝড় ওঠে অনলাইনেও। অভিনেতা সতীশ শাহ লেখেন, ‘প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের উচিত এই ম্যাচ বয়কট করা। টিভি বন্ধ রাখুন।’ অবসরপ্রাপ্ত মেজর পবন কুমার সংবাদমাধ্যমকে অনুরোধ করেন ভারত-পাক ম্যাচের খবর প্রচার না করতে।

রাজনীতিক ও বিশ্লেষক তেহসিন পুনাওয়ালা বলেন, ‘ভারতের ১৪০ কোটি মানুষ পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক চায় না। ক্রিকেটও নয়।’ লেখক করণ বর্মা সরাসরি সরকার ও বিসিসিআই-কে ম্যাচ বাতিলের আহ্বান জানিয়েছেন।

তবে সবাই যে বয়কটের পক্ষে, তা নয়। মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী এবং বিসিসিআইয়ের প্রতিনিধি আশিস শেলার পালটা জবাবে বলেন, আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া আলাদা বিষয়, যা রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে বন্ধ করা যায় না। তিনি শিবসেনা (ইউবিটি) সহ অন্যান্য বিরোধী দলের নেতাদের সমালোচনা করে বলেন, ‘এই ধরনের অবস্থান আসলে অ্যান্টি-ইন্ডিয়া।’ ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বিসিসিআইয়ের সুরে সুর মিলিয়ে বলেন, ‘সন্ত্রাস থামাতে হবে, কিন্তু খেলা চলতে থাকবে।’ ভারতের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক ম্যাচ নিয়ে বলেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তে সরকারকে সমর্থন জানিয়ে বিসিসিআই তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে। এরপর আর অন্য কিছু নয়, শুধু খেলার ব্যাপারেই পূর্ণ মনঃসংযোগ করেছেন ক্রিকেটাররা।

তবে ম্যাচের টিকিটের আশানুরূপ চাহিদা নেই বলেই মানছেন আয়োজকরা। সাধারণত ভারত-পাক ম্যাচ যেখানেই হোক না কেন, তা বিশ্ব ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। কিন্তু এবার দুবাই ম্যাচের বিলাসবহুল আসনের টিকিট কেনার খরিদ্দার মিলছে না বলে খবর!

আলবেনিয়ার নতুন চমক

দুর্নীতি রোধে মন্ত্রীর দায়িত্ব রোবটকে

তিরানা (আলবেনিয়া), ১৩ সেপ্টেম্বর : রাজনীতিবিদ মানেই দুর্নীতি, ঘুষ, টালবাহানা—এমন সব অভিযোগে আজ দুনিয়াজুড়ে মানুষ ক্লান্ত। তাই যদি হঠাৎ শোনা যায়—একজন নতুন মন্ত্রী এসেছেন, যিনি ঘুষ নেন না, পক্ষপাতদুষ্ট নন, তোষামোদে বিরক্ত, তাহলে যে কেউ অবাক হবেন। আর সেই অবাকের নামই ডিয়েলা। তবে তিনি রক্তমাংসের মানুষ নন, একেবারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় (এআই) তৈরি ভার্চুয়াল রোবট!

ইউরোপের তুলনামূলক পিছিয়ে থাকা দেশ আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী এডি রামা সম্প্রতি মন্ত্রীসভা ঘোষণার সময় এই অনন্য চমক দেন। তিনি জানান, ‘ডিয়েলা শারীরিকভাবে উপস্থিত না থাকলেও উনি আমার মন্ত্রীসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য’। আলবেনীয় ভাষায় ‘ডিয়েলা’ মানে সূর্য। সরকারের আশা—এই সূর্যের আলো দুর্নীতির আঁধার ভেদ করবে, বিশেষ করে সরকারি টেন্ডার ও কেনাকাটায়। আলবেনিয়ার গণমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই পদক্ষেপের মূল কারণ হল দেশটির কুখ্যাত দুর্নীতির ভাবমূর্তি। সরকারি টেন্ডার এবং বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতির কারণে আলবেনিয়ার ইইউ-তে যোগদানের প্রক্রিয়া বারবার বাধা পাচ্ছে। তাই সরকার মনে করছে, এআই-এর মতো নিরপেক্ষ প্রযুক্তি ব্যবহার করলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ভাবা যায়, যদি পশ্চিমবঙ্গে এরকম ঘোষণা হত? যেখানে চাকরি কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে সরকারি টেন্ডারে ঘুষ—সবই যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। শংসাপত্র পেতে গেলেও ফাইল ঘোরে আর টাকা খরচ হয় জলের মতো। স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে যোগসাজশে নদীখাত থেকে বালি পাচার হয় অবাধে। এই পরিস্থিতিতে যদি বলা হয়, আমাদের রাজ্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকদের জায়গা নিতে রোবটমন্ত্রী আসছেন, অনেকেই হয়তো ঠাট্টা করে বলবেন, ‘এখানেও শেষমেশ ডিয়েলাকেই দূষিত করে ফেলা হবে, তারপর ওর নামেও মিছিল হবে!’ ফেসবুকে তো একজন লিখেই ফেলেছেন, ‘চুরি হবে ঠিকই, শুধু বদনামটা যাবে রোবটমন্ত্রীর ঘাড়ে!’

তবে ডিয়েলা একেবারেই নতুন মুখ নন। এর আগে ভার্চুয়াল সহকারী হিসেবে সাধারণ মানুষকে সরকারি কাজে সাহায্য করেছেন, যেমন বিভিন্ন সরকারি নথিপত্র পেতে সাহায্য করা। এখন তাঁর ঘাড়ে পূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব। সরকারের দাবি, এই রোবটমন্ত্রী দরপত্র মূল্যায়ন এবং যোগ্য প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তিগত সুবিধা বা প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। কিন্তু এটি কতটা সফল হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ, সরকার স্পষ্ট করেনি, তাঁকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কোনও মানব তদারকি থাকবে কি না। যদি কেউ এআই-মন্ত্রীকে হাতিয়ার করে বসে, তার অ্যালগরিদম বদলে ফেলে বা ভুয়ো তথ্য দিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে, তবে তো বিপদই বাড়বে!

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের পথে বারবার দুর্নীতির অভিযোগে বাধা পাচ্ছে আলবেনিয়া। তাই এই ডিজিটালমন্ত্রীর উদ্ভব আদতে আন্তর্জাতিক মহলে তাদের ইমেজ বদলের কৌশল। এখন বড় প্রশ্ন, ডিয়েলা কি সত্যিই দুর্নীতির শিকড় কেটে ফেলতে পারবেন, নাকি এটি কেবলই একটি চমক হয়ে থাকবে?

তাজ প্যালেস ওড়ানোর হুমকি

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : বোমা মেরে তাজ প্যালেস উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি এল ইমেল মারফত। পিঠোপিঠি রাজধানীর আরও দুটি হাসপাতালের সকলকে ‘স্বর্গে পাঠানো’র হুমকি বার্তা এসেছে। এরপরই দিল্লি পুলিশ তল্লাশি চালায়। তবে শেষমেশ পুলিশ জানিয়ে দেয়, এগুলি ভুয়ো হুমকি ছিল।

নয়াদিল্লির তাজ প্যালেস হোটেল ও দুটি বেসরকারি হাসপাতাল—ম্যাক্স শালিমার বাগ ও ম্যাক্স দ্বারকা—শনিবার ভুয়ো বোমা হুমকির ইমেল পায়। পুলিশ জানায়, রাত ২টো নাগাদ পাঠানো ইমেলে হোটেলের অতিথিদের ‘ভগবানের কাছে পাঠানো হবে’ বলে হুমকি দেওয়া হয়। প্যালেসের একাধিক তলায় বিস্ফোরক রাখা আছে বলেও দাবি করে হুমকিবাজরা। সকালে হোটেল কর্তৃপক্ষ ইমেলটি দেখে পুলিশে খবর দিলে বম্ব ডগ স্কোয়াড তল্লাশি করলেও কিছুই মেলেনি। গত এক বছরে রাজধানীতে স্কুল, হাসপাতাল ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে ৩০টির বেশি ভুয়ো বোমা হুমকির ঘটনা ঘটেছে, যা নিরাপত্তা মহলে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

স্কুলে বিমান হামলা, হত ১৯

নেপিদ্য, ১৩ সেপ্টেম্বর : আরাকান আর্মির দখলে থাকা রাখাইন রাজ্যে বড়সড়ো বিমান হামলা চালিয়েছে মায়ানমার সেনাবাহিনী। শুক্রবার মাঝরাতে রাখাইনের কিয়াউকতাও শহরের ২টি স্কুলে ৫০০ পাউন্ড ওজনের বোমা ফেলেছে তারা। গৃহযুদ্ধে বাড়িঘর হারানো বহু মানুষ স্কুলগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁদের অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। শনিবার পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে ১৯ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও নিখোঁজ বেশ কয়েকজন। হামলার নিন্দা করেছে ইউনিসেফ। রাষ্ট্রসংঘের শাখা সংস্থা এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘এই হামলা রাখাইন রাজ্যে ক্রমবর্ধমান ধ্বংসাত্মক হিংসার মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দিল। যার বিরাট মূল্য দিতে হচ্ছে শিশু এবং পরিবারগুলিকে।’

পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছে পরিবারের সদস্য। ছবি হাতে কাঠমাভুর মহারাজগঞ্জ হাসপাতালের সামনে মহিলা।

ফের কাজের খোঁজে বাঙালি পরিযায়ীরা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : গুরুগ্রামের বাদশাহপুরের বস্তিতে ফের শোনা যাচ্ছে হাতুড়ির শব্দ, ফুটপাথের চায়ের দোকানে আবার জমছে আড্ডা। দেড় মাস আগে যে বস্তিগুলো নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল, সেগুলো ধীরে ধীরে আবার ভরে উঠছে বাংলার শ্রমিকদের কোলাহলে।

দেড় মাস আগে গুরুগ্রাম ছেড়েছিলেন মালদার রবিউল খান। পুলিশি তল্লাশিতে আটক হয়ে প্রায় এক সপ্তাহ ‘ডিটেনশন সেন্টার’-এ থাকার পর মুক্তি পেয়ে পরিবার সহ তিনি ফিরে গিয়েছিলেন নিজের গ্রামে। ফের পরিবার সহ বাংলা ছেড়ে সেখানে ফিরলেন তিনি।

৪০ বছরের রবিউল জানালেন, কয়েকদিন ধরে তাঁর নিয়োগকর্তারা ফোন করে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য বলছিলেন, তাই তিনি আবার কাজে ফেরেন। রবিউলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘যেভাবে শুধুমাত্র বাংলা ভাষা বলার অপরাধে পুলিশ আমাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তখন মনে হয়েছিল আর গুরুগ্রামে ফিরব না, কিন্তু অভাব আমাকে ফের নিয়ে এল এই শহরে।’ যদিও তিনি এবং তাঁর স্ত্রী যেখানে কাজ করতেন, সেখানকার নিয়োগকর্তারাও তাঁকে একাধিকবার ফোন করে ডেকেছেন বলে তিনি জানান। রবিউল গুরুগ্রামে একজন দিনমজুরের কাজ করেন আবার একইসঙ্গে বিভিন্ন নির্মাণ সংস্থায় শ্রমিকের কাজও করেন এবং গুরুগ্রামের এক পরিবারে কুকুরকে দেখাশোনার দায়িত্বও রয়েছে তাঁর ওপর।

রবিউলের স্ত্রী ছাবি বিবি যদিও আগেই ফিরে কাজে যোগ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমার ভেরিফিকেশন শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে আমি আগে ফিরে এসেছি। মালিকরাও খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন, আমাদের ফেরার টিকিট পর্যন্ত কেটে দিয়েছেন’। ছাবির অভিজ্ঞতায় স্থানীয় পুলিশের যাচাই প্রক্রিয়া এবার অনেক সহজ ছিল, পঞ্চায়েত প্রধানের একটি চিঠি, থানায় দুটি চিঠি, আর দুই সপ্তাহের মধ্যেই তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা, এই সার্টিফিকেট হাতে।

কিন্তু সবার গল্প এত মসৃণ নয়। চাকরপুরের বহু বস্তির দরজায় এখনও তালা ঝুলছে। স্থানীয় বাসিন্দা জয়ন আলি জানালেন, ‘যাদের ডকুমেন্টে গুরুগ্রামের ঠিকানা আছে, তাদের যাচাইয়ে বেশি সময় লাগছে। তাই তারা ফিরতে পারছে না।’

গুরুগ্রাম পুলিশ অবশ্য বলছে, জুলাইয়ের ঘটনার পর নতুন করে কোনও নথি চাওয়া হয়নি। গুরুগ্রাম পুলিশের বক্তব্য , ‘সাধারণ যাচাই প্রক্রিয়াই চালু রয়েছে।’ কিন্তু বাস্তব ছবি বলছে ভিন্ন কথা, যাদের ডকুমেন্টে গুরুগ্রামের ঠিকানা রয়েছে তাদের যাচাইয়ে বেশি সময় লাগছে, ফলে বহু পরিবার এখনও ফিরতে পারেনি।

জঙ্গি হামলায় মৃত ১২ জওয়ান

ইসলামাবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বর : উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানে জঙ্গিদের হামলায় বিধ্বস্ত পাক সেনা কনভয়। শনিবারের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১২ জন জওয়ানের। আহত ৪। হামলার দায় স্বীকার করেছে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)।

এদিন ভোর ৪টে নাগাদ আফগানিস্তান সীমান্তের কাছে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের পাহাড়ি এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল সেনা কনভয়টি। সেই সময় আচমকা কনভয় লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। পালটা গুলি চালায় সেনাও। ঘটনার পর লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের খুঁজে বের করতে দীর্ঘক্ষণ হেলিকপ্টারে তল্লাশি চালানো হয়। তবে কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

ট্রাম্পের স্বীকারোক্তি

ওয়াশিংটন, ১৩ সেপ্টেম্বর : আমেরিকার নয়া শুল্কনীতি নিয়ে বর্তমানে ইন্দো-মার্কিন সম্পর্ক তলানিতে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের সঙ্গে শুল্কবিরোধের পরিণতি নিয়ে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে খোদ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। শুক্রবার একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘ভারত রাশিয়ার তেলের সবচেয়ে বড় গ্রাহক। ওই তেল কেনার জন্য আমি ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছি। এটা খুব বড় সিদ্ধান্ত। এর ফলে ভারতের সঙ্গে আমাদের বিরোধ তৈরি হয়েছে।’ ইউক্রেন ও ইউরোপের বন্ধু দেশগুলির কথা ভেবেই তিনি ভারতের ওপর শুল্ক চাপিয়েছেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘মনে রাখবেন এটা (ইউক্রেন যুদ্ধ) আমাদের চেয়ে ইউরোপের কাছে অনেক বড় সমস্যা। কিন্তু আমি ইতিমধ্যে এ বিষয়ে অনেক কিছু করেছি।’

নিশানায় পাকিস্তান

নিউ ইয়র্ক, ১৩ সেপ্টেম্বর : সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে রাষ্ট্রসংঘে ইজরায়েলের তোপের মুখে পড়ল পাকিস্তান। দু’পক্ষের বাগযুদ্ধে শুক্রবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক।

সেখানে আমেরিকায় ৯/১১ হামলা নিয়ে হওয়া এক আলোচনা চলাকালীন কাতারে ইজরায়েলি হামলা নিয়ে সরব হন পাকিস্তানের প্রতিনিধি আসিম ইউতিকার আহমেদ। এরপরেই পালটা সরব হন ইজরায়েলের প্রতিনিধি ড্যানি ড্যানন। ৯/১১ হামলার সঙ্গে পাকিস্তানকে যুক্ত করেন তিনি। মনে করিয়ে দেন ওই হামলার রূপকার আল কায়দা নেতা ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে ছিল। তাকে খতম করতে সেদেশে অভিযান চালিয়েছিল মার্কিন সেনাবাহিনী। তখন পাকিস্তানে আমেরিকার অভিযান চালানো নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। পাকিস্তানও চুপ করে ছিল। কিন্তু এখন কাতারে হামাস জঙ্গিদের ঘাঁটি ধ্বংস করতে ইজরায়েলের অভিযানের সমালোচনা করছে তারা। ইজরালের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার আগে পাকিস্তানের নিজের অতীতের দিকে তাকানো উচিত বলে জানিয়েছেন ড্যানন।

আজব দুনিয়া

রাস্তার লুকোচুরি

প্রকৃতির আজব খেলার সাক্ষী দক্ষিণ কোরিয়া। পূর্ব এশিয়ার এই দেশটিতে রয়েছে এক অদ্ভুত রাস্তা। সমুদ্রের মাঝখান থেকে উদয় হয় এটি, নাম জিন্দো মিরাকল। তবে সারা বছর থাকে না। বছরের দুটি সময় বসন্ত ও গ্রীষ্মের প্রথমে মাত্র ৪০-৬০ মিনিটের জন্য সমুদ্রের ঢেউ দু-পাশে সরে গিয়ে দেখা মেলে রাস্তাটির। আর তা দেখতে ভিড় জমান পর্যটকরা।

বই পাগল

মরক্কোর রাজধানী রাবাতে রয়েছেন এমন এক অসম্ভব বই পাগল মানুষ। নাম মহম্মদ আজিজ। পড়ে ফেলেছেন আরবি, ফরাসি, স্প্যানিশ ও ইংরেজি ভাষায় ৪০০০-এর ওপর বই। ছোট্ট এক বইয়ের দোকানও রয়েছে তাঁর। সেখানে বসে বই পড়েই কাটিয়ে দেন দিনের অর্ধেকটা। উদ্দেশ্য একটাই, নিজে পড়ার সঙ্গে বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে চান অন্যদেরও।

বিদেশির রহস্যমৃত্যু

বারাণসী, ১৩ সেপ্টেম্বর : ফের শিরোনামে যোগীরাজ্য। ভারতে পড়তে এসে রহস্যমৃত্যু বিদেশি পড়ুয়ার। ভাড়াবাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে তাঁর মৃতদেহ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত পড়ুয়ার নাম ফিলিপ ফ্রান্সিসকা (২৭)। রোমানিয়ার বাসিন্দা। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে গবেষণার জন্য যোগ দিয়েছিলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ির মালিক তাঁকে ডাকতে গিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পরও সাড়া না মেলায় পুলিশে খবর দেন তিনি। পুলিশ এসে বিছানায় ফিলিপের মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট নয়। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘর থেকে কোনও সুইসাইড নোট মেলেনি।

পুলিশ জানিয়েছে, তরুণীর এপিলেপ্সি ছিল। চিকিৎসা চলছিল। ২০২৭ পর্যন্ত ফিলিপের ভারতে থাকার ছাত্র ভিসা ছিল। তদন্তের জন্য তাঁর পাসপোর্ট, ভিসা এবং ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। খবর দেওয়া হয়েছে রোমানিয়ার দূতাবাসে।

রাশিয়ায় ভূমিকম্প

মস্কো, ১৩ সেপ্টেম্বর : ফের জোরালো ভূমিকম্প রাশিয়ার কামচাটকায়। শনিবার সকালের ঘটনা। ইউএস জিওলজিকাল সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী, কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৪। ভূমিকম্পের উৎসস্থল রাশিয়ার পেট্রোপাভলভস্ক-কামচাটকা থেকে ১১১ কিমি পূর্বে মাটির ৩৯.৫ কিমি গভীরে। এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। উৎপত্তিস্থলের আশপাশের এলাকায় জারি হয়েছে সুনামি সতর্কতা।

মুক্ত বাণিজ্যচুক্তিই সেরা দাওয়াই

অভিজিতের পরামর্শ

- মার্কিন শুল্কের প্রভাব কমাতে দ্রুত পদক্ষেপ
- যত বেশি দেশের সঙ্গে সম্ভব মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি
- আমেরিকাকেন্দ্রিক রপ্তানি নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠা
- কিছু শিল্পে ভরতুকি
- অভ্যন্তরীণ বাজারে নজর

ওয়াশিংটন, ১৩ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় পণ্যের ওপর আমেরিকার ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর জেরে এদেশের অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এখন থেকেই শুল্কের প্রভাব যথাসম্ভব কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পদক্ষেপ জরুরি। এমনটাই মত বাঙালি অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ২০১৯-এ অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারজয়ী অভিজিৎ বর্তমানে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির ফোর্ড ফাউন্ডেশনের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির অধ্যাপক। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ভারতের ওপর মার্কিন শুল্ক এবং তার প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অভিজিৎ।

অভিজিতের মতে, ট্রাম্প সরকারের ৫০ শতাংশ শুল্কের প্রভাব পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এর প্রভাব কমিয়ে আনা যেতে পারে। এজন্য কয়েকটি উপায়ের কথা বলেছেন তিনি। অভিজিতের পরামর্শ, ৫০ শতাংশ শুল্কের জেরে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের বাজার অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেই ক্ষতিপূরণের জন্য ভারতের উচিত যত বেশি দেশের সঙ্গে সম্ভব মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর করা। আমেরিকাকেন্দ্রিক রপ্তানি নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠা উচিত। পণ্য রপ্তানিতে গতি আনতে কিছু শিল্পে ভরতুকির পক্ষেও সওয়াল করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘বিশ্ব অর্থনীতিতে বিচ্ছিন্নতা লাভজনক নয়। আমেরিকাও অচিরে এটা বুঝতে পারবে। বর্তমান বাণিজ্যে ব্র্যান্ড ও বৈশ্বিক উৎপাদনব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। এখন জিনিসপত্রের বাজার অনেক বেশি বিস্তৃত। এমন বহু পণ্য রয়েছে যা দেশীয় বাজারে বিক্রি করা যায়। সেদিকেও নজর দিতে হবে।’ এ প্রসঙ্গে চিনের উদাহরণ টেনেছেন অভিজিৎ।

আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক টানাপোড়েনের জেরে ভারতের টাকার দাম আরও কমবে বলে মনে করেন তিনি। তবে বিশ্বে দারিদ্র্য দূরীকরণ সহ বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পে ইউএসএআইডি-র মাধ্যমে আমেরিকা যে অর্থ খরচ করত, ট্রাম্প সরকার তাতে রাশ টানায় ভারত খুব বেশি প্রভাবিত হবে না। কারণ, পরিকাঠামো ও মানবসম্পদ উন্নয়নে এই দেশ বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভর করে না। ইউএসএআইডি-র বরাদ্দ বন্ধের ফলে আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশ, সিরিয়া এবং প্যালেস্তাইনের জনমুখী প্রকল্পগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে অভিজিৎ জানিয়েছেন।

প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের প্রস্তাবের পক্ষে ভারত

রাষ্ট্রসংঘে ভোটাভুটি

নিউ ইয়র্ক, ১৩ সেপ্টেম্বর : ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক যখন ক্রমশ পোক্ত হচ্ছে, সেই সময় প্যালেস্তাইন ইস্যুতে পুরোনো অবস্থান বজায় রাখল ভারত। শনিবার রাষ্ট্রসংঘে স্বতন্ত্র প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠন সংক্রান্ত এক ভোটাভুটিতে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ভারতীয় প্রতিনিধি। ভারত সহ মোট ১৪২টি দেশ প্রস্তাবটি সমর্থন করে। বিপক্ষে ভোট দিয়েছে ইজরায়েল, আমেরিকা, আর্জেন্টিনা, হাঙ্গেরি, প্যারাগুয়ে, পাপুয়া নিউগিনি, টোঙ্গার মতো ১০টি দেশ। ১২টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল।

২০২২-এর ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে বেনজির হামলা চালিয়েছিল প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস। ওই হামলায় ১,২০০-র বেশি ইজরায়েলি প্রাণ হারিয়েছিলেন। জবাবে প্যালেস্তাইনের বিরুদ্ধে সেনা অভিযানের নির্দেশ দেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সেই অভিযান এখনও চলছে। ইজরায়েলের হামলায় অন্তত ৬০ হাজার প্যালেস্তিনীয়ের মৃত্যু হয়েছে। হামাসকে কোণঠাসা করার পরেও প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের অভিযান নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে। একাধিক প্রস্তাব পাশ হয়েছে রাষ্ট্রসংঘে। তবে ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সম্পর্কিত কিছু প্রস্তাবে ইজরায়েলের পক্ষে ভোট দিয়েছে ভারত। কয়েকটি ক্ষেত্রে ভোটদানে বিরত ছিল নয়াদিল্লি। এই পরিস্থিতিতে শনিবারের ভোটাভুটিতে ভারতের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

ভোটাভুটির মধ্যেই চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নেতানিয়াহু। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘প্যালেস্তাইন বলে কোনও রাষ্ট্রই থাকবে না। গোটা এলাকা আমাদের। আমরা আমাদের ঐতিহ্য, মাটি এবং নিরাপত্তা রক্ষা করব।’ বৃহস্পতিবার বিতর্কিত ই-ওয়ান সেটেলমেন্ট প্রকল্পে ছাড়পত্র দিয়েছেন নেতানিয়াহু। এই বিতর্কিত প্রকল্পের আওতায় পূর্ব জেরুজালেমে কয়েক হাজার ইজরায়েলিকে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্যালেস্তিনীয় এলাকা হিসাবে পরিচিত পূর্ব জেরুজালেমের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। দু’খণ্ডে ভাগ হয়ে যাবে ওয়েস্টব্যাংক। তখন স্বাধীন প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠন করা আক্ষরিক অর্থে অসম্ভব হয়ে পড়বে।

ছোট্ট তারা

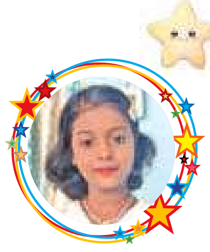

সুমাইয়া নাসরিন শ্রী অরবিন্দ বিদ্যাভবন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। আবৃত্তি এবং ছবি আঁকায় পুরস্কার রয়েছে এই খুদের।

পুজো বৈঠক

মাথাভাঙ্গা, ১৩ সেপ্টেম্বর : শনিবার দুপুরে দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে মাথাভাঙ্গা থানার বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে পুলিশ। বৈঠকে ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সমরেণ হালদার, আইসি হেমন্ত শর্মা ও লাকপা লামা। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, প্রতিটি প্যান্ডেলে সিসি ক্যামেরা, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক, প্রশস্ত প্রবেশ ও বহির্গমন পথ এবং ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক। প্রতিমা বিসর্জনের ক্ষেত্রে আলাদা অনুমতি নিতে হবে। জানা গিয়েছে, এবছর ৫৮টি পুজো অনুমোদিত হলেও ১৪৫টি এখনও অনুমতিহীন অবস্থায় রয়েছে।

আন্দোলন

কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর : বেশ কিছু অভিযোগ তুলে কোচবিহারে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতীকী পথ অবরোধ করল ফরওয়ার্ড ব্লকের যুব সংগঠন যুব লিগ। শনিবার দলের জেলা কার্যালয় থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহর পরিক্রমা করে কাছারি মোড়ে পৌঁছায়। সেখানে ১০ মিনিট অবরোধ চলে। সংগঠনের জেলা সভাপতি সুরঞ্জন ভৌমিকের বক্তব্য, 'শুক্রবার তুফানগঞ্জে এক গ্রেটার নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন। তার প্রতিবাদ জানিয়েছি আমরা। কয়েকদিন আগে তৃণমূলের কর্মীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পুড়িয়েছিল, শুকটাবাড়ি থেকে মনীষী পঞ্চানন বর্মার মূর্তি ভেঙে উধাও করে দেয় দুষ্কৃতীরা। এসবের প্রতিবাদেই আমাদের আন্দোলন।'

সচেতনতা

তুফানগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর : শনিবার শ্রম দপ্তরের তরফে তুফানগঞ্জ মহকুমার পরিবহণ শ্রমিকদের নিয়ে একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। এদিন পুরসভার কমিউনিটি হলে শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা যুগ্ম লেবার কমিশনার সুমন্ত রায়, মহকুমা শাসক বাপ্পা গোস্বামী সহ অন্যরা। সুমন্ত বলেন, 'শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা, পেনশন, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সহ নানান বিষয় আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে।'

কর্মশালা

কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে 'সেবা পক্ষকাল' কর্মসূচি করবে বিজেপি। চলবে মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন ২ অক্টোবর পর্যন্ত। শনিবার দলের জেলা কার্যালয়ে এই নিয়ে একটি কর্মশালা হয়েছে। সংগঠনের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেছেন, '১৫ দিন ধরে সর্বত্রই রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপণ, স্বচ্ছ ভারত অভিযান সহ নানারকম সামাজিক কাজকর্ম করা হবে।'

বারে ভোট

মেখলিগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর : শনিবার মেখলিগঞ্জ বার অ্যাসোসিয়েশনের ভোটে জয়ী হয়ে ফের মেখলিগঞ্জ বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন আইনজীবী কৌশিক সিংহ সরকার ও আইনজীবী সুদীপ্তা পাল। কৌশিক বলেন, 'শান্তিপূর্ণভাবে ভোট পরিচালনা হয়েছে। মেখলিগঞ্জ বারের উন্নতি ঘটানোই আমাদের লক্ষ্য।'

আলোচনা সভা

কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর : 'ওয়ার্ল্ড সেপসিস ডে' পালিত হল এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। শনিবার এই উপলক্ষ্যে সেখানে একটি আলোচনা সভা হয়। সংশ্লিষ্ট রোগ নিয়ে চিকিৎসকরা আলোচনা করেন। অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল বলেন, 'বিশ্বজুড়েই সেপসিসে মৃত্যুর হার বাড়ছে। তাই এনিয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।'

দিনে দিনে পুজোর বাজার সেরে বাড়ি ফেরা। শনিবার কোচবিহারে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

ভাঁড়ে জমছে ডেঙ্গির ভয়

পরিবেশবান্ধব মাটির ভাঁড় নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে মাথাভাঙ্গায়। ব্যবহারের পর তা যেখানে-সেখানে ফেলে দেওয়ায় তাতে বৃষ্টির জল জমে শহরে মশার বংশবিস্তারের পথ সুগম হচ্ছে, আলোকপাত করলেন বিশ্বজিৎ সাহা।

মাথাভাঙ্গা, ১৩ সেপ্টেম্বর : একসময় চায়ের দোকান মানেই ছিল চিনামাটি বা কাচের গ্লাসে চা। সেগুলি ধুয়ে ধুয়েই আবার ব্যবহার করা হত চায়ের দোকানে। মাটির ভাঁড়ও ছিল অবশ্যই। তারপর ক্রমে প্লাস্টিক অথবা কাগজের কাপের 'ইউজ অ্যান্ড থ্রো' সংস্কৃতি জনপ্রিয় হতে শুরু করে। তবে সেই কাপ যত্রতত্র পড়ে থেকে শহরজুড়ে দূষণ ক্রমশ বাড়ছিল। সেই সমস্যার সমাধান হিসাবেই পরিবেশবান্ধব মাটির ভাঁড়ের ব্যবহারে বাসিন্দাদের উৎসাহিত করেছিল প্রশাসন। সরকারি দপ্তর, অফিস, ক্যান্টিন বা শহরের অসংখ্য চায়ের দোকানে এখন তাই মাটির ভাঁড়ে চা-ই সবার পছন্দ।

কিন্তু এই পরিবেশবান্ধব উদ্যোগেই চোখ রাঙাচ্ছে নতুন বিপদ। ব্যবহৃত ভাঁড় দোকান বা রাস্তার ধারে ফেলে দেওয়ার পর, তাতে বৃষ্টির জল জমে থাকছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই ডেঙ্গি মশার প্রজননের সম্ভাবনা মারাত্মকভাবে বাড়ছে বলে জানাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্তারা।

তাই মাথাভাঙ্গা পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তর ইতিমধ্যে সতর্কবার্তা জারি করেছে। মাথাভাঙ্গা পুরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিক নৈর্‌ঋত দত্ত বলেন, 'পড়ে থাকা মাটির ভাঁড়ে জল জমলে, মশা সহজেই ডিম পাড়তে পারে। যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।'

চা পানের পর এভাবে যত্রতত্র ফেলে রাখা মাটির ভাঁড়ে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। -সংবাদচিত্র

পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলেন, 'মাটির ভাঁড় সত্যিই পরিবেশবান্ধব। কিন্তু ব্যবহারের পর সেগুলো ভেঙে ফেলা জরুরি। অন্যথায় শহরজুড়ে মশার প্রজনন রোধ করা যাবে না। মাটির ভাঁড়গুলি যত্রতত্র না ফেলে, পুরসভার আবর্জনাবাহী গাড়িতে তুলে দিলে পুরসভাই সেগুলি নষ্ট করে দেবে।'

পুরসভার তরফে চা বিক্রেতাদের ভাঁড় ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হলেও, শহরের বিভিন্ন দোকানের আশপাশেই ভাঁড়ের স্তূপ পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। যার ফলে ডেঙ্গির আতঙ্ক দিন-দিন বাড়ছে। পচাগড় তেপথি এলাকার চা ব্যবসায়ী দুলাল পাল বলেন, 'আমরা সবাইকেই মাটির ভাঁড় বা কাগজের কাপ নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ফেলতে বললেও অনেকেই শোনেন না।' স্বাস্থ্যকর্মীদের মতে, সচেতনতা বাড়াতে দোকানপিছু ডাস্টবিন ও নিয়মিত ভাঁড় ভাঙার ব্যবস্থা করা উচিত। পরিবেশরক্ষায় মাটির ভাঁড় ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও, ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'পক্ষই যথেষ্ট সচেতন না হলে তা যে কোনওদিন প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।

কী প্রস্তাব

- পুরসভার মতে, মাটির ভাঁড়ে জল জমলে, মশা সহজেই ডিম পাড়তে পারে
- মাটির ভাঁড় পরিবেশবান্ধব হলেও তা ব্যবহারের পর ভেঙে ফেলা জরুরি
- ভাঁড় যত্রতত্র না ফেলে, গাড়িতে দিলে পুরসভাই সেগুলি নষ্ট করে দেবে
- স্বাস্থ্যকর্মীদের মতে, দোকানপিছু ডাস্টবিন ও ভাঁড় ভাঙার ব্যবস্থা করা উচিত

লাইসেন্সহীন পলিক্লিনিক

দিনহাটায় লাইসেন্স ছাড়াই চলছে ল্যাব ও পলিক্লিনিক। কিছু ল্যাবের লাইসেন্স থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই পুনর্নবীকরণ করা নেই। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অভিযানে স্বাস্থ্য নিয়ে এই অবৈধ কারবারের কথা উঠে এসেছে, আলোকপাত করলেন প্রসেনজিৎ সাহা।

দিনহাটা, ১৩ সেপ্টেম্বর : কোথাও লাইসেন্স নেই, কোথাও আবার রোগীদের সহায়তার জন্য নেই হেল্প ডেস্ক। শনিবার আচমকাই দিনহাটা শহরের একাধিক ল্যাব, পলিক্লিনিক ও নার্সিংহোম ঘুরে অসংগতি পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আড়ি। এদিন তিনি ছাড়াও অভিযানে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সুপার রণজিৎ মণ্ডল।

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে সবার প্রথমে আলোচনা করেন। এরপর হঠাৎই বেরিয়ে পড়েন শহরের ল্যাবগুলির পরিকাঠামো দেখতে। এদিন প্রথমে স্থানীয় দুটি ল্যাবে যান। তৃতীয় ল্যাবে গিয়ে লক্ষ করেন সেই ল্যাবের লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করা নেই। সেই ল্যাব মালিককে কাগজপত্র নিয়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে যেতে বলা হয়।

এদিন শহরের একাধিক পলিক্লিনিকও ঘুরে দেখেন তিনি। যদিও এদিন একটি পলিক্লিনিকেরও লাইসেন্স পাওয়া যায়নি। আর এরপরেই মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তাদের পলিক্লিনিকের পৃথক লাইসেন্সের জন্য নিয়ম মেনে আবেদন করতে বলেন।

পাশাপাশি এদিন শহরের দুটি নার্সিংহোমও পরিদর্শন করে এই টিম। সেখানে গিয়ে রোগীদের সঙ্গেও কথা বলেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নার্সিংহোমে নেওয়া হচ্ছে কি না, সে বিষয়েও খোঁজ নেন। এদিন অবশ্য মদনমোহনবাড়ি এলাকার এক নার্সিংহোমে গিয়ে রোগীদের জন্য হেল্প ডেস্ক না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি এবং তৎক্ষণাৎ নার্সিংহোম মালিককে সতর্ক করেন।

পরে এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, জেলাজুড়েই এই পরিদর্শন চলছে। নার্সিংহোম ও ল্যাবগুলির পরিকাঠামো ঠিক আছে কি না সেসব দেখা হচ্ছে। এদিনের পরিদর্শন তারই অঙ্গ।

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সুপার রণজিৎ মণ্ডলের কথায়, 'এদিন একাধিক ল্যাব, পলিক্লিনিক ও নার্সিংহোম ঘুরে দেখা হয়। একটি পলিক্লিনিকেরও লাইসেন্স পাওয়া যায়নি। তাদের লাইসেন্সের আবেদন করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি নার্সিংহোমগুলিকে তাদের পরিকাঠামো নিয়ে সচেতন করা হয়েছে।' তিনি জানান, এদিন সমস্ত তথ্য নিয়েছেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, এরপর কোনও অসংগতি পেলে নিশ্চয় তা জানাবেন।

নার্সিংহোম মালিকের সঙ্গে কথা বলছেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক।

নজরে কয়েকটি

- জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অভিযানে একটি পলিক্লিনিকেরও লাইসেন্স মেলেনি
- তাদের পলিক্লিনিকের পৃথক লাইসেন্সের জন্য নিয়ম মেনে আবেদন করতে বলা হয়েছে
- শহরের একটি ল্যাবে অভিযানে গিয়ে দেখা যায় তাদের লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করা নেই
- সেই ল্যাব মালিককে কাগজপত্র নিয়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে

গোরস্থান এলাকার রাস্তায় ধানের চারা লাগিয়ে প্রতিবাদ স্থানীয় বাসিন্দাদের। শনিবার কোচবিহারে। ছবি : জয়দেব দাস

অবরোধ, বিক্ষোভ

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা বেহাল থাকলেও কারও কোনও হেলদোল না থাকায় শনিবার ফের পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন কোচবিহার পুরসভার গোরস্থান রোড এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ। এদিন বাঁশ ফেলে রাস্তা আটকে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধে শামিল হন তাঁরা। বেহাল রাস্তায় ধানের চারা লাগিয়ে বিক্ষোভও দেখান। এদিন ৫ ঘণ্টা অবরোধ ওঠে।

পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'রাস্তাটি পূর্ত দপ্তরের। শেষবারও তারাই রাস্তাটি সংস্কার করেছিল। আগামী সোমবার আমরা পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনায় বসব।' অন্যদিকে, পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৃন্ময় দেবনাথ বলেন, 'রাস্তাটি পূর্ত দপ্তরের অধীনে নয়।' তবে এই বিষয়ে খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শম্পা সাহা বলেন, 'পথচারীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে সকলে একসঙ্গে বসে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি।'

যে রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ, সেটি কলাবাগান চৌপথি থেকে ক্যানসার সেন্টার হয়ে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে মিশেছে। এই রাস্তাটির কিছুটা পুরসভা এলাকায়, কিছুটা পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে পড়ে। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সুধন সাহা বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটির এই অবস্থা। এই রাস্তাতে দুটি বিদ্যালয়, ক্যানসার সেন্টার থাকলেও বিষয়টি নিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই।'

এলাকার অপর বাসিন্দা চম্পা সাহার মতে, 'কিছুদিন আগেও এই রাস্তায় কয়েকটি দুর্ঘটনা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হলেও বিষয়টি নিয়ে কোনও হেলদোল নেই। যাতায়াত করতে প্রতিদিনই আমাদের সমস্যায় পড়তে হয়।' প্রশাসনিক উদাসীনতায় দীর্ঘদিন ধরে নাস্তানাবুদ হলেও কেন সকলেই 'চোখ বুজে' রয়েছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে এই আন্দোলনকে সংগত বলে মনে করেছেন এলাকার ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার মায়া সাহা। তিনি জানিয়েছেন, 'তাঁরা তো বিক্ষোভ দেখাবেনই। তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। মাঝেমধ্যেই এই রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটছে। বিষয়টি নিয়ে আমি একাধিকবার পূর্ত দপ্তরকে জানিয়েছি। বিষয়টি আমি তৃণমূলের জেলা সভাপতিকেও জানিয়েছি।'

কর্মসূচি

দিনহাটা, ১৩ সেপ্টেম্বর : আগামী সোমবার এসডিও অফিস ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছে ডিওয়াইএফআই। শনিবার দিনহাটার দলীয় কার্যালয়ে সার্ভে ফর্ম উন্মোচন ও গণস্বাক্ষরের সূচনা করলেন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি সাহা।

গেট নির্মাণ

কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর : রাজবাড়ির পেছনে গেট নির্মাণের অনুমোদন দিল্লি থেকে চলে আসায় গেট তৈরির কাজ শুরু করল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। ৮ অগাস্ট রাজবাড়ির পেছনে গেট তৈরি হতে পারে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেই কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এমনিতে রাজবাড়ির চারদিক ঘেরা থাকলেও, তার বাইরে রাজবাড়ির আরও কিছুটা জমি বহু বছর ধরেই উন্মুক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সুরক্ষার কারণে রাজবাড়ির পেছনে সংরক্ষিত এলাকা ঘেরার জন্য গেট তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে গেটের পিলারের গর্ত খুঁড়ে ইতিমধ্যেই একদিকে রড বাইন্ডিং হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির জন্য কাজের সমস্যা হচ্ছে বলে জানান সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ আর্কিওলজি গোপীনাথ জেনা।

অনলাইন বুকিং

কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর : সংস্কার করা হচ্ছে পূর্ত দপ্তরের দুটি বাংলো। পূর্ত দপ্তরের কর্মী ছাড়া সাধারণ লোকেরাও আগে টাকা দিয়ে থাকতে পারতেন ওই বাংলোতে। তবে এতদিন সেখানে কোনও অনলাইন বুকিংয়ের সুবিধা ছিল না। সংস্কারের পর এখন থেকে পূর্ত দপ্তরের বাংলোতে অনলাইন বুকিং চালু হচ্ছে। এ খবর দিয়ে পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৃন্ময় দেবনাথ বলেন, 'অনলাইন বুকিংয়ের ফলে বাইরে থেকে যাঁরা কোচবিহারে কোনও কাজে বা বেড়াতে আসবেন তাঁদের ক্ষেত্রে অনেকটা সুবিধা হবে।'

লোক আদালত

দিনহাটা ও মাথাভাঙ্গা, ১৩ সেপ্টেম্বর : শনিবার লোক আদালতে মোট ২১ লক্ষ ৯০ হাজার ৭৫২ টাকার নিষ্পত্তি হয়। দিনহাটা বরিষ্ঠ কোর্ট প্রাঙ্গণে লোক আদালতে দুটি বেঞ্চে ৭৪টি ব্যাংকের ঋণ সংক্রান্ত মামলা, ১০টি বিএসএনএলের মামলা, ৬১২টি মোটর ভেহিকল অ্যাক্টের জরিমানা সংক্রান্ত মামলা এবং ১টি জিআর মামলার নিষ্পত্তি হয়। বিচারক ছিলেন সহকারী সেশনস জজ বিপ্লব শি ও এসিজেএম প্রণয় সুব্বা। সহযোগী হিসেবে ছিলেন আইনজীবী উৎপল বর্মন ও অভিজিৎ চাকি।

অন্যদিকে, মাথাভাঙ্গা লোক আদালতে বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা অতিরিক্ত দায়রা বিচারক রাজেশ তামাং এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারক সুকুমার চক্রবর্তী। এখানে ৩৮৫টি মামলার নিষ্পত্তি এবং ২৫ লক্ষ টাকা আদায় হয়।

DATM COLLEGE
DATM Admission going on.... (Limited Seats)
◆ BSC IN OPTOMETRY
Eligibility: 10+2 (Science)
◆ BSC MEDICAL LAB TECHNOLOGY
Eligibility: 10+2 (Science)
◆ BCA (H) with CYBER SECURITY
Eligibility: 10+2 Any stream
NEW ALIPURDUAR STATION ROAD, ALIPURDUAR
CONTACT- 7001312266

স্টপের আশ্বাস দিলেন না ডিআরএম

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর : কোচবিহার স্টেশনে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের স্টপ নিয়ে আশার বাণী শোনালেন না উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং। শনিবার কোচবিহারে রেলের দুই-একজন আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর কথায় তেমনই আভাস মিলেছে। যদিও তাঁর সঙ্গে থাকা আধিকারিকরা তাঁকে বিষয়টি বোঝানোর পর বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

কোচবিহার-কলকাতার মধ্যে চলাচলকারী ট্রেনগুলির মধ্যে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস অন্যতম। ট্রেনটি কোচবিহারের বামনহাট স্টেশন থেকে নিউ কোচবিহার হয়ে শিয়ালদা যায়। ট্রেনটি নিউ কোচবিহার স্টেশনে দাঁড়ালেও কোচবিহার শহর থেকে নিউ কোচবিহারের দূরত্ব প্রায় ৭ কিলোমিটার। ট্রেনটি যেহেতু কোচবিহার স্টেশনের উপর দিয়ে যায়। সে কারণে ট্রেনটির এখানে স্টপের দাবি দীর্ঘদিনের।

উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস

কোচবিহার স্টেশনে মিউজিয়াম ঘুরে দেখছেন ডিআরএম। -জয়দেব দাস

শনিবার কোচবিহার স্টেশন পরিদর্শনে এসে ডিআরএম রেলের জাদুঘর ঘুরে দেখেন। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাঁর সঙ্গে থাকা আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলার পর জানান, এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে নিউ কোচবিহার স্টেশন রয়েছে। সেখানে ট্রেনটি দাঁড়ায়। তাহলে এত কম দূরত্বের মধ্যে দুটি স্টেশনে এক্সপ্রেস ট্রেনকে কীভাবে দাঁড় করানো সম্ভব। এরপর তাঁকে বলা হয় কোচবিহার স্টেশনটি যেহেতু শহরের মধ্যে অবস্থিত। আর ট্রেনটিও যেহেতু এই স্টেশনের উপর দিয়ে যায়। ফলে ট্রেন এখানে দাঁড়ালে শহরবাসীর খুবই সুবিধা হবে। সেখানে থাকা কোচবিহার-দিনহাটা রেলযাত্রী সংগঠনের তরফেও তাঁকে একই কথা জানানো হয়। তাতে ডিআরএম তাঁদের বলেন, 'ঠিক আছে তাহলে আপনারা আমাকে দাবিপত্র জমা দিন। আমি বিষয়টি দেখব।'

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে স্টেশনে রেলের জাদুঘর নিয়ে বলেন, 'এমনিতে জাদুঘরটি খুবই ভালো। ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলে এ ব্যাপারে আরও কী করা যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

কোচবিহার-দিনহাটা রেলযাত্রী সংগঠনের কনভেনার রাজা ঘোষ বলেন, 'এই স্টেশনে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের স্টপের দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের। আজ বিষয়টি নিয়ে ডিআরএমের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলেছেন।'

‘আমি আপনাদের সঙ্গে আছি’

প্রথম পাতার পর

গেল তা নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন খাড়গে।

প্রধানমন্ত্রীর সফরে কতটা লাভ হবে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন মেইতেই সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা সেরাম রোজেশও। দিল্লি মেইতেই কোঅর্ডিনেটিং কমিটির কনভেনার বলেন, ‘আমরা আশা করেছিলাম, মেইতেই ও কুকি সম্প্রদায়ের মানুষকে একসঙ্গে বসিয়ে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তিনি পৃথক পৃথকভাবে দেখা করেছেন। এতে বিভাজন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।’

এদিন মণিপুরে দাঁড়িয়ে সেখানকার মানুষকে সাহস জোগানোর চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন মণিপুরকে। মোদির কথায়, ‘মণিপুরের জমি হল সাহস এবং সংকল্পের ভূমি। এই পাহাড়গুলি প্রকৃতির অমূল্য উপহার এবং একইসঙ্গে আপনাদের কঠোর পরিশ্রমের প্রতিফলও রয়েছে তাতে।’ পরে ইম্ফলের জনসভায় মোদি বলেন, ‘হিংসা আমাদের পূর্বপুরুষ এবং আগামী প্রজন্মের প্রতি সবথেকে বড় অবিচার। তাই আমাদের উচিত মণিপুরকে শান্তি ও উন্নয়নের রাস্তায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের সবাইকে এটা করতে হবে।’ মেইতেই ও কুকিদের মধ্যে সম্প্রীতির বার্তাও দেন মোদি।

প্রধানমন্ত্রীর বিলম্বিত বোধোদয়ের সমালোচনা করে ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার খোঁচা, ‘মণিপুরে যা কিছু ঘটেছে, সেগুলি তিনিই হতে দিয়েছিলেন। ওঁর সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রচুর মানুষ মারা গিয়েছেন। অনেক কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করেছেন সেখানকার মানুষ। এই পরম্পরা ভারতের প্রধানমন্ত্রীদের আগে কখনও ছিল না।’

প্রধানমন্ত্রীর সফরের ফলে যাতে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি হয়, সেই কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন সিপিএম সাংসদ জন ব্রিটাস। অপরদিকে ডিএমকের কটাক্ষ, ২০২৭ সালের বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে এই সফর করেছেন মোদি।

৫ মার্চ নির্বাচন, ঘোষণা সুশীলার

প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে ছাত্র-জনতা। এই পরিস্থিতিতে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের অনুগামীরা মন্ত্রীসভায় এলে আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। যদিও ৫ মার্চের নির্বাচনে অংশ নিতে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলিকে বাধা দেওয়া হবে না বলে মনে করা হচ্ছে।

শনিবার কাঠমান্ডুর একটি হাসপাতালে আহত আন্দোলনকারীদের দেখতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি। বিধ্বস্ত পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে মোমবাতি জ্বেলে গণ আন্দোলনে নিহতদের স্মরণ করা হয়। সেখানে কয়েক হাজার মানুষ ভিড় করেছিলেন। কার্ফিউ উঠে গেলেও এদিন রাজধানী শহর ও তার আশপাশে নেপাল সেনার উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির বাইরে নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যারিকেড নজরে এসেছে।

নেপালের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছে ভারত। শুক্রবার রাতেই এক্স পোস্টে সুশীলা কার্কিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার মণিপুরে গিয়েও ভারত-নেপাল সুসম্পর্কের দীর্ঘ ইতিহাসের কথা স্মরণ করেন তিনি। ইম্ফলের জনসভায় মোদি বলেন, ‘নেপাল ভারতের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা ইতিহাস এবং (ধর্ম) বিশ্বাসের দিক থেকে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। একসঙ্গে বহু পথ অতিক্রম করেছি। নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য সুশীলা কার্কিকে ১৪০ কোটি ভারতীয়ের তরফে শুভেচ্ছা জানিয়েছি।’

সুশীলা কার্কিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেপালের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের। সেখানে পণ্য পরিবহণের সিংহভাগ চলে উত্তরবঙ্গ দিয়ে। সামাজিক মাধ্যমে করা পোস্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমি সুশীলা কার্কিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে নেপালের সীমান্ত রয়েছে। ভারত ও নেপালের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক খুব নিবিড়। আমরা আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করতে উদগ্রীব।’

নয়া ক্যাম্পাসে

প্রথম পাতার পর

হাজার মানুষের গাদাগাদি ভিড় হয়। পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় জরুরি বিভাগের উলটো পাশে টিনের শেড তৈরি করে অস্থায়ীভাবে বহির্বিভাগের কিছু রোগের পরিষেবা দেওয়া হয়। নতুন ভবনে চিকিৎসা পরিষেবা স্থানান্তরিত হয়ে গেলে এ ধরনের সমস্যাগুলি মিটে যাবে বলে কর্তৃপক্ষের দাবি।

প্রেমিকের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ

আরজি করের ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৩ সেপ্টেম্বর : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ঘিরে গতবছর তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য তথা দেশ। অগাস্টে সেই ন্যক্কারজনক ঘটনার এক বছর পূর্ণ হয়েছে। তার মধ্যেই এবার আরজি করের ফাইনাল ইয়ারের এক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু হল। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মালদায়। বছর ২৪-এর ওই তরুণীর বাড়ি বালুরঘাটের দক্ষিণ চকভবানীতে। শনিবার এই ঘটনায় মালদা মেডিকেলের এক ছাত্রের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ছাত্রীর মা। পাশাপাশি মালদা মেডিকেলে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগও তুলেছেন তিনি।

এবিষয়ে পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেছেন, ‘দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। তদন্ত চলছে।’

অন্যদিকে, অভিযুক্ত ছাত্র ফোনে বলেছেন, ‘আমি আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলার পরেই এবিষয়ে মন্তব্য করব।’

পরিবার সূত্রের খবর, মালদা মেডিকেলের ফাইনাল ইয়ারের এক পড়ুয়ার সঙ্গে ওই ছাত্রীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ৬ অগাস্ট ছাত্রী বাড়ি ফেরেন। কিন্তু ফেরার পর থেকে কারও সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলছিলেন না। শেষে তরুণী পরিবারের লোকজনকে জানান, তিনি অন্তঃসত্ত্বা। এরপর পরিবারের তরফে ওই তরুণকে মেয়েটিকে বিয়ে করার অনুরোধ করা হয়। অভিযোগ, তখন তরুণীকে ভবানীপুরে ডেকে তাঁকে সেখানকার একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে গর্ভপাত করান অভিযুক্ত। গর্ভপাতের পর থেকে প্রেমিক ছাত্রীটির সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেন। ৫ সেপ্টেম্বর মায়ের সঙ্গে বালুরঘাটে ফেরেন ছাত্রী। ৮ সেপ্টেম্বর দেখা করার জন্য তাঁকে মালদায় ডাকেন ওই ছাত্র। এরপর শুক্রবার সকালে হঠাৎ মালদা মেডিকেলের ছাত্রটি ফোনে তরুণীর মাকে জানান, তাঁর মেয়ে মালদা মেডিকেলে ভর্তি। মেডিকেলে এসে

যা ঘটেছে

- মালদা মেডিকেলের ফাইনাল ইয়ারের পড়ুয়ার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল আরজি করের ছাত্রীর
- অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে ভবানীপুরের নার্সিংহোমে গর্ভপাত
- ৮ সেপ্টেম্বর দেখা করার জন্য মেয়েটিকে মালদায় ডাকেন অভিযুক্ত
- শুক্রবার সকালে তরুণ ফোনে তরুণীর মাকে জানান, তাঁর মেয়ে মালদা মেডিকেলে ভর্তি
- কলকাতা নিয়ে যাওয়ার পথে ছাত্রীর মৃত্যু, শনিবার থানায় অভিযোগ

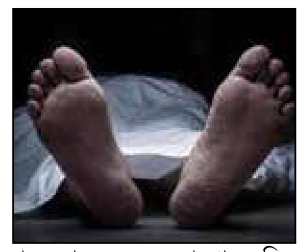

মা দেখেন, মেয়ের মুখ থেকে কিছু বেরোচ্ছে। রাতে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতা নিয়ে যাওয়ার পথে তরুণীর মৃত্যু হয়।

মৃতের মা সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘মেয়ের সঙ্গে ওই তরুণের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। প্রায় এক বছর ধরে পরিচয়। এরই মধ্যে মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। ওকে ভবানীপুরে নিয়ে গিয়ে গর্ভপাত করায় ছেলেটি। মেয়ে ওই তরুণকে বারবার রেজিস্ট্রি ম্যারেজের কথা বলছিল। গত সোমবার মেয়েকে মালদায় ডেকে পাঠায় সে। তারপর আর মেয়ে বাড়ি ফেরেনি। ফোন করলে এড়িয়ে যেতে থাকে। কখনও শুনি, মেয়ে মালদা মেডিকেলে মেয়েদের হস্টেলে আছে, কখনও বলে শহরের কোনও হোটেলে আছে।’

তাঁর সংযোজন, ‘শুক্রবার তরুণ ফোন করে জানায়, মেয়ে মালদা মেডিকেলে ভর্তি। এসে দেখি, মেয়েকে মেডিকেলে ফেলে রাখা হয়েছে। শ্বাস নিতে সমস্যা হলেও অক্সিজেন দেওয়া হয়নি। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ওর মৃত্যু হয়। আমার ধারণা, মেয়েকে জোর করে কিছু খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। ইংরেজবাজার থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছি।’

মৃতের দাদার অভিযোগ, ‘মেডিকেলে বোনের ঠিকমতো চিকিৎসা হয়নি। সেকারণে আমরা বোনকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। পথে ওর মৃত্যু হয়।’ এবিষয়ে মেডিকেলের সুপার প্রসেনজিৎ বরের বক্তব্য, ‘সংবাদমাধ্যম থেকে বিষয়টি জানতে পারলাম। চিকিৎসায় গাফিলতি নিয়ে এখনও আমাদের কাছে কোনও অভিযোগ আসেনি। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।’

সুমনা তুই স্কুলে আয়

প্রথম পাতার পর

আবার অনেককে দেখা যাচ্ছে হঠাৎ একদিন স্কুলে এসে দু’সপ্তাহ বাদ দিচ্ছে। স্কুল সূত্রেই জানা গিয়েছে, এখানকার বেশিরভাগ ছাত্রী চা বলয় এলাকার। কিছু আসে আশপাশের গ্রাম থেকে। ২৫ অগাস্ট থেকে বিদ্যালয়ে না আসা পড়ুয়াদের তালিকা তৈরি করে এক সপ্তাহ ধরে চলেছিল ‘আবার ক্লাসে’ কর্মসূচি। ওই পড়ুয়াদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের কাছে মেয়েকে স্কুলে পাঠানোর অনুরোধ করে এসেছিলেন শিক্ষিকারা। এই কর্মসূচির পর থেকে ফের দেখা মিলেছিল অচেনা মুখগুলো।

কিন্তু কয়েকদিন স্কুলে এসে ফের বন্ধ করে দেয় ওই ছাত্রীরা। কারণ খুঁজতে গিয়ে শিক্ষিকারা দেখেছেন, অনেক ছাত্রীর মা-বাবা কাজে বের হলে তাদের উপর ভাই-বোনকে দেখাশোনার দায়িত্ব থাকে। আবার কেউ মোবাইলের প্রতি এত আসক্ত যে স্কুলে আসতেই চাইছে না।

স্কুলছুটদের ফেরাতে তাই এবার তাদের সহপাঠীদের দ্বারস্থ স্কুল কর্তৃপক্ষ। পঞ্চম শ্রেণির সুপর্ণা দাস বলে, ‘সুমনা আমি একসঙ্গে ভর্তি হয়েছিলাম স্কুলে। একই বেঞ্চে বসতাম। টিফিন খেতাম, খেলতাম। কিন্তু হঠাৎ করে ও কেন স্কুলে আসছে না, তা জানি না। দিদিমণিরা বলল, যাদের মিস করছি তাদের জন্য কিছু লিখতে। তাই লিখেছি। ও স্কুলে আসুক। তাহলে আবার আমরা একসঙ্গে মজা করব।’

বৃষ্টি রায় আবার নন্দিতাকে দেওয়ার জন্য কার্ড বানিয়েছে। তাতে লেখা আছে- ‘নন্দিতা তুই কেমন করে ভুলে গেলি আমাকে। আগে স্কুলে কী সুন্দর মজা করতাম, গল্প করতাম। ভাগ করে টিফিন খেতাম। তুই স্কুলে আয়।’

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কোয়েলি রায় বর্মন বলেন, ‘বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অনেক বান্ধবী স্কুলে আসছে না প্রতিদিন। এর আগে একটি কর্মসূচি করেছিলাম। এরপর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)-এর সঙ্গে কীভাবে পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করা যায়, তা নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল। সেইসময় তিনি এধরনের আইডিয়া দিয়েছিলেন। আমরা চেষ্টা করেছি। আশায় রয়েছি ইতিবাচক রেজাল্টের। শনি ও রবিবার করে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীরা তাদের এলাকায় অনুপস্থিত ছাত্রীদের এই কার্ড তুলে দেবে।’

এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বালিকা গোলে। তিনি বলেন, ‘এভাবে যদি দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করা যায়, তাহলে সকলের জন্যই তা ভালো। এতে পড়ুয়াদের সংখ্যা কমে যাওয়ার প্রবণতাও কমে যাবে। ওই স্কুলের পাশাপাশি অন্য বিদ্যালয়গুলো এধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে দেখতে পারে।’

ঘরের পথে কৃষক রমণী... *শনিবার কোচবিহারের সোনারিকুঠিতে। অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।*

জল জমা রুমে ক্লাস

প্রথম পাতার পর

শহরের গোরস্থান রোড এলাকায় থাকা এই বিদ্যালয়ে প্রি-প্রাইমারি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন হয়ে থাকে। বর্তমানে স্কুলটিতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা তিন। সবমিলিয়ে মোট ৪৪ জন পড়ুয়া রয়েছে স্কুলটিতে। এদিন ১২টা নাগাদ স্কুলটিতে গিয়ে দেখা গেল দুজন শিক্ষক-শিক্ষিকা তখন স্টাফরুমে কাজে ব্যস্ত। একদিকে তখন ক্লাস চলছে। শনিবার হওয়ায় অন্যান্যদিনের তুলনায় ছাত্রসংখ্যাও কম। স্কুলের এক শিক্ষিকার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, রাস্তার তুলনায় বিদ্যালয় কিছুটা নীচু হওয়ায় বর্ষার দিনে বারান্দায় এবং ক্লাসরুমগুলি জলে ডুবে যায়। এছাড়াও বিদ্যালয়ে নিকাশি ব্যবস্থাও বেহাল।

দীর্ঘদিনের পুরোনো বিদ্যালয় হওয়ায় দেওয়াল এবং মেঝে চুইয়ে ঘরে জল ঢোকে। শৌচালয় থাকলেও তা ব্যবহারের অযোগ্য। বেহাল অবস্থায় থাকায় সেটি বন্ধই থাকে। পড়ুয়া থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষাকাদেরও শৌচকর্মের জন্য বাড়িতেই ছুটতে হয়। এদিনও মেয়েকে নিয়ে বিদ্যালয়ে এসেছিলেন অভিভাবক পিংকি দেব। তিনি ক্ষোভের সুরেই বললেন, ‘স্কুলটি দীর্ঘদিনের পুরোনো হওয়ায় সেখানে পরিকাঠামোগত নানান সমস্যা রয়েছে। শৌচাগার থাকলেও সেটির বেহাল দশার কারণে পড়ুয়ারা বাড়িতে এসে শৌচকর্ম করে। দীর্ঘদিন ধরে এই পরিস্থিতি হলেও বিষয়টি নিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই।’ বিষয়টি নিয়ে এলাকার কাউন্সিলার মায়া সাহা বলেন, ‘বিদ্যালয়ের নিকাশি ব্যবস্থার বিষয়টি দেখে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।’

বিষয়টি নিয়ে ডিপিএসসির চেয়ারম্যান রজত বর্মা বলেন, ‘বিদ্যালয়টিতে দুটি ঘর এবং শৌচাগারের জন্য আমরা ইতিমধ্যেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছি। আশা করছি দ্রুত এর সুরাহা মিলবে।’

আজ ‘অপারেশন সিঁদুর’

প্রথম পাতার পর

কালকের পাকিস্তান ম্যাচের প্রস্তুতি নিয়ে ঠিক কী চলছে, হয়তো তার আন্দাজ পাওয়া কঠিন। কিন্তু পহলগাম কাণ্ডের বিষয়টি টিম ইন্ডিয়া যে ভোলেনি, তা অনুমান করা যেতেই পারে। বিশেষ করে দলের কোচ যখন গৌতম গম্ভীর, তিনি আর যাই হোক না কেন, পাকিস্তানকে প্যাঁচে ফেলার কৌশল ভালোই জানেন। তাই রবিবারের মহারণ শুরুর আগেই বলা শুরু হয়ে গিয়েছে, দুবাইয়ের বাইশ গজে কাল ‘অপারেশন সিঁদুরের’ ক্রিকেটীয় রূপ দেখবে দুনিয়া।

দলের ভারসাম্য, শক্তি, ক্রিকেটীয় আঙ্গিক, ফিটনেস, তারকাদের উপস্থিতি, সাম্প্রতিক ফর্ম— সবদিক বিচার করলে কাল দুবাইয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগেই নিশ্চিতভাবেই ফেভারিট টিম ইন্ডিয়া। প্রাক্তন পাকিস্তান অধিনায়ক ওয়াসিম আক্রাম রীতিমতো দুশ্চিন্তায় রয়েছেন কীভাবে তাঁর দলের ব্যাটাররা কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তীদের ঘূর্ণি সামলাবেন। এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে উড়িয়ে দিয়ে অভিযান শুরু করেছেন সূর্যরা। গতরাতে ওমানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানও জিতেছে। কিন্তু সেই জয়ের পরও রয়েছে অস্বস্তি। দলের প্রথম সারির ব্যাটাররা রান পাননি। মিডল অর্ডারে আচমকা ধসও নেমেছিল ওমানের বিরুদ্ধে। যদিও পাক অধিনায়ক সলমন এমন ঘটনাকে একেবারেই পাত্তা দেননি।

শুভমান গিল এদিন অনুশীলনের মাঝে হাতে চোট পান। এরপর আর তিনি অনুশীলন করেননি। হাতে আইসপ্যাক লাগিয়ে বসে থাকতে দেখা যায় তাঁকে।

মহারণের মঞ্চে টিম ইন্ডিয়া যদি ফেভারিট হয়, তাহলে প্রতিপক্ষকে ‘নয়া পাকিস্তান’ বলাই যেতে পারে। অধিনায়ক সলমনের নেতৃত্বাধীন দলে বহু নতুন মুখ। সঙ্গে নয়া স্ট্র্যাটেজিও। শেষ কবে পাকিস্তান দলের প্রথম একাদশে চারজন স্পিনারকে খেলতে দেখা গিয়েছে, রীতিমতো গবেষণা শুরু হয়েছে। আবরার আহমেদ, মহম্মদ নওয়াজরা কি শুভমান গিল, অভিষেক শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়াদের চাপে ফেলতে পারবেন? জবাব কালই জেনে যাবে দুনিয়া। তার আগে বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ানরা এখন সীমান্তের ওপারের ক্রিকেটে তাঁদের বিদায় ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছেন। তার মধ্যেই শাহিন শা আফ্রিদিকে নিয়ে পাকিস্তান দলের অন্দরে রয়েছে আগামীর স্বপ্ন দেখা। যদি শাহিন ২০২১ সালের টি২০ বিশ্বকাপের মতো একটা মঞ্চ উপহার দিতে পারেন দলকে।

শাহিন শেষপর্যন্ত টিম ইন্ডিয়ার টপ অর্ডারকে চার বছর আগের মতো ধাক্কা দিতে পারবেন কি না, পরের কথা। তার আগে পাকিস্তানের ‘অনভিজ্ঞ’ ব্যাটাররা জসপ্রীত বুমরাহকে সামলাতে পারবেন তো? এই প্রশ্নও রয়েছে ক্রিকেটমহলে। মরুদেশের বাইশ গজে বল বনবন করে ঘুরছে, এমন নয়। কিন্তু স্পিনাররা সাহায্য পাচ্ছেন। তবে পিচ বেশ মন্থর। অনেকটা এক বছর আগে মার্কিন মুলুকে টি২০ বিশ্বকাপের মতোই। যেখানে টিম ইন্ডিয়ার সামনে মুখ থুবড়ে পড়েছিল পাকিস্তান। প্রশ্ন, এবার কী হবে?

দুবাইয়ের বাইশ গজে জোরে বোলারদের জন্য তেমন সাহায্য নেই। দুই প্রতিবেশীর মহারণে শেষ হাসি কার হবে, রবি রাতেই জেনে যাবে দুনিয়া। কিন্তু তার আগে পহলগাম কাণ্ডের ছায়া বারবার সামনে চলে আসছে দুই প্রতিবেশীর বাইশ গজের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। যার ফলে টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটারদের ব্রঙ্কো পরীক্ষা, গোলকিপার্স ড্রিলের মতো অভিনব ফিটনেস ট্রেনিং পিছনের সারিতে চলে গিয়েছে।

পহলগামে জঙ্গিহানায় নিহত শুভম দ্বিবেদীর বাবা সঞ্জয়ও এদিন ভারত-পাক ম্যাচ বয়কটের ডাক দিয়েছেন। এই ব্যাপারে সরকারকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুরোধও রেখেছেন তিনি। দিনকয়েক আগে একইভাবে সুপ্রিম কোর্টে ভারত-পাক মহারণ বাতিল করার দাবিতে একটি জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল। শীর্ষ আদালত সেই মামলা খারিজ করে দেয়। মহারণের চব্বিশ ঘণ্টা আগে আজ ভারতের রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপের ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্তের সমালোচনা শুরু হয়েছে। কেন কেন্দ্রীয় সরকার টিম ইন্ডিয়াকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার অনুমতি দিল, সেই প্রশ্নও উঠেছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে বিষয়টি হালকা করার চেষ্টা হলেও বাস্তবে লাভ হয়নি।

আসলে মরুদেশের বাইশ গজে ‘অপারেশন সিঁদুর’ পাকিস্তানের জন্য সহজ হবে না নিশ্চিতভাবেই। রক্তের দাগ যে সহজে মোছা যায় না।

পৃথিবীর পাঠশালা

সাদা রংয়েই এবার এসি-কে টা-টা!

প্রচণ্ড গরমে এসি ছাড়া এক মুহূর্ত চলে না? পকেট থেকে খসে যাচ্ছে মোটা টাকা? তবে বিজ্ঞানীরা এবার নিয়ে এসেছেন দারুণ এক সমাধান! আমেরিকার পারডিউ ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা এমন একটি সাদা রংয়ের উদ্ভাবন করেছেন, যা সূর্যরশ্মির প্রায় ৯৮.১ শতাংশই ফিরিয়ে দেয়। ফলে বাড়ির তাপমাত্রা ঘরের তাপমাত্রার থেকে কমে যায়। এই রং ব্যবহার করলে এসি ছাড়াই ঘর ঠান্ডা থাকবে, যা বিদ্যুতের খরচ বাঁচিয়ে পরিবেশকেও রক্ষা করবে।

মেরুদণ্ডের রোগীদের নতুন আশা

মেরুদণ্ডে আঘাত পেলে সারাজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে যেতে হয়। তবে এবার বিজ্ঞানীদের হাত ধরে আসছে এক নতুন যুগান্তকারী চিকিৎসা। এক বায়োটেক সংস্থা মানুষের ওপর এমন একটি সেল থেরাপির পরীক্ষামূলক প্রয়োগের অনুমোদন পেয়েছে, যা মেরুদণ্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অংশকে সারিয়ে তুলতে পারবে। এই থেরাপিতে আইপিএসসি (ইনডিউসড প্লুরিপোটেন্ট স্টেম সেলস) ব্যবহার করা হবে, যা সরাসরি নিউরাল সেলে রূপান্তরিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কোষের স্থান নেবে। চিনে এই পরীক্ষা শুরু হবে এবং ২০২৮ সালের মধ্যে এই চিকিৎসা সাধারণ মানুষের জন্য উপলব্ধ হতে পারে। এটি বিশ্বের প্রায় ১.৫ কোটি মেরুদণ্ডের রোগে আক্রান্ত মানুষের জন্য নতুন আশা জাগাচ্ছে।

নোনাজলে ধানের বিপ্লব

চিনের বিজ্ঞানীরা এমন এক নতুন ধরনের ধান উদ্ভাবন করেছেন, যা সমুদ্রের লবণাক্ত জলে চাষ করা যাবে। এই ধানের নাম ‘সমুদ্রজল ধান’। এটি উপকূলীয় লবণাক্ত জমিতেও জন্মাতে পারে। এই প্রকল্পের প্রধান ছিলেন চিনের ‘হাইব্রিড ধানের জনক’ ইউয়ান লংপিং। তাঁর মৃত্যুর পর এই কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে চিংদাও স্যালিন-অ্যালকালি টলারেন্ট রাইস রিসার্চ সেন্টার। ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে একর প্রতি ৪.৬ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে, যা সাধারণ ধানের চেয়ে অনেক বেশি। ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে এই ধানের চাষ হয়েছে এবং এই বছর তা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে। যদি চিনের এক-দশমাংশ লবণাক্ত জমিতেও এই ধান চাষ করা যায়, তাহলে তা ২০ কোটি মানুষের খাবার সরবরাহ করতে পারবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।

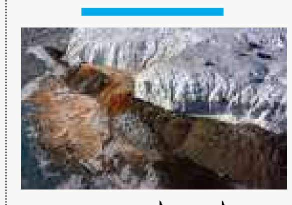

রক্ত-ঝরনার আসল রহস্য

অ্যান্টার্কটিকার জমাট বরফের ওপর থেকে বইছে এক রক্তবর্ণের ঝরনা! এর নাম ‘ব্লাড ফলস’। একশো বছর ধরে এর রহস্য সমাধানের চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। এটি কোনও শৈবাল বা আলোর খেলা নয়, কারণটা আরও আজব! বরফের নীচে লুকিয়ে আছে এক অতি লবণাক্ত, লোহা-সমৃদ্ধ জল, যা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আটকে আছে। এই জল যখন বাইরে আসে, তখন তা বাতাসে মিশে লোহার অক্সাইডে পরিণত হয়ে ঝরনার জলকে রক্তবর্ণ করে তোলে। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হল, এই লবণের মধ্যে প্রাচীন মাইক্রোব বা অণুজীবের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যা আলো ছাড়াই বেঁচে থাকতে পারে! বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, এটি অন্য গ্রহের বরফের চাঁদে প্রাণের অস্তিত্বের এক বড় প্রমাণ হতে পারে।

গাঁজা বাজেয়াপ্ত

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৩ সেপ্টেম্বর : শনিবার ফালাকাটা-পুণ্ডিবাড়ি জাতীয় সড়ক দিয়ে দুটি গাড়িতে গাঁজা পাচারের খবর পাওয়ার পর অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেল ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রায় ৬৮ কেজি গাঁজা। সঙ্গে গাড়ি দুটিকে আটক করা হয়েছে। এই কাণ্ডে জড়িত দুজন পালিয়ে গেলেও তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুণ্ডিবাড়ি-ফালাকাটা জাতীয় সড়ক দিয়ে দুটি বিলাসবহুল গাড়িতে গাঁজা পাচার হচ্ছে বলে খবর পেয়ে ঘোকসাডাঙ্গা থানার ওসি কাজল দাসের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল জাতীয় সড়কে অভিযান চালায়। গাড়ি দুটি এলাকা অতিক্রম করার সময়ে পিছু ধাওয়া করে পুলিশ। উনিশবিশার আমবাড়ি এলাকা দিয়ে পালানোর সময়ে একটি গাড়ি গ্রামের রাস্তার পাশে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। গাড়িতে থাকা দুজনই পালিয়ে যায়। পিছনে থাকা আরেকটি গাড়িকে ধরতে সক্ষম হয় পুলিশ।

কোর্টের রায়

প্রথম পাতার পর

কিন্তু ছেলে সেই নির্দেশও মানছেন না বলে অভিযোগ।

নীলিমাদেবীর পক্ষের আইনজীবী রথীন দাসের কথায়, ‘নীলিমা ঘোষ তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে খোরপোশের মামলা করেছিলেন। বিয়ের পর তাঁর ছেলে শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন। মাকে দেখতেন না। খোঁজখবরও রাখতেন না।’ আদালত ও পরিবার সূত্রে খবর, নীলিমা ঘোষের চার ছেলে। তার মধ্যে একজন আগেই মারা গিয়েছেন। বাকি তিন ছেলের মধ্যে একজন টোটোচালক ও আরেকজন নৈশপ্রহরীর কাজ করেন। আরেক ছেলে পেশায় শিক্ষক। নৈশপ্রহরীর কাজ যিনি করেন তিনি মাঝেমধ্যে মায়ের খোঁজখবর নিলেও বাকি দুজন কোনও খবর নেন না বলেই অভিযোগ। টোটোচালক ছেলের আর্থিক অবস্থা ভালো নয় বলে জানিয়েছেন নীলিমাদেবী। তবে শিক্ষক ছেলের আর্থিক অবস্থা ভালো হলেও মায়ের চিকিৎসা বা দিন গুজরানের কোনও খরচ তিনি দেন না বলে অভিযোগ উঠেছে।

পারিবারিকভাবে সমস্যা না মেটায় ২০২৪ সালের ৩ মে কোচবিহার সিজেএম আদালতে ওই বৃদ্ধা শিক্ষক ছেলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ঠিক এক বছর পর চলতি বছরের ৩ মে আদালতের তরফে ছেলেকে প্রতি মাসে মাকে ৫ হাজার টাকা করে খোরপোশ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে নীলিমাদেবীর আইনজীবীর অভিযোগ, ‘আদালতের নির্দেশ থাকলেও সেই টাকা ছেলে তাঁর মাকে দিচ্ছেন না। ফলে আমরা আবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি।’ কোচবিহার শহরের বিবেকানন্দ স্ট্রিট এলাকার বাসিন্দা ওই বৃদ্ধার কথায়, ‘আমার চোখের অস্ত্রোপচার করতে হবে। রক্তচাপ, সুগার সহ নানা রোগ রয়েছে। চিকিৎসা প্রয়োজন। আমার এক নাতির কাছেই থাকি। ছেলেরা কেউ-ই দেখে না। বাধ্য হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি।’ নীলিমাদেবীর স্বামী ১৬ বছর আগেই মারা যান। অবশ্য তিনি সরকারি কর্মী ছিলেন। সেই পেনশনের মাসিক নয় হাজার টাকাতেই নীলিমাদেবীর দিন কাটছে।

মুক্ত, তবুও পুজোয় বাড়ি ফেরা হবে না

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ মুক্ত সংশোধনাগার।

রায়গঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর : উৎসবেও আলো নেই ওদের জীবনে। ওরা মানে রায়গঞ্জ মুক্ত সংশোধনাগারের বন্দিরা। পুজো চলে এল। তবু ওদের চোখেমুখে সেই খুশির ঝিলিক নেই। কারণ, ইচ্ছে ষোলোআনা থাকলেও এবার পুজোয় ওরা কেউ বাড়ি যাবে না।

কারও কারও বন্দি জীবন দশ-বারো বছরেরও বেশি দীর্ঘ হয়েছে। অনেকেই হাতের কাজ শিখে অপরাধপ্রবণতা ভুলে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা করছে। কিন্তু নিয়মিত উপার্জন না থাকায় এবার দুর্গাপুজোয় বাড়ির ছেলেমেয়েদের নতুন জামাকাপড় কিনে দিতে পারছে না তারা। তাই বাড়িতে গিয়ে পুজোর দিনগুলো পরিবারের সঙ্গে কাটানোর কথাও ভাবতে পারছে না কেউ।

২০১৬ সালে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে এই মুক্ত সংশোধনাগারটি গড়ে তোলা হয়েছিল দণ্ডিতদের আলোর পথে ফিরিয়ে আনতে। বর্তমানে এখানে রয়েছে ২৭ জন সাজাপ্রাপ্ত বন্দি। সকলে সকাল পাঁচটার পর বাইরে বেরিয়ে সারাদিন কাজ করে এবং রাত আটটার আগে ফিরে আসে সংশোধনাগারে। এটাই নিয়ম মুক্ত সংশোধনাগারের। সারাদিনে যা উপার্জন করে, তা দিয়ে নিজেদের খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ওষুধপত্রের খরচ মেটায়। সামান্য যা বাঁচে, তা বাড়িতে পাঠায় পরিবারের জন্য।

বন্দিদের মধ্যে কেউ টোটোচালক, কেউ নির্মাণশ্রমিক, কেউ বা মিষ্টির দোকানে কাজ করে। তিনজন সংশোধনাগারের সামনেই ছোট মুদির দোকান চালায়। একজন আদালতের মুহুরি হিসেবেও কাজ করছে। তবুও প্রতিদিন কাজ জোটে না, ফলে আয় হয় অনিয়মিত। শনিবার সংশোধনাগারে গিয়ে দেখা গেল, কেউ সবজির বাগানে আগাছা পরিষ্কার করছে, কেউ শাকসবজি তুলছে। নিজেদের খাবারের জন্যই তারা বেগুন, কাঁচালংকা, পুঁইশাক, কুমড়ো, ডাটা সহ নানা সবজি চাষ করেছে। কেউ আবার টেলারিং-এর কাজ করছে, কয়েকজন রান্নায় ব্যস্ত।

ইসলামপুরের উদয় মিত্র দু’বছর আগে এখানে এসেছে। সংশোধনাগারের সামনেই মুড়ি-চিঁড়ার দোকান দিয়ে কোনওমতে জীবন চালাচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের গণেশ মালি প্রায় ১২ বছর ধরে বন্দি। গত ছয় বছর ধরে মুক্ত সংশোধনাগারে আছে। বর্তমানে ভাড়ায় টোটো চালায়। প্রতিদিন মালিককে ৩০০ টাকা ভাড়া দিয়ে হাতে থাকে মাত্র ২০০ টাকা। সেই টাকা দিয়ে সংসারের খরচ, নিজের খাওয়া আর পুজোর প্রস্তুতি—কোনটাকে অগ্রাধিকার দেবে, সেই দোটানায় ভুগছে সে।

জলপাইগুড়ির ইন্দ্রজিৎ শর্মার যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে খুনের মামলায়। গত সাত বছর ধরে সে রয়েছে রায়গঞ্জ মুক্ত সংশোধনাগারে। নির্মাণশ্রমিকের কাজ করে উপার্জন করে। কিন্তু নিয়মিত কাজ মেলে না। তার কথায়, ‘নিজের পেট চালাব না স্ত্রী-সন্তানের জন্য টাকা পাঠাব? জীবনটা এমন যে মরে মরে বেঁচে আছি। দুর্গাপুজোয় বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু টাকার অভাবে তা আর হচ্ছে না।’ কোচবিহারের নয়ন বর্মন প্রতিদিন ভোরে বেরিয়ে রেলস্টেশনের বাজারে বসে। কিন্তু সেখানে এখন বহু সবজির দোকান হওয়ায় ব্যবসা জমে না। ফলে পর্যাপ্ত আয়ও হয় না।

রায়গঞ্জ জেলা সংশোধনাগারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিরঞ্জন সাহা বলেন, ‘মুক্ত সংশোধনাগারে বর্তমানে ২৭ জন সাজাপ্রাপ্ত আসামি রয়েছে। তাদের বাইরে গিয়ে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। কিন্তু প্রতিদিন কাজ পাওয়া যায় না। ফলে তারা ভীষণ সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।’

মূলস্রোতের মানবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা করেও সমাজের সঙ্গে তাল মেলাতে হিমসিম খাচ্ছে রায়গঞ্জের মুক্ত সংশোধনাগারের বন্দিরা। উৎসবের মুখে তাদের এই না-পাওয়ার বেদনা যেন আরও গভীর হয়ে উঠছে।

পরনের সুতোয় সুবাস

শুধুই কি আর শিউলি ও ধূপধুনোর সুবাস মেখে পুজো আসে? আগমনীর বাতাস তো নতুন পোশাকেরও গন্ধ মাখা। হাটে কিংবা বড় দোকানে শত শত শাড়ির ভিড়ে পছন্দেরটা বেছে নেওয়ার আনন্দ ও গন্ধ একরকম। আবার শপিং মলের সুদৃশ্য ট্রায়াল রুমে শখের জামা বা কুর্তি পরে দেখার সময় অনেক ধরনের গন্ধ নাকে ধাক্কা মারে। আজকাল অনলাইন কেনাকাটার ধাক্কায় নতুন পোশাকের গন্ধ কি আর তেমনভাবে ভিন্ন অনুভূতি জাগায়? তিন লেখকের উপলব্ধি সাজানো রইল।

বাবার দেওয়া সেই পুরোনো জামায় এখনও পুজোর ঘ্রাণ

রণজিৎ দেব

এক

জানলাটা খোলাই রেখেছে টগর। গাছে অজস্র শেফালি ফুল। টুপটুপ করে পড়ছে মাটিতে। বাবার গায়ের পুরোনো জামাটা হাতে নিয়ে জানলার পাশে বসে আছে। সময় সময় জামার ঘ্রাণ নিচ্ছে টগর। মনে পড়ে বাবাকে।

এই টগর দশম শ্রেণির ছাত্রী। দু'বছর আগে বাবা মারা গিয়েছেন। বারবার মনে পড়ে বাবাকে। দিনের বেশিরভাগ সময় বাবার সঙ্গে কৃষিকাজেই ব্যস্ত থাকে সে। কাদা-মাটির কাজ, কোদাল দিয়ে আল তোলা, গোবর-সার ছড়ানো, খেতে চারা রোপণ- সব কাজই করতে বাবার সঙ্গে। এইসব কাদা-মাটির ঘ্রাণ জড়িয়ে আছে বাবার জামার সঙ্গে। এই ঘ্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাবার দেওয়া পুজোর পোশাকের ঘ্রাণ, স্নেহ-ভালোবাসার ঘ্রাণ।

পুজোর জামাটা হাতে তুলে দিয়ে বাবা বলতেন, 'যা, একবার গায়ে দিয়ে দেখতো, ঠিকঠাক হচ্ছে কি না!'

বাবার কথাগুলো আজ বাবার পুরোনো জামার ঘ্রাণটা স্মৃতির ঘ্রাণ হয়ে জড়িয়ে ধরছে। বাবা বলতেন, 'ধান গাছের শিষগুলিতে ফুল ধরেছে, এবার ভালো ফসল হবে।' এভাবেই মিথ্যা আশ্বাস দিতেন বাবা। মনে পড়ে, একবার আমার আর মায়ের জন্য দুটি শাল হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, 'কেমন হয়েছে, পছন্দ হয়েছে তো মা'। শালটা হাতে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছিল টগর। সেদিনের সেই আনন্দের ঘ্রাণটা আজ আঁকাবাঁকা পথে বাবার সারাদিনের পরিশ্রমের ঘ্রাণের সঙ্গে কী অদ্ভুতভাবেই না মিশে যাচ্ছে। শত চেষ্টাতেও আলাদা করতে পারছিল না টগর। বাবার গায়ের পুরোনো জামাটা হাতে নিলেই কত কথা মনে পড়ে যায়। স্মৃতিবাহিত পরিশ্রমের ঘাম ঝরা ঘ্রাণের সঙ্গে মিশে যায় কখনও স্নেহে, কখনও ভালোবাসায়, কখনও দুঃখ-স্মৃতির মণি-মঞ্জুষায়।

বাবার গায়ে দেওয়া জামাটা হাতে নিলেই টগরের কাছে স্মৃতিবাহিত হয়ে আসে সেই ঘামে ভেজা অপরূপ কোমল গন্ধ। টগরের মনে হয়, তাকে বুঝি বারেবারে ডাকে কোনও এক নিরাপদ আশ্রয়ে!

দুই

খেতে পাট গাছ বড় হলে কেটে জলে জাগ দেওয়া হত। দশ-পনেরো দিন পর পচে গেলে পাটের আঁশ ছাড়ানো হত। বাবা আদরের সঙ্গে বলতেন, 'তোকে আর জলে নামতে হবে না মা, তুই এই পচা গন্ধ সহ্য করতে পারবি না।' টগর এসব শুনত না। বাবার সঙ্গে জলে নেমে যেত। জলে নেমে যখন পাটের খোসা ছাড়াত টগর, তখন আর পাট পচার গন্ধ নাকে লাগত না। বাবা এই পাট বিক্রি করে পুজোয় যে নতুন পোশাক কিনতেন, তার ঘ্রাণ লেগে যেন থাকত পাটগুলিতে। বাবা বলতেন, 'অনেক হয়েছে, এবার জল থেকে ওঠ টগু, বাড়ি যা।'

– 'এই যাচ্ছি বাবাই।'

জল থেকে টগর ওঠে না। বাবা-মেয়ের এক অদ্ভুত মিশ্রণ। জলের চতুর্দিকে নতুন পোশাকের ঘ্রাণ লেগে আছে, সেই ঘ্রাণে কত না ভালোবাসা! বাবার গায়ে দেওয়া জামাটা হাতে নিলেই টগরের কাছে স্মৃতিবাহিত হয়ে আসে সেই ঘামে ভেজা অপরূপ কোমল গন্ধ। টগরের মনে হয়, তাকে বুঝি বারেবারে ডাকে কোনও এক নিরাপদ আশ্রয়ে! বাবা না থাকলেও আজও যেন কীভাবে বুকের কাছে টেনে নেয়। তবে কি ঘ্রাণের অনুষঙ্গেও সে ভালোবাসার আশ্রয় খোঁজে? সে নিজেও জানে না, কেন সমাহিত বিষাদময় জিজ্ঞাসা তাকে আকুল করে, মথিত করে, কখনো-কখনো উদ্বেলিত করে, শান্ত-মধুর পবিত্রতায় তাকে ভরিয়ে তোলে। পোশাকের এতটাই তীব্রতা! ভালোবাসা তার কাছে ছড়ানো শিকড়ের মতো মাটি মাখা, গাছ ফুল-পাতার মতো নীরবতা, ঘাস-কাদায় মিশে থাকা জীবন ও অস্তিত্বের মতো।

বাবা নেই এই শরতেও। দুটি শরৎ অতিক্রান্ত। পুজোর পোশাক আর আসে না ঘরে। তাতেই বা কী! বাবা না থাকলেও বাবার জামাকাপড়ে লেগে থাকে শরতের ঘ্রাণ, নতুন জামাকাপড়ের ঘ্রাণ।

এরপর ষোলোর পাতায়

বাহুল্যের অনলাইন শপিংয়ে ঔজ্জ্বল্য হারায় আগমনীর সুর

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

'প্লিজ, আমাকে আর নতুন কিছু দিও না! আলমারি ভর্তি নতুন জামা এখনও পরে শেষ করে উঠতে পারিনি'- ননদিনীর কাতর আবেদনে বৌমণি মোটেই অবাক হন না। এই সময়কালের এটাই যে নিয়ম বা ট্রেন্ড। পুজোয় আর আলাদা করে নতুন পোশাক চাই না! প্রয়োজনীয় অন্য কিছু দিতে পারো, কিন্তু প্লিজ জামাকাপড় না!

অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির দরুন প্রকৃতিতে সেভাবে শরতের ছোঁয়া না লাগলেও ক্যালেন্ডারের পাতায় পুজো এসে গিয়েছে। পুজোর যাবতীয় অনুষঙ্গ, যেমন ওই শিশির শিউলি কাশ, ভোরবেলার হালকা শীত শীত ভাব, আকাশের নীল-সাদা পাল তোলা নিরুদ্দেশ মেঘের দল ইত্যাদি সবকিছু একঘেয়ে শোনালেও এক রয়ে গিয়েছে। শুধু বাঙালির পুজোর বাজার সারা বছরের অনলাইন বা অফলাইন শপিংয়ে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে।

পুজো বা শরৎ নিয়ে লিখতে বসলে যত চর্বিতচর্বণই মনে হোক না কেন, কিছু স্মৃতিকাতর অনুষঙ্গ বা শব্দবন্ধ বাদ দেওয়া প্রায় অসম্ভব। কেননা, পুজোর সময়ের কিছু নিজস্ব ইন্দ্রিয়ঘন উপস্থিতি থাকে, যা চক্ষু-কর্ণ-নাসিকার মধ্যে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। পুজোর গন্ধ, পুজোর 'না বলা বাণী নিয়ে আকুলতা' বেজে ওঠা অলক্ষ্য বাঁশির সুর- সবের মধ্যেই একটা ছুটি ছুটি আলো আলো মনকেমনিয়া টান।

এই পুজো মানে যে উপাসনা নয়। উৎসব যে নিশ্চয়, সেটা আর আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে না। এসবের অন্যতম আকর্ষণ পুজোয় নতুন জামা। সঙ্গে জুতোও, যা এক বিখ্যাত জুতো প্রস্তুত কোম্পানির বহুকালের ট্যাগ লাইন, 'পুজোয় চাই নতুন জুতো!' সদ্য বর্ষার জল ডিঙিয়ে শতচ্ছিন্ন ব্যবহৃত জুতোটিকে বদলে নেওয়ারও এই তো অবকাশ। মা-বাবার সঙ্গে নতুন জামা-জুতো কিনতে যাওয়া, পুজোসংখ্যা নিয়ে টানাটানি, নতুন গানের ক্যাসেট বা সিডি কেনার হিড়িক- এসব তো 'বঙ্গজীবনের অঙ্গ।'

বুদ্ধিমান বাঙালি নাকি চৈত্র সেলেই পুজোর বাজার সেরে ফেলে- এমন গল্প শুনে অবাক হয়েছি একসময়। সেসব দিন কি ফুরোল? না, আসলে ঠিক তা নয়, ফুরোয়নি সেসব।

ভুল হল, মধ্যবিত্ত তথা ভদ্রবিত্ত জীবনের বলা যায়। যে জীবনের সূচকগুলো বদল হলে আমরা সামগ্রিকতার প্রতিই জাজমেন্টাল হয়ে উঠি। সেই জীবন কবে যেন ড্রয়িংরুমে রাখা বোকাবাক্সের জমানা টপকে এখন হাতের মুঠোর কয়েক ইঞ্চি পর্দায় এক্কেবারে নিজেকে সেঁধিয়ে ফেলেছে। পয়লা বৈশাখের একপ্রস্থ নতুন জামাকাপড় সহ নানাবিধ প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় অবান্তর বস্তুসামগ্রীর মারকাটারি হইহই সামলাতে না সামলাতে আচমকা মুঠোর স্ক্রিনে হাসিমুখের ঘোষণা, 'সামনেই তো পুজো! কিনে ফেলুন পুজো স্পেশাল জামাকাপড়!!'

চমকে উঠে ক্যালেন্ডারে দেখি, জামাইষষ্ঠী আসার আগেই দুর্গাষষ্ঠীর পসরা হাজির, কেনাকাটাও শুরু। সঙ্গে নানাবিধ আকর্ষণীয় ছাড়ের হাতছানি। বুদ্ধিমান বাঙালি নাকি চৈত্র সেলেই পুজোর বাজার সেরে ফেলে- এমন গল্প শুনে অবাক হয়েছি একসময়। তবে যে ছোটবেলায় মা-বাবা, ভাইবোনদের সঙ্গে নতুন জামা-জুতো কিনতে যাওয়ার চল ছিল! কেনাকেটা শেষে মোগলাই আর আইসক্রিম খাওয়া, সারা গায়ে লাল টমেটো সস মেখে রিকশা চেপে বাড়ি ফেরা ছিল, সেসব দিন কি ফুরোল?

না, আসলে ঠিক তা নয়, ফুরোয়নি সেসব। বরং বিশ্বজোড়া বাজার আর মল-সংস্কৃতির জাঁতাকলে শব্দগুলি অনুষঙ্গ বদলে রক্তে-মজ্জায় এমনভাবে ঢুকে পড়েছে যে, ফুরোনো তো দূরে থাক, আমরা শুধুই মার্কেটিং ও শপিং করে চলেছি রাতদিন, বছরভর। তারজন্য ঘর হতে দুই পা ফেলিবার প্রয়োজনও ইদানীং ফুরাইয়াছে।

এরপর ষোলোর পাতায়

ব্র্যান্ডের ভিড়ে হারানো ফেরিওয়ালা

অগ্রদীপ দত্ত

কাশফুল ছাড়া যেমন দুর্গাপুজো কল্পনা করা যায় না, তেমনই নতুন জামাকাপড় ছাড়া বাঙালির পুজো অসম্পূর্ণ। পুজোর আমেজ তৈরি হতে শুরু করে মাসখানেক আগে থেকে। যদিও বর্তমান সময় আর আমাদের ছেলেবেলার আমেজের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য চোখে পড়ে। পার্থক্য হওয়াটা স্বাভাবিকও বটে। পুজোর চারটে দিনকে ঘিরে যে আবেগ ও উন্মাদনা তৈরি হয়, তার একটা বড় অংশজুড়ে থাকে নিজেদের আবিষ্কার করার নেশা। তার মধ্যে জড়িয়ে থাকে নতুন জামাকাপড় কেনাকাটার বিষয়টা। নতুন জামা না থাকলে পুজোর স্বাদটাই ফিকে লাগে।

পুজোর জামা নিয়ে লিখতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে সেই দিনগুলোর কথা, যখন বাড়ির সকলে একসঙ্গে বের হতাম কেনাকাটা করতে। তখন শপিং মল কালচার জলপাইগুড়ি শহরে সেভাবে শুরু হয়নি। মার্চেন্ট রোড, ডিবিসি রোড, দিনবাজার- মূলত এই তিনটে জায়গায় কেনাকাটা করতে যেতাম আমরা। হাঁটতে হাঁটতে কারও পা ব্যথা হয়ে যেত, কারও তেষ্টা পেত, কেউ আবার দোকানদারের সঙ্গে দরাদরিতে মেতে উঠত। আজকাল সেই একসঙ্গে কেনাকাটার আনন্দ প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। এখন এক ক্লিকে অনলাইনে জামা কেনা যায়, দরজায় এসে হাজির হয় ফ্যাশনেবল পোশাক। কিন্তু বাজারের ভিড় ঠেলে নতুন জামা কেনার যে সম্মিলিত আনন্দ, তার বিকল্প আর কী-ই বা হতে পারে?

পুরোনো দিনের আরেকটা বিশেষ স্মৃতি হল, তখন ট্রায়াল রুম বলে কিছু ছিল না। দোকানদার জামা মেলে ধরতেন আর আমরা আন্দাজে সিদ্ধান্ত নিতাম। বাড়ি নিয়ে এসে দেখা যেত হাতা হয়তো লম্বা কিংবা জামাটা ঢিলে। তখন মা বলতেন, 'কিছু হবে না, কেটে ছোট করে নেব' বা 'আগামী বছরে ঠিক মানাবে।' সেই অপূর্ণতাই হয়ে উঠত স্মৃতির অংশ। আজকের দিনে নিখুঁত ফিট না হলে জামা সঙ্গে সঙ্গে ফেরত পাঠানো হয় রিপ্লেসমেন্টের জন্য। ফ্যাশনের জগৎ নিখুঁত। সেই অদ্ভুত অসম্পূর্ণতার আনন্দ হারিয়ে গিয়েছে।

ট্রায়াল রুম ছিল না বলে সবচেয়ে বেশি ঝক্কি পোয়াতে হত প্যান্ট বাছতে। ভিড়ে ঠাসা দোকানে জামা তাও গায়ে গলিয়ে দেখে নিতাম কিন্তু প্যান্টের ক্ষেত্রে পড়তাম সমস্যায়। কখনও দোকানের কোণে দাঁড়িয়ে, কখনও বা দোকানদারের আবদ্ধ বেষ্টনীর পেছনে বিপৎসংকুলভাবে গামছা বেঁধে প্যান্ট পরে দেখে নিতে হয়েছে মাপে হচ্ছে কি না। সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। পান থেকে চুন খসলেই মানসম্মান ধুলোয়।

যেহেতু মফসসল এলাকায় থাকতাম, সেখানকার কেনাকাটার চিত্র ছিল কিছুটা আলাদা। কাপড়ের দোকান ছিল হাতেগোনা। কেউ কেউ সাপ্তাহিক হাট থেকেও পুজোর কেনাকাটা করতেন। হাটখোলার কাপড়হাটিতে ভিড় জমত।

আরও একটা জিনিস মনে পড়ে। আমাদের পাড়ায় প্রতিবার পুজোর আগে এক আশ্চর্য ফেরিওয়ালা আসতেন। মেয়েদের জন্য রংবেরঙের শাড়ি, বাচ্চাদের

ট্রায়াল রুম ছিল না বলে সবচেয়ে বেশি ঝক্কি পোয়াতে হত প্যান্ট বাছতে। ভিড়ে ঠাসা দোকানে জামা তাও গায়ে গলিয়ে দেখে নিতাম কিন্তু প্যান্টের ক্ষেত্রে পড়তাম সমস্যায়।

জন্য ফেরিওয়ালাকে বছরের অন্য সময় দেখা যেত না। মহালয়ার ঠিক আগে আগে তিনি আমাদের পাড়ায় আসতেন, মাথায় সবুজ টিনের ট্রাংক। পাড়ায় ঢুকেই হাঁক দিতেন, 'লতুন জামা লিবা? হেই লতুন জামা...।'

তাঁর বাচনভঙ্গি, আন্তরিকতার জন্যই হয়তো আমরা তাঁর প্রতি এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করতাম। পুজোর কেনাকাটা আগে হয়ে গেলেও তাঁর কাছ থেকে কিছু না কিছু নিতামই। তিনি যখন টিনের ট্রাংক খুলে শাড়ি দেখাতে শুরু করতেন, আশ্চর্য এক গন্ধে ভরে উঠত চারদিক। সেই গন্ধে অদ্ভুত এক মাদকতা ছিল, মায়া ছিল। শরতের শিশিরভেজা সকালের শিউলির ঘ্রাণ নাকে এলে যেমন লাগে, ঠিক সেরকম মনে হত। বহু বছর সেই ফেরিওয়ালা আমাদের পাড়ায় এসে নতুন জামা বিক্রি করতেন। তারপর হঠাৎ একদিন তিনি এলেন না। কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন। কেউ বললেন, দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন, আবার কেউ বললেন, বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন, সেখানেই ফিরে গিয়েছেন। তাঁর নামটাই অজানা থেকে গেল।

ছেলেবেলায় জামার প্রতি আমাদের এত উৎসাহের কারণ বোধহয় অর্থনৈতিক অবস্থা। মধ্যবিত্ত বাঙালির বড় অংশ তখন এত বেশি দেখনদারির ট্রেন্ডে বিশ্বাস করত না। বেশিরভাগ মানুষ নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কেনাকাটা করতেন। পুজো ছাড়া অন্য সময় জামাকাপড় খুব একটা কেনা হত না। আজকের দিনে বাচ্চাদের জন্য কেনা হয় থিমভিত্তিক পোশাক, একদিন ওয়েস্টার্ন, একদিন ট্র্যাডিশনাল, একদিন ফিউশন, আরও কত কী!

মহালয়ার ভোরে রেডিওতে 'বাজলো তোমার আলোর বেণু' শুনতে শুনতে কিনে আনা নতুন জামার প্যাকেটটা হাতে নিয়ে এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়াতাম। কতবার যে আয়নার সামনে নিজেকে সেই জামার ভেতর দেখতাম! দোকানদার বলতেন, 'পুজোয় এবার এটাই হিট। পুরো শাহরুখ খান লাগবে। এটা পরে দেখো শুধু।' সত্যিই, কেনার সময় শাহরুখ খানই মনে হত নিজেকে। যদিও বাড়ি এসে সেই একই জামা গায়ে গলালে জৌলুস কীভাবে হারিয়ে যেত, সেই রহস্য আজও অজানা।

নতুন জামার গল্পে প্রজন্মভেদও স্পষ্ট। দাদু-ঠাকুমারা বলতেন, 'আমাদের সময়ে দুটো জামা পেলেই হত।' আমাদের সময়ে দাঁড়িয়েছে চারদিনে চার জামায়। আর আজকের বাচ্চারা বেছে নিচ্ছে পছন্দের ব্র্যান্ড, প্রিয় ইউটিউবার বা অভিনেতার মতো পোশাক। নতুন জামাকাপড়ের সংজ্ঞা তাই সময়ের সঙ্গে বদলে যাচ্ছে।

শুধু বদলাতে পারেনি নতুন জামার সেই অদৃশ্য জাদু। উৎসবের প্রথম দিনে যখন গায়ে নতুন পোশাক চাপাই, মনে হয় জীবনের সমস্ত ধুলোবালি ঝরে গিয়েছে। নতুন জামা শুধু শরীরে নয়, মনে একটা নতুনত্ব আনে। যে কারণে পুজোয় এখনও আমরা নতুন পোশাক কিনি, যতই আলমারিতে আগের বছরের ড্রেস থাকুক না কেন।

আজ যখন ডেলিভারি বয়ের হাত থেকে ব্র্যান্ডেড জামার প্যাকেটটা নিই, তখনও কোথাও না কোথাও কানে বাজে সেই পুরোনো দিনের ডাক, 'লতুন জামা লিবা..হেই লতুন জামা...।' সেই ডাকেই লুকিয়ে আছে উৎসবের সমস্ত আনন্দ ও উচ্ছ্বাস।

হোক না ডেস্টিনেশন কুমাই

শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী

সন্ধে নেমেছে। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ঢলে পড়ার সময় রংটা আরও লাল। দাওয়ায় বসে লাল চা আর মাশরুমের পকোড়ার সঙ্গে আড্ডাটা তখন জমাট বেঁধেছে। চারপাশের আদিগন্ত সবুজ চা বাগানের অতীত, বর্তমান, ঋতু বদলের সঙ্গে প্রকৃতির রং পালটানোর নানা গল্পের যেন শেষ নেই। ডুয়ার্সের এই চা বলয়ে জমে থাকা গল্প থেকে নতুন নতুন তথ্য জানারও শেষ হয় না কখনও। বারবার আড্ডা দিলেও আরও নতুন কাহিনীর ভিড় জমে।

পাহাড়ে জলদি খাওয়ার নিয়ম। ডিনারের ডাক পড়ে যায় রাত ৯টা বাজতেই। ডিনারের মেনুতে একেবারেই শহুরে ছোঁয়া নেই। থাকলে পরিবেশের সঙ্গে মানাতও না। কলাই ডাল, আলু সেদ্ধ আর মুরগির মাংস। সে মাংস আবার স্থানীয় রেসিপি মেনে রান্না করা। যার স্বাদ একেবারে ভিন্ন ধরনের। শহুরে কোলাহল থেকে দূরে এই কুমাই।

খাওয়ার পর রাতে আর কিছু করার নেই। বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়া ছাড়া। শহুরে অভ্যাসে ঘুম আসতে দেরি হয়। অভ্যাসে মোবাইল নিয়ে খুটখাটের মধ্যে কানে ভেসে আসে ময়ূরের ডাক। দূরে কোথাও। কিন্তু এত রাতে? হয়তো লেপার্ড দেখেছে। তাই অ্যালার্ম কল ময়ূরের। তবে সেই ডাক শুনতে শুনতে মনোরম পরিবেশ নিমেষে ঘুমটা নেমে আসতে দেরি হয় না।

বৃষ্টি হলেও শহরে এখন চিটচিটে গরম। কখনও গা পুড়িয়ে দেয়। ঘামে গা চপচপ করে। শহরের পাশে যে তিস্তা নদী, তার পাড়ে গেলেও খুব একটা স্বস্তি মেলে না সবসময়। ঘুরে বেড়ানোর সুবাদে বেশ কিছু পরিচিতি গড়ে উঠেছে ডুয়ার্সজুড়ে। একটু হাওয়াবদলের জন্য তাই ডায়াল করেছিলাম। ওপাশ থেকে উত্তর এসেছিল, 'য়হাঁ পে তো হর রোজ বারিষ হো রহা হ্যায়।'

ব্যাস! পরের দিন ঘুম ভাঙতেই চা খেয়ে বাইকে যাত্রা শুরু হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল কুমাই। অনেকে বলে থাকেন কুমানি। জলপাইগুড়ি শহর থেকে তিস্তা ব্রিজ ছাড়িয়ে দোমোহনি, ক্রান্তি মোড়, লাটাগুড়ি, বাতাবাড়ি ছড়িয়ে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে চালসা পৌঁছানো যায়। দূরত্ব আনুমানিক ৭৩ কিমি। জায়গাটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। নিজস্ব বাহন না থাকলেও পরোয়া নেই। স্থানীয় গাড়ি করেও এই জায়গায় পৌঁছানো যায়।

জলপাইগুড়ি থেকে যেতে চাইলে মালবাজারের বাসে চেপে চালসাতে নেমে স্থানীয় গাড়ি পাওয়া যায় বটে। তবে আগে থেকে যোগাযোগ করে রাখলে ভালো। কারণ গাড়িগুলির নির্দিষ্ট সময় আছে। তাছাড়া মাল জংশন, বাগডোগরা বিমানবন্দর বা নিউ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি থেকে সড়কপথে যাওয়া সম্ভব।

চালসা মোড় থেকে ডাইনে ঘুরে খুনিয়া মোড়। সেখান থেকে চাপড়ামারির দিকে। জঙ্গলে আস্তে গাড়ি চালানোই ভালো। উচিতও। হঠাৎ কোনও বুনোর দর্শন পাওয়া গেলেও যেতে পারে। যথারীতি পাতার খসখসানির শব্দে চোখ যেতে পারে জঙ্গলের দিকে। অন্তত দুটো স্পটেড ডিয়ার নিজের ছন্দে ঘুরতে তো দেখা যাবেই। চাপড়ামারির রাস্তায় মাঝে মাঝে ইয়েলো থ্রোটেড মার্টিন, লেপার্ডের দর্শনও হয়ে যেতে পারে। তবে তা ভাগ্যের ব্যাপার।

আয় মন বেড়াতে যাবি

খুনিয়া মোড় থেকে প্রায় ১০ কিমি গেলে ঝালং মোড়। একটু বিরতি নেওয়াই যায়। বাইকে গেলে জিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে। তাছাড়া দীর্ঘক্ষণ গাড়িই চালান বা বাইক, খিদে পেয়ে যায়। একটু বেশি খিদেই যেন। ঝালং মোড়ে দাঁড়ালে মোমো, থুকপা খাবেন না- এমন হয় নাকি! এসব খাবারের স্বাদ জিভে লেগে থাকে। এক প্লেট থুকপা খেতে খেতে মনে হবে, আরে, এই মোড়ে তো প্রায় প্রতিদিন হাতি চলে আসে। গা ছমছম করবে। মাঝে মাঝে এই দোকানেও হামলা করে যে।

আর দেরি নয়, এরপর বাঁদিক ঘুরে সোজা হোমস্টে'র দিকে। কুমাই চা বাগানের ভেতর কিছুটা রাস্তা বেশ খারাপ বটে, তবে এটুকু সয়ে নিয়ে বেশিরভাগ পথটাই ভালো। চা বাগানের ভেতর রাস্তাটা বেশ সুন্দর। হোমস্টেতে ওদের নিজস্ব পার্কিং আছে। গাড়ি বা বাইক নিয়ে গেলে সমস্যা নেই। খানিক বিশ্রাম নিয়ে লাঞ্চের পর পথের ক্লান্তি কোথায় যে পালিয়ে যাবে!

> চারপাশ দেখতে দেখতে আর নানা কথা ভাবতে ভাবতে কিংবা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কালো মেঘের সমারোহে ধীরে ধীরে সন্ধে নামবে। দূরে দেখা দেবে মালবাজার, ওদলাবাড়ির শতসহস্র আলোকবিন্দু। একদিনের জন্য বেড়াতে যেতে চাইলে জলপাইগুড়ি জেলার এই কুমাই একদম আদর্শ জায়গা। তা বলে ভাববেন না, শুধু হোমস্টে-তে শুয়েবসে দিন কাটাতে হবে।

কোথাও বেড়াতে গেলে আমি সাধারণত স্থানীয় খাবার বেশি পছন্দ করি। ডুয়ার্সের চা বাগিচা এলাকায় গিয়ে সেইসব মেনু চেখে দেখব না- তা আবার হয় নাকি! কাজেই গুন্দ্রুক-এর ডাল (রাই শাক শুকিয়ে বানানো এক বিশেষ স্থানীয় খাবার), আলু ভাজা আর স্থানীয় পদ্ধতিতে তৈরি ডিমের কারি। ভরপেট খেয়ে, হোমস্টে'র ব্যালকনিতে নীরবে বসে থাকার অনুভূতিই অন্যরকম।

সামনে প্রশস্ত চা বাগান আর জঙ্গল। ১৮০ ডিগ্রি ভিউয়ে বাঁদিকে ভুটানের কিছু অংশ, সামনে মেটেলি, সামসিং, লালিগোরাসের বুক চিরে বেরিয়ে যাচ্ছে মূর্তি নদী। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে মুষলধারে বৃষ্টি নামে। প্রকৃতি নিজের কাব্য লেখে বৃষ্টির ফোঁটায় আর ঝমঝম নয় ঝিরঝির শব্দে। ব্যালকনি থেকে কোথাও উঠতে ইচ্ছা হবে না। অলস বিকেল। কিন্তু প্রাণে অদ্ভুত ভোর যেন।

প্রকৃতির সঙ্গে আপন মনে কথা কইবার এমন সুযোগ কি কেউ ছাড়ে। রোমাঞ্চের হাতছানি। ইচ্ছে হলে ভিজে আসা যায়। শুধু সাবধান থাকতে হয়, বাড়ি থেকে এত দূরে এসে জ্বর বাধিয়ে বসলে বিপদ। মাথা কুটলও আশপাশে ডাক্তার-বদ্যি, ওষুধের দোকান পাবেন না। তবে চিন্তা নেই। হোমস্টে যে পরিবারের, তাদের আন্তরিকতা বিপদে পড়তে দেবে না। চাই কী শুশ্রূষাও মিলবে।

চারপাশ দেখতে দেখতে আর নানা কথা ভাবতে ভাবতে কিংবা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কালো মেঘের সমারোহে ধীরে ধীরে সন্ধে নামবে। দূরে দেখা দেবে মালবাজার, ওদলাবাড়ির শতসহস্র আলোকবিন্দু। একদিনের জন্য বেড়াতে যেতে চাইলে জলপাইগুড়ি জেলার এই কুমাই একদম আদর্শ জায়গা। তা বলে ভাববেন না, শুধু হোমস্টে-তে শুয়েবসে দিন কাটাতে হবে।

চাইলেই বেরিয়ে পড়া যায়। সাইটসিইংয়ের অনেক জায়গা। তবে একদিন নয়, অন্তত দু'দিন হাতে নিয়ে আসতে হবে। তাহলেই চাপড়ামারি অভয়ারণ্য, মেটেলি পাহাড়, হাট, লালিগুরাস, রকি আইল্যান্ড, সুনতালেখোলা, ঝালং, বিন্দু, তোদে-তাংতা ইত্যাদি মন খুলে ঘুরে বেড়ানোর গন্তব্য কম নয়। বছরের যে কোনও সময় যাওয়া যেতে পারে। কোনও বাধা নেই।

শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কিংবা শরৎ-হেমন্ত-বসন্ত, ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কুমাইয়ের। তবে বর্ষাকালে কিংবা পূর্ণিমার রাতের মোহময়ী সৌন্দর্যের একবার প্রেমে পড়লে বারবার আসতে ইচ্ছা করবে। পাহাড়ের সকালটাও বেশ মোহময়। গরমকালেও চারদিকে যেন কুয়াশার ভাব। নানা পাখির কলরব। কুহুতান শুনতে শুনতে খুব সকালেই ঘুম ভাঙবে।

বেড়ানো শেষ করতে সকালসকালই ভালো। চটজলদি ব্রেকফাস্ট সেরে পাখির কূজন শুনতে শুনতে ও আবার জঙ্গলপথে বুনো দর্শনের সম্ভাবনা নিয়ে বাড়ি ফেরা যায়। স্মৃতি থেকে যায় অনেকদিন। কাজের চাপে হাঁসফাঁস করতে করতে একদিন মনটাকে ফ্রেশ করে ফেরা যায়। তাহলে হোক না একদিন ডেস্টিনেশন কুমাই।

বাহুল্যের অনলাইন শপিংয়ে ঔজ্জ্বল্য হারায়

পনেরোর পাতার পর

সারা বছর কারণে-অকারণে কাজে-অকাজে অনলাইন শপিংয়ের কত পার্সেল যে না খোলাই পড়ে থাকে কতজনের ঘরে! বাজার করা ক্রিয়াটি প্রয়োজন থেকে কবে যেন নেশায় পরিণত হয়েছিল, নিজেরা টেরটিও পাইনি।

তাহলে কি পুজোর সময় কেনাকাটার পাট আদৌ আর নেই? বিশেষত নতুন জামা? আছে বৈকি! তবে তার অধিকাংশই হয়তো আর পুজোয় পরার বা দেওয়ার জন্য নয়। নিছক অভ্যাসে, যা নেশায় পরিণত, কিছুটা বাজারে নতুন জিনিস আসার খোঁজে যাতে ফ্যাশন দুনিয়ায় পিছিয়ে যেতে না হয়। কিছু আবার পুজো স্পেশাল অফারের হাতছানিতে। সঙ্গে শরতের আকাশ-বাতাস, পুজো ঘিরে বিরাট ব্যবসায়িক আদানপ্রদানের বৃহত্তর বিজ্ঞাপনী চমক আর সাজসজ্জা, ক্রেতাদের আরও আরও বাজারমুখী করে তোলার চেষ্টায় অপেক্ষাকৃত ছোট ব্যবসায়ী, যাঁরা সারা বছর মারাত্মকভাবে পিছিয়ে পড়ছেন প্রতিযোগিতায়, তাঁদেরও নতুনভাবে মাথা তোলার জন্য কিছু চমক- এসবই জমজমাট আকর্ষণের কাজ করে।

তিরিশ বছর আগে পুজোর পর পাঠানো বিজয়ার চিঠির মতো এখন আত্মীয়স্বজনের পুজোয় উপহার দেওয়া অনেক সংকুচিত হয়ে এসেছে। পুজোয় মা-বাবার কাছ থেকে খুব বেশি হলে দুই সেট জামা আর বাকি সবই কাকু, পিসি-মাসি, মামাদের দেওয়া, যা দিয়ে গুনে গুনে ষষ্ঠী থেকে দশমী অবধি দিব্যি চলে যেত। সেই উপহার দেওয়া এবং নেওয়ায় উভয়ের মধ্যে যে আদর-স্নেহ আর তৃপ্তি ছিল, তা এখন অন্তর্হিত সময়ের নিয়মে।

পুজোয় জামাকাপড় দিতে চাইলে বিরক্ত হন অধিকাংশজন। নিজেরা টাকা পাঠিয়ে দিতে পছন্দ করেন এক পাড়ায় থাকা প্রিয়জন বা আত্মীয়কেও। ঝামেলামুক্ত স্মার্ট ও শহুরে ব্যবস্থা বৈকি! মানতে যাঁর অসুবিধে, তিনি হয়তো কিছু পুরোনো বাতাস বুকে বয়ে বেড়াচ্ছেন। ছেলেমেয়েরা নিজেদের জিনিস নিজেরা পছন্দ করে সারা বছর ধরে কিনে রেখে মা-বাবার চাপ হালকা করে দিচ্ছে।

ব্যক্তি স্বাধীনতার বা রুচির এই কদর পূর্ব জমানার যে মা-বাবারা শুনলে স্পর্ধা ভাবতেন, তাঁরা দিব্যি নাতি-নাতনিদের জন্য এই ব্যবস্থা মেনে নিয়েছেন। অভিযোজন হয়তো এরই ডাকনাম। সময় বা পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে আধুনিক প্রযুক্তির সুযোগ নেওয়ায় দোষের কিছু নেই।

তার পরেও আছেন এক বিরাট নাগরিক সমাজ, যাঁরা সত্যিই আজও সপরিবার পুজোর বাজার করতে যান শহর, শহরতলি বা মফসসল বা আরও প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে। অনলাইন শপিংয়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যান। তাঁরাই আসলে প্রথাগুলোকে হারিয়ে যেতে দেন না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জোয়ারে বিশেষ পরিবর্তন সংখ্যাগুরু দেশবাসীরই আসলে হয়নি।

সারাবছর বেতনের টাকার নিশ্চিন্ত সরবরাহ নেই যাঁদের, ব্যবসার ওঠাপড়া বা পেশার অনিশ্চয়তায় হাতে আসা উদ্বৃত্ত অর্থটুকু সন্তানের শিক্ষা বা পরিবারের স্বাস্থ্য খাতে সঞ্চয়ের জন্য রাখতে হয় যাঁদের, উৎসবের দিন মানে যাঁদের কাছে বিনোদন নয়, বেড়াতে যাওয়ার অবকাশ নয়, বরং সেই উপলক্ষ্যগুলির ভরসায় সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে কিছু বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা, তাঁদের পরিবারে যে কোনও উৎসবকে কেন্দ্র করে নতুন পোশাক কেনা আজও বিশেষ মুহূর্ত বৈকি।

> তিরিশ বছর আগে পুজোর পর পাঠানো বিজয়ার চিঠির মতো এখন আত্মীয়স্বজনের পুজোয় উপহার দেওয়া অনেক সংকুচিত হয়ে এসেছে।

তাই প্রতিদিনের বাজারি দুনিয়ায় কলের পুতুল হয়ে নেচে চলা আলোর বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে বন্ধ কারখানা বা চা শ্রমিকের সন্তান, যার সারা বছরে কেনা একটিও নতুন পোশাক নেই। নিজের চোখে দেখেছি, স্কুল থেকে পাওয়া ইউনিফর্মের টিউনিক ফ্রক বা হাফপ্যান্ট পরে ঠাকুর দেখতে বেরোনো বালক-বালিকার চোখে বিস্ময়মিশ্রিত বেদনার অন্ধকার। যার কাছে পুজো প্যান্ডেলের সব উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে আসে।

সারাবছর প্রবাসে পরিযায়ী শ্রমিক নামধারী বাবা বাড়ি ফেরার পর যে নতুন জামাকাপড় তাঁর ব্যাগ থেকে বের হয়, তার রং মেখে হেসে ওঠা পরিবারে আজও পুজো মানে নতুন জামার গন্ধ। যে কোনও পাওয়া আসলে বাহুল্যে ম্লান ও অর্থহীন। আমরাই কেড়ে নিয়েছি নতুন জামার আনন্দ। তারই খোঁজে তাই বাহুল্যহীন প্রাচুর্যহীন মুখগুলোর কাছে শারদপ্রাতে হাত পেতে দাঁড়ানো কারও কারও।

না, দাক্ষিণ্যের ডালি নিয়ে নয়, আনন্দ ফিরে পাওয়ার কাঙালপনায়। নতুন জামা, নতুন বই, জুতো, রং পেন্সিলের গন্ধ মেখে হাসিতে উজ্জ্বল মুখগুলির আয়নায় যে আগমনী বাজে, সেখানেই গচ্ছিত আছে আজন্মের শারদীয়া সম্ভার। দুর্গাপুজো সেখানেই চিরন্তন মাতৃবন্দনা।

সেই পুরোনো জামায় এখনও পুজোর ঘ্রাণ

পনেরোর পাতার পর

পুজোর দেওয়া জামাটা হাতে নিলেই বাবা গায়ে দিয়ে দেখতে বলতেন। কেমন হয়েছে জানতে চাইতেন। এসব ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে যায় সকল ভাবনাগুলো।

বাবার পুরোনো জামাটা মুখের কাছে নিতেই বাবা বলে ওঠেন, 'কাছে আয় মা।'

'এই তো আছি বাবা।'

'আরও কাছে আয়, আমার বুকের কাছে।'

'নতুন জামাটা গায়ে দিয়ে দেখেছিস', বাবা জুলজুল করে তাকান।

'হ্যাঁ বাবা, এই তো তোমার দেওয়া নতুন জামা, নতুন ঘ্রাণ।'

অনুভবের ভিতরে আরেক অনুভব, যেন বা শরতে আসন্ন পুজোর পদশব্দে ত্রস্ত হচ্ছে গ্রাম ও শহর। বাবার ব্যাকুল উচ্চারণ, 'জামাটা গায়ে দিয়ে দেখেছিলে মা!'

তিন

'এখন বসে আছিস বিছানায়, স্কুলে যেতে হবে না?'- মা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন টগরের উপর।

'আজ রোববার, ভুলে গেছো মা।'

ভালোবাসা জড়িয়ে মা বললেন, 'রান্না হয়ে গিয়েছে খেয়ে নিস। আমি জমিতে যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে', টগর বলল।

বাবা মারা যাওয়ার পর মায়ের পরিশ্রম অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে। ইচ্ছে থাকলেও মায়ের সঙ্গে খেতের কাছে সেভাবে সহযোগিতা করতে পারছে না টগর। কিছুদিন আগের সেই ঢলঢল শরীরটাও আর নেই। দুটো জ্বলজ্বলে চোখ, সেটাও ছোট হয়ে যাচ্ছে। গায়ের উজ্জ্বল রংটাতেও তামাটে ভাব ধরেছে।

'অল্প কাজ আছে খেতির, এক্ষুনি ফিরে আসব, এসেই হাটে যেতে হবে' বলে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন মা।

প্রতি রবিবার সাপ্তাহিক হাট বসে শান্তপুরে। এক সপ্তাহের বাজার করে আনবে মা। এখানে প্রতিদিনের বাজার বলে কিছু নেই।

খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল টগর। শেফালিকা ফুলের গাছ থেকে টুপটুপ করে শেফালি ফুল ঝরে পড়ছে মাটিতে। সুন্দর নম্র গন্ধ নাকে এসে লাগছে। যতদিন ফুলগুলি আছে, ততদিনই গন্ধ ছড়াবে। এরপর আর পাওয়া যাবে না কোনও ঘ্রাণ। বাবার পোশাকের ঘ্রাণ কিন্তু চিরকালীন। যতদিন বেঁচে থাকবে টগর, ততদিনই এই ঘ্রাণ থাকবে প্রতীকে ও চিত্রকল্পে, অনুভূতির শব্দবিন্যাসে।

শরতের স্নিগ্ধ সকালে বাবার যে পোশাকটি টগর নাকে চেপে ধরে রেখেছিল, সেই পোশাকটি বুকের কাছে নিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে চোখ বুজল।

মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বাবা।

মুখের কাছে ঝুঁকে বাবা বললেন, 'টগর মা, নতুন জামা এনেছি।'

'নতুন জামা এনেছ?'

'গায়ে দিয়ে দ্যাখ তো মা, ঠিক আছে কি না!'

'সব ঠিক আছে বাবা', টগর বলল।

'ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

একদিন বাবার হাস্যোজ্জ্বল মুখ, অন্যদিকে পুজো পুজো গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে চতুর্দিকে। যেন কোনও অতিক্রান্ত অধ্যায়ে আবেগ বিহ্বল হয়ে পড়ছে টগর। এই গন্ধটা আর বুঝি শরতের পুজোর ঘ্রাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, প্রতিটি ঋতুকেই এক সুতোয় বেঁধে ঘুরে ঘুরে ফিরছে। মনে মনে ভাবে টগর, পোশাকের ঘ্রাণ কি এমনই বাতাসের মতো বহুমুখী, মেঘের মতো সঞ্চরমাণ, নদীর স্রোতের মতো বেগবান, শরতের সকালের মতো স্নিগ্ধতায় চিরকালীন!

যৌথ প্রয়াস

ছোটগল্প

সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার একদিন প্রতিদিনের জীবনে অনেক গল্প লুকিয়ে আছে। বিএ পাশ করে বসে আছি। আসলে এখন বিএ পাশ করাটায় তেমন কোনও বাহাদুরি নেই। গাউন আর হ্যাটে মাথাঢাকা ছবিটায় যে আনন্দ আর গর্বের ছটা বিচ্ছুরিত হয়, সেটা সেই সময় হয়তো পর্বতপ্রমাণ সম্মানের আধার ছিল। কিন্তু এখন আমাদের ৯০/৯৫ পারসেন্টেজ আর তেমন আলোড়ন তোলে না।

মাতৃদুগ্ধের স্বাদ বিস্বাদ মনে হয়। কারণ, যে ভাষায় অর্থ উপার্জন করা যায় না, সেই ভাষার এক কানাকড়ি দাম নেই এই সমাজে। হয়তো আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাবে আমার মাতৃভাষা। ভাবায়, ভীষণরকম ভাবি। আত্মগরিমায় দাম্ভিক বাবা এক বোড়ের ভুল চালে আজ চায়ের দোকানের মালিক। মস্তক বড় দুর্লভ বস্তু, সে কী সবার পায়ে অথবা সামনে নামানো যায়! তাই দীর্ঘ সংগ্রামে ক্লান্ত এক মানুষ অবশেষে চায়ের দোকানের মালিক।

সামান্য চায়ের দোকান থেকে বাবা কেমন করে আমাদের মানুষ করলেন, পড়াশোনা শেখালেন, আজও বুঝতে পারি না। বাবার স্বপ্ন ছিল, ছেলে একটা চাকরি পাবে। তখন আমাদের সংসারের একটা গতি হবে। কিন্তু হয়নি। দিদির বিয়ের জন্য ধার-দেনা করায় আমাদের অবস্থা আরও খারাপ হল। কিন্তু একটা অদ্ভুত জাগতিক নিয়মে আমরা বেঁচে থাকলাম।

বাবার দোকানে বসতে শুরু করলাম বাবাকে সাহায্য করতে। আসলে শিক্ষা নিয়ে আমার তেমন কোনও গরিমা ছিল না। চায়ের দোকানকে সমাজ চেনার সোপান মনে হত। তখন দেখতাম, কিছু ছেলেকে যারা অবলীলায় বাবাকে কালীদা ডেকে দুটোকে তিনটে অথবা তিনটেকে চারটে করে দিতে বলতে। শুরু হত তুমুল সাহিত্যচর্চা অথবা রাজনীতির ভারতদর্শন। অভিমানী বাবাকে কোনওদিন আলোচনায় যোগ দিতে দেখতাম না। ঠিক সেভাবে আমিও আলোচনায় কখনও যোগ দিতাম না। নিজেকে দূরে রাখতাম।

বিশ্বাস নামক শব্দটা মনে ঝড় তুলত একসময়, যখন বাবা উৎসাহের সঙ্গে বলতেন- 'আরে তুই একটা কিছু পাবি।' আম্বেদকরের স্নেহধন্য বাবার সঙ্গে আমিও স্বপ্ন দেখতাম। স্বাধীনতার ১০ বছর অবধি থাকা পিছড়েবর্গ আইন, আজ বোধহয় ৭৫ বছরে পড়ল। ধর্ম, জাতপাতই এখন রাজনৈতিক নেতাদের মূল হাতিয়ার। মাতৃদুগ্ধের শিক্ষায় যে অর্থ আসবে না, বুঝতে বুঝতে একদিন সুজাতা প্রেসে আমার চাকরিটা হয়ে গেল। প্রেসের ম্যানেজারি, প্রুফ দেখা থেকে বাইন্ডিং- সব শিখিয়ে দিলেন মালিক বলাইবাবু।

উত্তরের চেনা জগৎ ছেড়ে কলকাতাবাসের জীবনে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হত আর গৃহপ্রেম আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখত। নগরসভ্যতার জীবনে মানিয়ে নিতে নিতে দেখতাম সুযোগসন্ধানী মানুষদের। প্রেসের কাজে একটা আনন্দ আছে। সৃষ্টির আনন্দ, জ্ঞানের আনন্দ, মানুষ চেনার আনন্দ। সরকারি রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত কিছু পত্রিকা আমাদের প্রেসে ছাপা হত, যার সার্কুলেশন মেরেকেটে পঞ্চাশ অথবা একশো। দেখানো হত দু'হাজার বা তিন হাজার। শুধুমাত্র গভর্নমেন্ট অফিসের বিজ্ঞাপন ছেপে মাসে পনেরো থেকে কুড়ি হাজার টাকা কামাই। তাঁরা সাংবাদিক হিসাবে স্বীকৃতি পান। হাসি পায়, এঁরা নাকি সমাজের দর্পণ।

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে যাওয়া আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। হয়তো সামান্য পয়সায় আমাদের সংসারে একটু আনন্দের ফল্গু এসেছে। তবু মায়ের বেদনাভরা ক্লান্ত মুখ, বাবার চিমসানো পেটে হয়তো আজও শশীকলা খেলা করে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য আমার বাবা একদিন ছোট জাত শব্দটা ব্যবহার করতে লজ্জা পেতেন। আজ আর পান না। বুঝি, জাতপাতের রাজনীতি কী ভীষণ এক পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে দেশটাকে। রাজনীতি ছাড়া কোনও কিছু সম্ভব নয়। সেই রাজনীতিকে সমন্বয় করে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির তঞ্চকতা ছাড়া আর কিছুই নেই।

তবু এভাবেই আমরা বিশ্বাস করি, করতে বাধ্য হই। কারণ, দারিদ্র্য নামক যন্ত্রণার একমাত্র হাতিয়ার অর্থ। সমাজ থেকে বিশ্বাস, যৌথ ভাবনার অপমৃত্যুর মাঝে বুকের মধ্যে যুদ্ধের দামামা বাজলেও যৌথ প্রয়াস ছাড়া কিছুই যে সম্ভব নয়।

বিশ্বাস নামক শব্দটা মনে ঝড় তুলত একসময়, যখন বাবা উৎসাহের সঙ্গে বলতেন- 'আরে তুই একটা কিছু পাবি।' আম্বেদকরের স্নেহধন্য বাবার সঙ্গে আমিও স্বপ্ন দেখতাম। স্বাধীনতার ১০ বছর অবধি থাকা পিছড়েবর্গ আইন, আজ বোধহয় ৭৫ বছরে পড়ল। ধর্ম, জাতপাতই এখন রাজনৈতিক নেতাদের মূল হাতিয়ার।

অনামিকার মুখটা খুব মনে পড়ে। বিশ্বাস আর ভালোবাসার একটা স্বপ্ন তৈরি হয়েছিল। কিন্তু অনেক অপেক্ষার দিনযাপনের মধ্যে হঠাৎ অনামিকার বিয়েটা হয়ে গেল। ভালোবাসাও ভাগ হয়ে যায় সামাজিক নিরাপত্তা আর অর্থনীতির আঙিনায়। মনের বহমান স্রোতে শুধু ভেসে থাকার আকাঙ্ক্ষা। স্বপ্নপূরণের পথগুলো কেমন হারিয়ে ফেলেছি। কৃষ্ণচূড়া, শাল, শিমুল, চা বাগানের গন্ধ ছোঁয়া আমার শহর আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে।

জয়ন্তী পাহাড়ের কোলছোঁয়া নদীর কুলকুল মূর্ছনার মধ্যে যে বেঁচে থাকার আনন্দে আমার শৈশব কেটেছে, সেসব অতীত মনে হয়। অনেকদিন বাড়ি যাওয়া হয় না। কলকাতা শহরের ব্যস্ত জীবনযাত্রার মধ্যে আমি আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। মনের আকাশে আলগা মেঘের ওড়াওড়ির মধ্যে ভালোবাসার ছোট্ট বাসাটা ফাঁকা হয়ে বুকে ব্যথা দেয়। ভালোবাসা কী গভীর শব্দ! ভালোবাসা অনেক সম্পর্কের মধ্যে টিকে থাকে। সম্পর্কের জোয়ারে ভাটা পড়ে যায়, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবে।

নিকটাত্মীয় ভয় পান সম্পর্ক জুড়ে রাখতে। নিশুতি আকাশ থেকে উল্কা গমনের মতো একে একে বাবা, মা, ভাইবোনের মুখ উদ্ভাসিত হয় হৃদমাঝারে। বোনের শরীর কি কখনও নিশিগন্ধায় সেজে উঠবে? মায়ের মুখ চোখে ভাসে। স্মৃতিভরা স্বপ্নহীন বিপন্ন জননী আমার। ম্লান হয়ে যাওয়া অ্যালবামটায় আজও মায়ের উজ্জ্বল হাসিভরা ভৈরবী ভোরের সুগন্ধ বুক ভরে অনুভব করি। আমার মা কি স্বপ্নবিলাসী? কী জানি। কিন্তু মা বিশ্বাস করেন তাঁর সন্তান একদিন সাঁঝপ্রদীপে সাজিয়ে দেবে তাঁর বাড়ি, আঙিনা আর গোটা সংসার।

দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ আমার জীবন। আকাশ চেরা বিদ্যুতের মতো এক ঝলক আলোয়। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে বন্দুক তো উঠবেই। যুদ্ধের নাকাড়া কেন বাজে না? কিছু করার ভাবনা আমাকে নাড়া দেয়। সুজাতা প্রেসের টেবিলে যৌবনকে বেঁধে রাখার মধ্যে কোনও উল্লাস নেই। দুঃখবিলাসিতায় বয়স বাড়ে। কিন্তু মানায় কি? ভাবনার মধ্যে ভাবনারা হামাগুড়ি দেয়। বাঁচা আর বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে ফারাক সুজাতা প্রেসের সামান্য ক'টা টাকা। যা আমাকে বাধ্য করে টেবিলে বসিয়ে রাখতে। বাধ্য করে বাবা-মা, আমার সংসার...।

মাগো! মাগো আমারও অনেক যন্ত্রণা, অনেক খিদে। সব কথা বলা যায় না মা। পেটের খিদের সঙ্গে শরীরের খিদে, যৌবন যন্ত্রণায় বিদ্ধ শরীর খুব গভীরভাবে বুকের কাছে কাউকে চায়। তপ্ত শরীর জুড়ে বুকের মধ্যে যে লালন করবে প্রজন্ম ভালোবাসা। ভালোবাসার ছোট্ট দুটি হাত আমার গলা জড়িয়ে আবদার করবে। ভোরের বাতাসে অরণ্য গন্ধ ঘিরে থাকবে আমাদের আশ্রয়কে। যেখানে কেউ প্রশ্ন তুলবে না, তোমার কী জাত? জাতের ভরসায় আমার বাবা স্বপ্ন দেখবেন না চাকরির।

সুজাতা প্রেসের টেবিলে যৌবনকে বেঁধে রাখার মধ্যে কোনও উল্লাস নেই। দুঃখবিলাসিতায় বয়স বাড়ে। কিন্তু মানায় কি? ভাবনার মধ্যে ভাবনারা হামাগুড়ি দেয়। বাঁচা আর বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে ফারাক সুজাতা প্রেসের সামান্য ক'টা টাকা। যা আমাকে বাধ্য করে টেবিলে বসিয়ে রাখতে।

মনুষ্য ভালোবাসায় উদাস বাউল লালনের গান শোনাবেন। ফকিরি দরবেশের গলায় প্রেম আর ভালোবাসা বিস্তীর্ণ আকাশে খেলা করবে সংকীর্ণতাহীন দোহার সখার সুর। ভাবি, মা এমন দিন কি আসবে? নাকি রাজনীতির গাঢ় অন্ধকারে আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাব চৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনের মতো। ফাঁসুড়েদের চিনতে চিনতে ফাগুন এসে যাবে, সুখী-সুখী মুখে শরীর দুলিয়ে বেলফুলের মালা কবজিতে পরে আজও মাগো, মানুষকে ল্যাভো চেপে সুখ আর আনন্দ কিনতে দেখি।

বাবার দোকানটা চলছে। ভাই সাহায্য করে বাবাকে। মা আর বোনের ভালোবাসায় সংসার তার মতো চলছে। তার মধ্যে কিছু করার জন্য চাকরি ছাড়ার কথায় মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। বাবা তো ভাবতেই পারছেন না, সংসারে দুটো পয়সা আসছিল, তাও বন্ধ হয়ে যাবে! ভীরু কবুতরের মতো মায়ের চাউনির মাঝে কেমন অসহায় মনে হয় নিজেকে। মৃত হরিণীর চোখে অরণ্যের ছায়া মনে মেঘ সঞ্চার করে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আমার বোন শব্দমান।

তুই কী করতে চাস দাদা?

-আমি এই ব্যবসার সমস্ত কিছু জানি, কীভাবে করতে হয়, কেমনভাবে করতে হয়, শুধু একটু তোদের সাহায্য চাইছি।

-কীভাবে? আমি কিন্তু একটাকাও দিতে পারব না- বাবার ভীরু অভিমানী গলা।

-আমি টাকা চাইছি না, শুধু ক'টা মাস তোমাদের কষ্ট করতে হবে। আমি কোনও টাকা দিতে পারব না।

-তাহলে সংসার চলবে কীভাবে?

-বাবা এখনও কি চলছে? তোমাদের তো খাওয়া ছাড়া আর কোনও চাহিদা নেই। বাড়িটা নিজেদের আর পোশাক, সে তো একবার পুজোর সময়, বাদ থাকল অসুখবিসুখ।

-দাদা, আমি তোর সঙ্গে আছি। ঠিক চালিয়ে নেব।

বোনের অসম্ভব আস্থা ভরা কণ্ঠ আমাদের সবাইকে স্তব্ধ করে দিল। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ দৃপ্ত ভরা গলায় বলল, বাবা, তোমাদের তো হারানোর কিছু নেই। কিন্তু আমরা বারবার কেন হেরে যাব? বাবা তোমার জিততে ইচ্ছে করে না!

জলে ভরা বড় বড় চোখে বাবা সবার দিকে তাকাল, তপস্বী ঋষির মতো শান্ত গলায় বললেন- মা রে! আমারও একটা শৈশব ছিল, বিশ্বাস ছিল, স্বপ্ন ছিল। কিন্তু সব কেমন আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল। চালাক মানুষদের মিথ্যা গল্পে শরীর থেকে পোশাক কমতে কমতে একটা ভীতু স্বপ্নহীন মানুষ হয়ে গেলাম। খিদে বড় বিষম বস্তু রে। কী মানুষ! কী পশুপাখি! জঠরে আগুন জ্বললে মাঠের ফসল থেকে শাল-শিমুলের গোড়া উৎপাটন হয়। সামান্য নিরাপত্তার স্বপ্ন পেলে আঁকড়ে ধরতে সাধ যায়।

-তুই, যখন একটা স্বপ্ন দেখাতে চাইছিস, তাহলে আর একবার যৌথ যুদ্ধে শামিল হই, হারানোর যখন আর কিছু নেই!

পাতাচেরা জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত মায়ের মুখে খেলা করে আগমনী আহ্লাদ। আমার মন জুড়ে তখন শুধুই নবান্নের উৎসব। মা অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বলি, কী দেখছ মা অন্ধকার আকাশে?

ছোট্ট জবাব, ধ্রুবতারা। অন্ধকার যত গাঢ় হবে, তত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। অন্ধকার আকাশে যে আলো নাবিকদের কখনও পথ হারাতে দেয় না।

আমরা সবাই মিলে মাকে জড়িয়ে ধরলাম। বনস্পতির ছায়ায় ক্লান্ত পথিক যেভাবে সুখ অনুভব করে। আমরা যেন গর্ভশয্যায় শায়িত। গর্ভধারিণীর গর্ভবাস, উন্মেষ, নবোদিত অঙ্কুর, শশীকলার স্নিগ্ধ আলোয় অর্কের জন্য অপেক্ষা করছি।

উত্তরের কবিমুখ

বিপুল আচার্য

উত্তরভূমির এক প্রত্যন্ত গ্রামের জল হাওয়ায় বেড়ে ওঠা। নবম শ্রেণিতে স্কুল ম্যাগাজিনে প্রথম ছোটগল্প প্রকাশিত হলেও কবিতা অন্তপ্রাণ কবির একাধিক কাব্যগ্রন্থ তোর্সা তীরের তিন পদাতিক, শুদ্ধিপত্র ভালোবাসার জন্য, যন্ত্রণার বর্ণমালা ইতিমধ্যে প্রকাশিত। খুব সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে কাব্যগ্রন্থ মৃত্তিকা নগরী। বেশকিছু কবিতা সংকলনের সম্পাদনা করে সমাদৃত হয়েছেন। কবির সম্পাদনায় নতুন মাত্রা পেয়েছে লিটল ম্যাগাজিন 'শব্দ'। গ্রাম, সবুজ আকাশ, যন্ত্রণা- এসবই কবিতার উপজীব্য।

দহন বেদী

একাকিত্বের ভেলায় চড়ে
আমি যে কুয়াশা ভোরের
নিঃশব্দ কথোপকথন শুনতে চেয়েছিলাম
সবুজ ছুঁয়ে থাকা
চাদর দেখতে দেখতে অবশেষে
ম্যাজিক দেখে ফেলি অনুমিত কাঙাল জন্মের

এটা খুঁজে দেখা জরুরি ছিল না
বোধগম্যের উদ্বাস্তু ভূমি জুড়ে নিভন্ত কিছু
অনুরণনের দীর্ঘশ্বাস আরো দীর্ঘ হয়
নিজেকে সহজ রাস্তায় ঠেলে দিতে --

সহজ রাস্তায় কোনও জাদুকাঠি নেই
নিভন্ত হলেও যা কিছু ওই দহন বেদীতেই সমর্পিত। জানি না
কুয়াশা ভোর কত দূরে।

কবিতা

অন্ধকারের শোকগাথা
গণেশচন্দ্র রায়

অচেনা আলোর ভেতর দ্রুত ডুবে যাচ্ছে সমস্ত দৃশ্যপট
সূর্যের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে শুরু হয় প্রস্তাবিত সকাল,
নবকলেবরে আধুনিক সভ্যতার হাত ধরে
দাঁড়িয়ে আছি, একটি ভয়ংকর দিনের অপেক্ষায়।

ছায়া গোধূলি নেমে আসে অরণ্য শূন্যতায়,
হৃদয়ের চোরাবালিতে মূর্ত জ্যোৎস্না
নদীতে ভেসে যাচ্ছে অর্ধেকটা দুপুর।

ক্লান্ত মেঘের পিঠে ঝরে পড়া কালো রোদে
বসে আছে গুপ্ত ঘাতক,
অর্ধনগ্ন জীবনে কেউ মগ্ন জলক্রীড়ায়
নৈঃশব্দের ভেতর তীব্র হচ্ছে অন্ধকারের শোক।

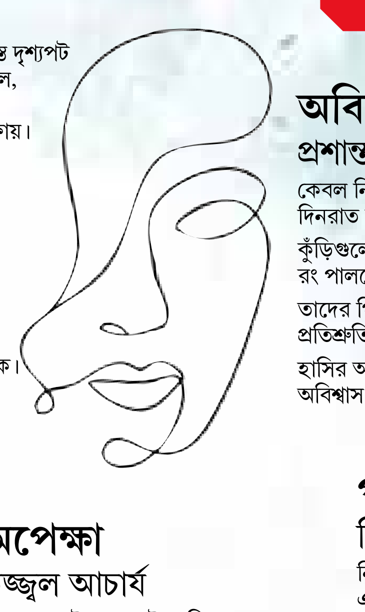

অবিশ্বাস ঘন হলে
প্রশান্ত দেবনাথ

কেবল নিজের কথা ভাবি আর সং সেজে থাকি
দিনরাত ঘুঘু ডাকে, ঝরে যায় গোলাপের কুঁড়ি।
কুঁড়িগুলো পায়ে দলে রঙিন উৎসব, এখানেই
রং পালটে শুদ্ধ হয় গলি থেকে উঠে আসা কারা--
তাদের পিছনে আলো, সামনে আলো, তাদের রঙিন
প্রতিশ্রুতি শুনে হাসে মঞ্চ, হাসে চায়ের দোকান
হাসির আড়ালে থেকে সন্তানের ভবিষ্যৎ দেখি
অবিশ্বাস ঘন হলে, নিজেকেই খামচে ধরি।

ক্ষুদ্র
সুলগ্না বাগচী

সবকিছুকেই ক্ষুদ্র লাগে পেরিয়ে এলে
মনের মধ্যে মস্ত ক্ষতর ঘর
যাপন যাদের গোপন রাখে ব্যথা
তাদের কারও অসময়ী জ্বর।

ভাবছে যখন এই বুঝি সব গেল
হাওয়ায় দোলে নরম মনের সাঁকো
ঠিক তখনই সময় একলা এসে
পার করে দেয় চেনা গলির বাঁকও।

ক্ষতের দাগও একসময়ে দূরের বাড়ি
হিসেব মেলে আটকে থাকা ভাগে
বাড়ির মতোই, পেরিয়ে এলেই
সব আঘাতই ক্ষুদ্র লাগে।

অপেক্ষা
উজ্জ্বল আচার্য

আমার কথাটায় অস্পষ্টতা ছিল
যে কারণে তোমার বুঝতে কষ্ট হয়
তোমার কথাতেও স্বচ্ছতা ছিল না কোনও
তোমায় গ্রহণ করতে তাই আমার এত ভয়।

আসলে সর্বত্র এক অস্পষ্ট কোলাহল
আমাদেরকে ঘিরে ধরছে
আমাদের সবকিছু যেন সঠিক নয়
সবাই শুধু নিজের দিকেই ছুটছে।

তোমার আমার দুজনের মাঝে
প্রাচীর তুলেছে এক আকাশ বিস্ময়
দুজন দুজনকে গ্রহণ করতে
আরও অনেক বছর কেটে যাবে নিশ্চয়।

পৃথিবীর পদযাত্রা
বিভা দাস

নিঃশব্দ চরণে পশ্চিমের বিদায়মণ্ডলে
এসে দাঁড়ান দেব অংশুমালী-
তবুও বিদায় নেবার আগে
চিরঅভ্যাস বশত একবার ফিরে তাকান
প্রিয় পৃথিবীর দিকে-
স্নিগ্ধ কিরণরেখা তির্যকভাবে এসে দাঁড়ায়,
নিরীহ পথ শরীরময় অলৌকিক আলো
নিয়ে রোজ হেঁটে যায় আরও দুর
কুয়াশার অন্তরালে-
ধীরে ধীরে পার হয় গ্রীষ্ম, শীত, তন্দ্রাহীন পাতাখসা;
সমগ্র পৃথিবী তখনও যেন স্মৃতি আগলে
বসে থাকে দেব অংশুমালীর।
ক্ষয়ে যায় চিরন্তন অদ্ভুত নৈরাশ্য,
জলের আয়নায় ভেসে ওঠে সুদূর অতীত
দুরে ওই মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টা বেজে ওঠে,
দেবালয়ে সন্ধ্যারতির সময়।
এইভাবেই প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বয়ে চলে
পৃথিবীর পদযাত্রা-
অতীত থেকে বর্তমান
যুগ থেকে যুগান্তরে...

শীতকাল খুব বেশি দূরে নেই
আশিস সরকার

শীতকাল খুব বেশি দূরে নেই--
শীতের দুপুরে খুব ঘুমোতে ইচ্ছে করে আমার
ঘুমোতে পারি না, কিছুতেই গরম হয় না হাত-পা,
এবার ঠিক করেছি শীতের দুপুরে রোদে পিঠ দিয়ে-- শুধু ছবি আঁকবো;
জানি, ছবি আঁকার সময় কফি খেতে ইচ্ছে হবে খুব
সিগারেট খেতেও ইচ্ছে হবে কিন্তু-- দেবিনা বাধা দেবে
সে বাধা ভাঙতে পারি-- ও একটু রাগ করবে,
কিন্তু জোর করবে না।
তোমাকে আমি জানি মিতুল—
তোমার রাগ নেই, বদলে তোমার তীব্র অভিমানের
কাছে আমি হেরে যেতে যেতে-- তোমাকে হারিয়েছি।
এবার শীতে আমি কফি খাব না, খাব না সিগারেট,
দুপুরে রোদে পিঠ-- শুধু তোমার ছবি এঁকে এঁকে
সেলিব্রেট করব শীতকাল;
তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে মিতুল
এসো না এবারের শীতে, এখানের গ্রীষ্ম তোমার জন্য নয়।

সপ্তাহের সেরা ছবি

জ্বলছে সিংহ দরবার।। কাঠমান্ডুতে জেন জেডদের নিজস্বী তোলার হিড়িক।

ভারত আমার... পৃথিবী আমার

বেঙ্গালুরুর ব্যাটম্যান

অপরাধপ্রবণ গথাম শহরের রক্ষাকর্তা যেমন ব্যাটম্যান, ঠিক সেরকম বেঙ্গালুরুকে 'সুস্থ' করার কাজে নিরবধি চেষ্টা করে যাচ্ছেন দুষ্যন্ত দুবে। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, ছিনতাই, সাইবার অপরাধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন নাগরিক সমস্যা সমাধানে ওই তরুণের লড়াই প্রশংসনীয়। দুষ্যন্তের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নাম 'ব্রোসেফ ফাউন্ডেশন'। সদস্য সংখ্যাটা ৮ হাজারের বেশি। বেঙ্গালুরুতে আত্মপ্রকাশ হলেও, সংস্থাটি বর্তমানে পুনে, হায়দরাবাদ ও চেন্নাইয়েও সক্রিয়। এখনও পর্যন্ত সাহায্য পেয়েছেন মোট ৫ হাজার মানুষ। করোনা অতিমারিতে দুষ্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছেন বেঙ্গালুরুর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। বন্যার সময় বুকসমান জলে সবার আগে আজও তাঁরই দেখা মেলে।

জাপানে জনসংকট

জাপানের জনসংখ্যা দিনের পর দিন কমছে। জন্মহার বাড়াতে সরকারের তরফে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এদিকে আবার ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব নাগরিকরা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ, যা বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। এরই মধ্যে আরেকটি পরিসংখ্যান সামনে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, জাপানে একশো বছরের বেশি বয়সি মানুষ রয়েছেন ৯৯,৭৬৩ জন, যার মধ্যে ৮৮ শতাংশ মহিলা। জাপানের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষের নাম শিগেকো কাগাওয়া। তাঁর বয়স ১১৪ বছর। মাত্রাতিরিক্ত বয়স্ক নাগরিকের কারণে চিকিৎসা ও ভাতায় অনেক টাকা যেমন খরচ হচ্ছে, তেমনই সিকিভাগ তরুণ প্রজন্ম নিয়ে শ্রমনির্ভর কাজে পিছিয়ে পড়ছে উদীয়মান সূর্যের দেশ।

খেলনা বাড়ি

রংবেরংয়ের খেলনা দিয়ে বাড়ি তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন কেরলের ভিনু ড্যানিয়েল। বৃত্তাকার বাড়িটির বাইরের দেওয়ালকে সাজাতে তিনি ব্যবহার করেছেন মোট ৬,২০০টি খেলনা। অনেকদিন ধরেই ভিনুর মাথায় এই 'আইডিয়া' ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু খেলনা জোগাড় করতে তাঁর অনেকটা সময় পার হয়ে যায়। আসলে ভিনু একদিন জানতে পারেন, ভারতের ৮০ শতাংশ খেলনা একসময় বর্জ্যে পরিণত হয় এবং বেশিরভাগ প্লাস্টিকে তৈরি হওয়ায় তা পরিবেশের ক্ষতি করে। সেই কারণে তিনি খেলনা দিয়ে বাড়ি বানানোর পরিকল্পনা করেন। গাড়ি, ডাইনোসর, পুতুল— কী নেই সেখানে! ভিনুর খেলনা বাড়িটি এখন বাচ্চাদের অন্যতম প্রিয় জায়গা।

কাপ-স্বপ্নে চিন্তা ফাস্ট বোলিং

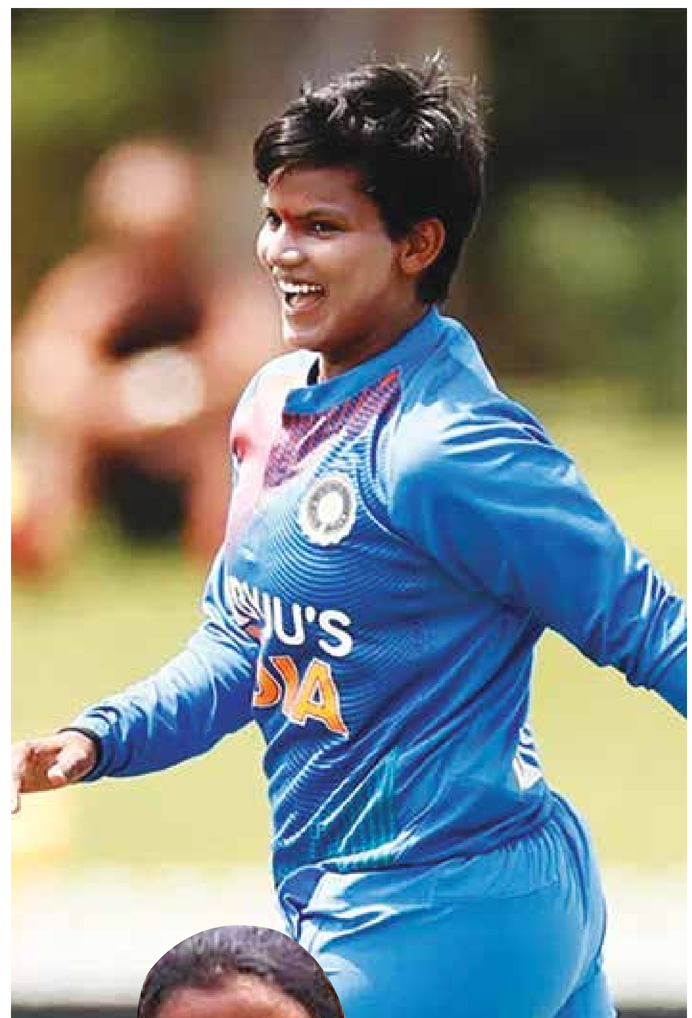

অংশগ্রহণকারী সমস্ত দেশ নিজেদের দল ঘোষণা করে ফেলেছে। বেশ কয়েকদিন হল টিকিটের লিংক খুলে গিয়েছে। সম্প্রচারকারী চ্যানেলও ‘বিরাটকে সমর্থন করলে স্মৃতিকে কেন নয়’ মার্কা একখানা প্রোমো চালিয়ে দিয়েছে। মাঝে আর ১৬ দিন, তারপরই ভারতের মাটিতে মহিলা বিশ্বকাপের বোধন। যেখানে অনেকে ভারতকে ফেভারিট মানছেন। হোম অ্যাডভান্টেজ ছাড়াও ভারতীয় ব্যাটিং একটা বড় কারণ। কিন্তু বোলিং, তার কী অবস্থা? সেইসঙ্গে এই বিশ্বকাপে দর্শক হিসেবে কতটা বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা আমাদের করা উচিত? ‘লক্ষ্য বিশ্বকাপের’ অন্তিম পর্বে আলোচনা করলেন তূণীর।

মহিলা ক্রিকেটে ফাস্ট বোলিং নিয়ে কথা হবে আর ঝুলন গোস্বামীর নাম আসবে না, এ কার্যত অসম্ভব। অনেকদিন আগে তিনি প্রাক্তন হয়ে গেলেও ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর এমনই প্রভাব যে এই বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনা করার সময়ও তাঁর কথা আসবেই। তিনি যেন ভারতীয় ক্রিকেটের এক রূপকথার নায়িকা। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে চাকদহের মতো এক মফসসল থেকে ঝুলনের দুনিয়ার সর্বকালের সেরা ফাস্ট বোলার হয়ে ওঠা যেন এক অবিশ্বাস্য সফরনামা। তিনি ভারতের মহিলা ক্রিকেট পরিবারের সেই বড় দিদি, যাঁর স্নিগ্ধ আশ্রয়ে, প্রশ্রয়ে লালিত হয়েছে বর্তমান প্রজন্ম।

কিন্তু ঝুলনোত্তর ভারতীয় ফাস্ট বোলিং আসন্ন বিশ্বকাপে মোটেও স্বস্তিতে থাকবে না। খেরোর খাতায়, আছের থেকে নেই-এর তালিকা দীর্ঘ। ঝুলনোত্তর ভারতীয় ফাস্ট বোলিং-এর মুখ রেণুকা সিং ঠাকুর। যিনি মূলত সুইং বোলার, ঝুলনের মতো গতি নেই। তবে দু’দিকেই বল সুইং করাতে পারেন, আবার সুইং না পেলে নিয়ন্ত্রিত সিম বোলিং দিয়ে রান আটকে রাখেন। রেণুকার প্রভাব বোঝাতে একটা পরিসংখ্যানই যথেষ্ট। তাঁর অভিষেকের পর ভারতীয় ফাস্ট বোলাররা ১৯ ম্যাচে ৬৯ উইকেট পেয়েছেন, এর মধ্যে তিনি একাই নিয়েছেন ৩৫ উইকেট। যার মধ্যে ৮২% উইকেট প্রথম সারির ব্যাটারদের (৩৭% ওপেনার)। শুধুমাত্র পাওয়ার প্লে-তে উইকেট শিকার বা ইকনমিক বোলিং নয়, মিডল ওভারে জুটি ভাঙতেও তিনি অধিনায়কের বিশেষ ভরসা। মূলত সেনা দেশেগুলোর বিরুদ্ধে রেণুকার এই সাফল্য এসেছে। এছাড়া কমনওয়েলথ বা বিশ্বকাপে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, রেণুকা বড় মঞ্চেও ভালো খেলেন। কিন্তু অন্য ভারতীয় ফাস্ট বোলারদের মতো রেণুকাও অত্যধিক চোটপ্রবণ। যেজন্য প্রথম মরশুমের পরেই চোট পেয়ে পুরো এক বছর তাঁকে মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল। তারপর ফিরে এক মরশুম খেলেন। কিন্তু বর্তমানে আবারও সেই চোট পেয়ে মাঠের বাইরে। চলতি বছরে একটাও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি। এই অবস্থায় বিশ্বকাপের আগে আজ থেকে শুরু হওয়া অস্ট্রেলিয়া সিরিজে তাঁর পারফরমেন্স ভারতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতীতে দেখা গিয়েছে, প্রতিবার চোটের পর রেণুকার গতি লক্ষণীয় ভাবে কমেছে। শেষবার মাঠে ফেরার সময় তাঁর বলের গতি ১০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় নেমে এসেছিল। তারপরেও অবশ্য ডব্লিউপিএল-এর সেই সব ম্যাচে তাঁর উইকেট পেতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি।

কিন্তু রেণুকার অবর্তমানে ভারতের ফাস্ট বোলিং সমস্যা এতটাই গভীর, যে চলতি বছরে ১১ ম্যাচে মোট ৭ জন ফাস্ট বোলার ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। তাঁদের মধ্যে অরুন্ধতী রেড্ডি এবং ক্রান্তি গৌড় ছাড়া কেউ সেভাবে প্রভাব ফেলতে পারেননি। এর মধ্যে ক্রান্তি অতিরিক্ত গতির সুবাদে শেষলগ্নে জাতীয় দলে সুযোগ পেয়ে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। ইংল্যান্ড সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচে ছয় উইকেট নিঃসন্দেহে ক্রান্তিকে আন্তর্জাতিক ম্যাচের প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস দেবে।

কিন্তু অপরদিকে ফাস্ট বোলিং অলরাউন্ডার পুজা বস্ত্রেকার আবার বিশ্বকাপের আগে দুর্ভাগ্যবশত চোট সারিয়ে উঠতে পারেননি। যদিও তাঁর অভাব আংশিক পূরণ করেছেন আমনজ্যোৎ কাউর। শ্রীলঙ্কার মাটিতে ত্রিদেশীয় সিরিজের তিন ম্যাচে তিনি ৩০+ গড়ে রান করেছেন, সেইসঙ্গে সাতটি উইকেটও দখল করেছেন। সদ্যসমাপ্ত ইংল্যান্ড সিরিজের টি-২০ ম্যাচে তিনি দলের বিপদে ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছেন। কিন্তু ইংল্যান্ড সিরিজে প্রথম একদিনের ম্যাচে চোট পেয়ে তিনিও আবার অস্ট্রেলিয়া সিরিজে মাঠের বাইরে থাকবেন। আসন্ন বিশ্বকাপে বল হাতে তাঁর সাফল্যের ওপর ভারতের প্রথম একাদশের ভারসাম্য নির্ভর করছে। কারণ, বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে স্বীকৃত ফাস্ট বোলিং অলরাউন্ডার একমাত্র তিনি’ই।

বর্তমানে যেখানে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ায় ধারাবাহিক ১১৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার ফাস্ট বোলাররা উঠে আসছেন, সেখানে ভারতীয় বোলারদের গড় গতি ১০৫-১০৮ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে বিগত শতাব্দীর নয়ের দশকে যেমন এমআরএফ পেস ফাউন্ডেশন খোলা হয়েছিল, ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখন প্রমীলাদের জন্যও বিসিসিআই-এর তেমন কিছু ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

তবে আশার কথা, ভারত বিশ্বকাপ খেলবে ঘরের মাঠে। যেখানে অবধারিতভাবে স্পিনাররা রাজত্ব করবেন। ভারতের বোলিংকে নেতৃত্ব দেবেন দীপ্তি শর্মা। গত বিশ্বকাপের পর থেকে একদিনের আন্তর্জাতিকে সর্বাধিক উইকেটশিকারি দীপ্তির সঙ্গে গত তিন বছরে অন্য ভারতীয় স্পিনাররা ধারাবাহিক পারফর্ম করতে পারেননি। এজন্য চোট-আঘাতের পাশাপাশি কোচ-নির্বাচকরাও অনেকাংশে দায়ী। চলতি বছরের আগে তাঁরা কোনও বোলারকেই ধারাবাহিকভাবে সুযোগ দেননি। ২০২২ বিশ্বকাপের পর থেকে ভারত অন্তত ২০ জন স্পিনার ব্যবহার করেছে, যাঁদের মধ্যে প্রায় কেউ সেভাবে প্রভাব ফেলতে পারেননি। যে তালিকায় সম্ভাবনাময় অফ ব্রেক বোলার শ্রেয়াঙ্কা পাতিল এবং আশা শোভনার মতো রিস্ট স্পিনারেরাও রয়েছেন। চোটের জন্য যাঁদের খেলোয়াড় জীবন বর্তমানে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় নির্দিষ্ট কোনও বোলিং আক্রমণ না থাকায় পাওয়ার-প্লে, মিডল ও ডেথ ওভারে উইকেট নেওয়ার পুরো দায়িত্বই এসে পড়েছিল দীপ্তির কাঁধে। কিন্তু সম্প্রতি দেখা গিয়েছে, সেই দীপ্তিই মাঝের ওভারে উইকেট নিতে পারছেন না।

সেই কারণেই সম্ভবত পরিস্থিতি বুঝে বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য তিনি এবারের হান্ড্রেডে অংশ নেননি। এই সিদ্ধান্ত বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। হান্ড্রেড বা টি-২০-র মতো ক্ষুদ্র সংস্করণে দীপ্তি সাধারণত শুরুতে ও শেষে বল করেন। যেখানে উইকেট তোলার থেকেও রান আটকানো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্যই দীপ্তি ফ্ল্যাট ট্র্যাজেক্টরিতে জোরে বল করার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু এরপর একদিনের বা টেস্টে গতি কমিয়ে বল ঘোরানোর জন্য যে টেকনিক্যাল বদল প্রয়োজন, সেটা করতে তিনি সমস্যায় পড়ছেন। সম্ভবত সেটি সমাধানের জন্য দীপ্তি এবছর হান্ড্রেড এড়িয়ে গেলেন।

অন্যদিকে চোটমুক্ত অভিজ্ঞ অফ-স্পিনার স্নেহ রানার সাম্প্রতিক বোলিং ভারতীয় দলের জন্য ইতিবাচক। রানা পাওয়ার প্লে-র শেষলগ্নে ও মাঝের ওভারে রেণুকার সঙ্গে সফল হলে হরমন দীপ্তিকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারবেন।

এছাড়াও দলে রয়েছেন শ্রীচরণী এবং রাধা যাদব, দুজনেই বাঁহাতি অর্থডক্স স্পিনার। মহিলা ক্রিকেটে এই ধরনের বোলারের গুরুত্ব অপরিসীম। টি-২০-তে সাফল্যের ভিত্তিতে অভিজ্ঞ রাধা যাদবের আগে বিস্ময় প্রতিভা শ্রীচরণী এখন একদিনের দলে নিয়মিত খেলছেন। শ্রীচরণী ক্লাসিক্যাল বাঁহাতি স্পিনার। হাওয়ায় বল নিয়ন্ত্রণের সহজাত শৈলী ও আম্পায়ারের সামনে থেকে রান আপ নিয়ে বিভিন্ন কোণ তৈরি করে তিনি ব্যাটারকে বিভ্রান্ত করতে পারেন। বল ছাড়ার সময় চরণীর ডান হাতের অবস্থান দর্শনীয়। টি-২০-তে ব্যাটারের আক্রমণাত্মক প্রবণতা চরণীকে উইকেট পেতে সাহায্য করে। সে কারণেই ইংল্যান্ডে সদ্যসমাপ্ত টি-২০ সিরিজে

> **গত বছর বিজয়া দশমীর দিনে টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের কা-স্বপ্নের বিসর্জন ঘটেছিল। এই বছর মহাষ্টমীর দিন থেকে একদিনের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন বোনা শুরু। আসুন, আমরা ভারতীয় ক্রিকেটের সমর্থকরা সকলে মিলে এই উৎসবে শামিল হই।**

পাঁচ ম্যাচে ১০ উইকেট নিয়ে তিনি সিরিজ সেরা হয়েছেন। কিন্তু তাঁর সমস্যা অনভিজ্ঞতা। একদিনের ক্রিকেটে উইকেট সহজে আসে না। লম্বা স্পেল করার সময় চরণী কোমরের ব্যবহার কমিয়ে দেন, ফলে বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারান। যে ছয়টি একদিনের ম্যাচ চরণী খেলেছেন, তাতে ৪৩.৫ গড়ে মাত্র ৭ উইকেট পেয়েছেন।

তুলনামূলকভাবে হিসাব করলে রাধা যাদব গত তিন বছরে ৪০ গড়ে সাত ম্যাচে আট উইকেট পেয়েছেন। রাধার অভিজ্ঞতা, ব্যাটিং ও দুর্দান্ত ফিল্ডিং-এর কথা মাথায় রেখে তাঁকে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ সফরে অধিনায়ক হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। যেখানে তিনি ব্যাটে-বলে সফল। ঘরের মাঠে দীপ্তি-চরণী-রানা-রাধা এই স্পিন চতুষ্টয়কে হরমন এবং অমল কতটা মুনশিয়ানার সঙ্গে ব্যবহার করেন, তার ওপরে ভারতের বিশ্বকাপ ভাগ্য নির্ভর করছে।

সবশেষে বলার যে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আমাদের আন্তর্জাতিক মানের ব্যবধান ক্রমশ কমে আসছে। আসন্ন বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় দলের স্বচ্ছ পরিকল্পনা স্বস্তিদায়ক। হার-জিত খেলার অঙ্গ। ইদানীং ভারতীয় দল আগের থেকে অনেক বেশি তুল্যমূল্য ম্যাচ জিতছে। অ্যালিসা হিলির অস্ট্রেলিয়া বা ন্যাট স্ক্যাভিয়ার-ব্রান্টের ইংল্যান্ডের থেকেও হরমন বাহিনীর কঠিন প্রতিপক্ষ বড় ম্যাচে স্নায়ুযুদ্ধ এবং ক্লান্তিকে জয় করা। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে ভারতীয় দলকে দীর্ঘ সফর করতে হবে। মহিলা ক্রিকেটাররা টানা ম্যাচ খেলায় অভ্যস্ত হলেও দীর্ঘ সফরে নন। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা ছাড়া প্রায় সব দলকে এই কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে। সেজন্য ভারতের অন্যতম চ্যালেঞ্জ সমস্ত খেলোয়াড়দের চোটমুক্ত রাখা।

গত বছর বিজয়া দশমীর দিনেই টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের কাপ স্বপ্নের বিসর্জন ঘটেছিল। এই বছর মহাষ্টমীর দিন থেকে একদিনের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন বোনা শুরু। আসুন, আমরা ভারতীয় ক্রিকেটের সমর্থকরা সকলে মিলে এই উৎসবে শামিল হই। ভরসা রাখি আমাদের খেলোয়াড়দের ওপর। *(শেষ)*

ভারতীয় 'বি' টিমও হারাবে!

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : ভারত-পাকিস্তান মহারণের জের দুই দেশের ক্রিকেটমহলেও।

ওয়াঘার দুই পাড় থেকেই চলছে গোলাগুলি। ম্যাচের আগে সূর্যকুমার যাদবদের হয়ে ব্যাট ধরলেন ভারতীয় প্রাক্তনরা। তিরাশির বিশ্বজয়ী দলের ওপেনার কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের যেমন দাবি, ব্যাটিং, বোলিংয়ে পাকিস্তান সাধারণ মানের দল। ওমানের মতো 'বুড়োদের' দলকে হারিয়ে পাকিস্তানের হুংকার দেওয়ার কিছু নেই। আসল পরীক্ষা তো রবিবার ভারতের তরুণ ব্রিগেডের বিরুদ্ধে।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে শ্রীকান্ত বলেন, 'ওমানের দলের বেশিরভাগ প্লেয়ারের বয়স ৩৪-৩৫-এর বেশি। ওদের হারিয়ে কিছু প্রমাণ হয় না। এই বয়সে আমিও হয়তো ওমানের অধিনায়ক হয়ে যেতে পারি। এমন একটা দলের বিরুদ্ধেও পাকিস্তানের বোলিং সেভাবে ছাপ ফেলতে পারেনি। সেখানে ভারতের ইয়ং ব্রিগেডের বিরুদ্ধে কী করে রবিবার, সেটাই দেখতে চাই।'

একইভাবে পাকিস্তানের ব্যাটাররা আদৌ ভারতীয় বোলিংকে কতটা সামলাতে পারবে তা নিয়েও সন্দিহান শ্রীকান্ত। সাফ কথা, কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তীদের স্পিন সামলানোর মতো ক্ষমতা নেই মহম্মদ হ্যারিস, ফখর জামানদের। দুঃসাহসী শট খেলার ভুল করলে উইকেট খোয়াতে হবে।

প্রাক্তন পেসার অতুল ওয়াসন এক ধাপ এগিয়ে দাবি করলেন ভারতীয় 'বি' টিমের কাছেও হারবে পাকিস্তানের এই দল। তিনি বলেছেন, 'নয়ের দশকে যখন আমরা খেলতাম, তখন পাকিস্তান দুর্দান্ত দল ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। এই পাকিস্তানকে ভারতের 'বি' দলও হারাবে। ভারতীয় ক্রিকেটের গভীরতাও বেড়েছে। রোহিত (শর্মা), বিরাটের (কোহলি) অভাব টের পাওয়া যায় না।'

অভিষেক নায়ার আবার বিগ ম্যাচে হার্দিক পান্ডিয়ার সাফল্যের রহস্য ফাঁস করলেন। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচের মতে, টেকনিকের চেয়ে হার্দিকের মূল নজর থাকে ফিটনেসে। ব্যাটিংয়ের চেয়ে বোলিংয়ে বেশি জোর দেন নেটে। যোগা থেকে খাদ্য তালিকা, ট্রেনিং— সবকিছু নিয়মমাফিক। নিজেকে রুটিনে বেঁধে ফেলার পাশাপাশি দৃঢ় মানসিকতা হার্দিকের সাফল্যের অন্যতম কারণ।

অজয় জাদেজার গলাতেও এক সুর। পাক ম্যাচে হার্দিককে দলের অন্যতম হাতিয়ার আখ্যা দিয়ে প্রাক্তন তারকা বলেছেন, 'ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—তিন বিভাগেই দক্ষ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অতীতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছে। চাপে কখনও ভেঙে পড়ে না। আত্মবিশ্বাসই ওর সবচেয়ে বড় শক্তি।'

রবিচন্দ্রন অশ্বীন অপরদিকে অর্শদীপ সিংকে নিয়ে নতুন বিতর্ক উসকে দিলেন। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ম্যাচে ব্যাটিং গভীরতা বাড়াতে জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে অগ্রাধিকার পেয়েছেন দুই পেস অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে। অনেকে যে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুললেও অবাক নন অশ্বীন। তাঁর কথায়, গম্ভীর-জমানায় এটা নতুন কিছু নয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একই জিনিস হয়েছিল। আগামী টি২০ বিশ্বকাপেও অর্শদীপকে নিয়ে একই জিনিস চললে তিনি অন্তত অবাক হবেন না।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে অনুশীলন সেরে ফিরছেন অভিষেক শর্মা।

এশিয়া কাপে আজ
ভারত বনাম পাকিস্তান
সময় : রাত ৮টা, স্থান : দুবাই
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

একই বৃন্তে।। ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের ছবি নিয়ে এক ক্রিকেট অনুরাগী। দুবাইয়ে শনিবার।

> ওমানের দলের বেশিরভাগ প্লেয়ারের বয়স ৩৪-৩৫-এর বেশি। ওদের হারিয়ে কিছু প্রমাণ হয় না। এই বয়সে আমিও হয়তো ওমানের অধিনায়ক হয়ে যেতে পারি। এমন একটা দলের বিরুদ্ধেও পাকিস্তানের বোলিং সেভাবে ছাপ ফেলতে পারেনি। সেখানে ভারতের ইয়ং ব্রিগেডের বিরুদ্ধে কী করে রবিবার, সেটাই দেখতে চাই।
> -কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত

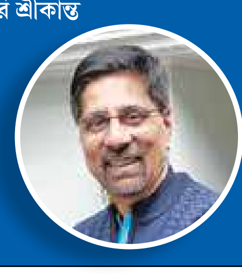

> সাইমকে নিয়ে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। বলেছিলাম, বাবর আজমের নতুন সংস্করণ হল ও। একেবারে অন্যরকম খেলোয়াড়। আমার মতে, এখনও ক্রিকেট বিশ্বকে নিজের ক্ষমতার ৮০ শতাংশও দেখাতে পারেনি।
> -ফখর জামান

মহারণে নতুন পাক 'অস্ত্র' আয়ুব

যে কোনও দলকে হারাতে পারি, হুংকার সলমনের

দুবাই, ১৩ সেপ্টেম্বর : মহম্মদ রিজওয়ান বাদ। ছাঁটাই বাবর আজমও।

বাবরের শূন্যতা পূরণে পাকিস্তানের নতুন তুরুপের তাস সাইম আয়ুব। সতীর্থ ফখর জামানের কথায়, বাবরের 'নতুন সংস্করণ' আয়ুব। পাক কোচ মাইক হেসনও মনে করেন, তাঁর ব্যাটিংয়ের মূল অস্ত্র বছর তেইশের তরুণ। কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী, জসপ্রীত বুমরাহদের চ্যালেঞ্জ সামলাতে আয়ুবের ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি তাঁর অফস্পিনও কাজে দেবে।

ভারত-পাক মহারণের আগে ফখরের দাবি, 'সাইমকে নিয়ে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। বলেছিলাম, বাবর আজমের নতুন সংস্করণ হল ও। একেবারে অন্যরকম খেলোয়াড়। আমার মতে, এখনও ক্রিকেট বিশ্বকে নিজের ক্ষমতার ৮০ শতাংশও দেখাতে পারেনি।' ফখরের কথার রেশ ধরে কোচ হেসন বলেছেন, 'আমাদের অন্যতম ভরসার জায়গা। কারণ সাইম যদি রান পায়, তাহলে আমরা সাধারণত জিতি।'

২ বছরের কেরিয়ারেই পাকিস্তান ক্রিকেটে হইচই ফেলেছেন। দেশের হয়ে ৮টি টেস্টের পাশাপাশি ১২টি এবং ৪১টি আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচ খেলেছেন। ২০২৪-এ দক্ষিণ আফ্রিকাকে ওডিআই সিরিজে ৩-০ হারানোর অন্যতম কারিগর ছিলেন সাইম। রবিবার ভারতের বিরুদ্ধে ব্যাটে-বলে জোড়া দক্ষতায় ভরসা জোগাচ্ছেন দলকে।

অধিনায়ক সলমন আলি আঘা আবার ভারত ম্যাচের আগে বিন্দাস মেজাজে। বৃহস্পতিবার ওমানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরুর পর পাক অধিনায়কের হুংকার, বিশ্বের যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখেন তাঁরা। বলেছেন, 'গত ২-৩ মাস আমরা ভালো খেলছি। ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাই। নিজেদের পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন ঘটাতে পারলে যে কোনও দলকে হারাতে পারি আমরা।'

তবে মানছেন ব্যাটিংয়ে কিছু কিছু জায়গায় ফাঁকফোকর রয়ে গিয়েছে। তবে বোলিং নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠবে না, দাবি সলমনের। পাক অধিনায়ক বলেছেন, 'ব্যাটিংয়ে উন্নতির জায়গা রয়েছে। তবে বোলিং দুর্দান্ত হয়েছে। দলের তিন স্পিনার, তিনজনই আলাদা ধরনের। সাইমও রয়েছে, প্রয়োজনে স্পিন করে দেবে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে খেলতে হলে বাড়তি স্পিনার দরকার, যা আমাদের আছে।'

দলের অন্যতম ভরসা সাইমের চোখ এশিয়া কাপ জয়ে। শুধুমাত্র ভারত ম্যাচ নিয়ে ভাবতে রাজি নন। সাংবাদিক সম্মেলনে বাঁহাতি অলরাউন্ডারের মন্তব্য, 'দুই দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের উৎসাহ, আগ্রহের নিরিখে নিশ্চিতভাবে বিগ ম্যাচ। তবে আমরা ক্রিকেটাররা এভাবে দেখি না। মূল কথা প্রক্রিয়া। বাকি ম্যাচগুলির মতো কালকের দ্বৈরথেও সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করব আমরা। নিজের পরিকল্পনা এবং তার সঠিক বাস্তবায়নে চোখ থাকবে। আর শুধুমাত্র ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে ভাবছি না। লক্ষ্য টুর্নামেন্ট জেতা।'

দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী শেষবার মুখোমুখি হয়েছিল গত বছর টি২০ বিশ্বকাপে। লো স্কোরিং যে ম্যাচে পাকিস্তান ভারতীয় বোলিংয়ের চ্যালেঞ্জ সামলাতে ব্যর্থ। সাইম যদিও অতীতে পড়ে থাকতে নারাজ। দাবি, বিশ্বকাপের পর বছরখানেক কেটে গিয়েছে। অতীতের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফোকাস এশিয়া কাপে। লক্ষ্য, ভয়ডরহীন ক্রিকেটেই হিসেবটা বদলে দেওয়া।

ব্যাটিংয়ের সঙ্গে সাইম আয়ুবের অফস্পিন বোলিংয়ে ভরসা রাখছে পাকিস্তান টিম ম্যানেজমেন্ট।

বুমরাহ-ফ্যাক্টর নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছেন না। সাইমের যুক্তি, শুধু জসপ্রীত বুমরাহ নয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রতিটি বোলারকে সামলানো চ্যালেঞ্জ। সমীহ করলেও শঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ দেখছেন না। একইভাবে পাক ক্রিকেটের নয়া মুখ পাত্তা দিচ্ছেন ভারতের বিরুদ্ধে দলের অতীত রেকর্ডকে। যুক্তি, প্রতিটি ম্যাচ নতুন দিন, নতুন চ্যালেঞ্জ। দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামের যে টক্করের জন্য প্রস্তুত পাকিস্তান।

সূর্যদের টিম মিটিংয়েও অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গ

দুবাই, ১৩ সেপ্টেম্বর : খেলাটার নাম ক্রিকেট। মঞ্চ এশিয়া কাপের। লড়াই হবে বাইশ গজে। যেখানে ব্যাট-বলের যুদ্ধে পরস্পরের মুখোমুখি দুই প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তান।

রবিবারের ভারত-পাক মহারণের আসরে ক্রিকেট ছাপিয়ে বারবার সামনে চলে আসছে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের কথা। প্রশ্ন একটাই, মহারণে পহলগাম কাণ্ড ও ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের প্রভাব কি পড়বে?

জবাব সময়ের গর্ভে। তার আগে আজ ভারতীয় সময় রাতের দিকে টিম ইন্ডিয়ার তরফে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন ফিল্ডিং কোচ রায়ান টেন ডোসেট। সেখানে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন, সূর্যকুমার যাদবদের টিম মিটিংয়েও পহলগাম কাণ্ড ও অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রায়ান টেনের কথায়, 'অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় এটি। খুব বেশি বলা উচিতও নয়। তবে ভারতীয় দলের টিম মিটিংয়ে এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। আমরা এখানে ক্রিকেট খেলতে এসেছি। সেটাই টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরও ক্রিকেটারদের আবেগ, দেশের মর্যাদার বিষয়টি থেকেই যাচ্ছে।'

সমগ্র ক্রিকেট সমাজেরই কালকের ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের দিকে নজর রয়েছে। সীমান্তের দুই দিক থেকে অনেকেই ম্যাচ'বয়কটের' কথাও বলেছেন। কিন্তু তারপরও খেলা হচ্ছে নির্ধারিত দিনেই। মাঠে কি দুই দেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে? এমন প্রশ্নের জবাবও অত্যন্ত সাবধানি ভঙ্গিতে দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার ফিল্ডিং কোচ। বলেছেন, 'দেশের মানুষের আবেগের কথা আমরা সবাই জানি। তাই ক্রিকেট ও রাজনীতিকে আলাদা রাখার চেষ্টা চলছে। ভারত সরকারের নির্দেশ মেনেই এশিয়া কাপে এসেছি আমরা। আমাদের কোচ গৌতম গম্ভীর দলকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, যে সব বিষয় ক্রিকেটারদের নিয়ন্ত্রণে নেই, সেই বিষয় নিয়ে বেশি না ভেবে ক্রিকেটে ফোকাস করতে।'

স্পর্শকাতর অনেক বিষয়ই কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার ফিল্ডিং কোচ। কিন্তু তারপরও দলের অন্দরে 'ছাই চাপা আগুনের' মতো জ্বলছে প্রতিবেশী দেশকে নিয়ে ক্ষোভ ও বিরক্তি। মহারণে তার প্রভাব পড়ে কিনা, সেটাই দেখার।

অনুশীলনের ফাঁকে কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। দুবাইয়ে শনিবার।

বিতর্ক ভুলে ক্রিকেট উপভোগ করো

পরামর্শ আক্রামের

বোলিংয়ের পর ক্যাচিংয়ের প্রস্তুতিতে বরুণ চক্রবর্তী।

দুবাই, ১৩ সেপ্টেম্বর : মাঝে বছরখানেকের অপেক্ষা।

রবিবার ফের মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। বুর্জ খালিফার শহর দুবাইয়ের যে মহারণ ঘিরে উৎসাহ থাকলেও পারদ যতটা চড়ার তা হয়নি। ভারত-পাক দ্বৈরথ। অথচ, টিকিট বিক্রিতে যতটা আগ্রহ দেখা যায়, তা ঘটেনি এবার। কারও মতে, পহলগাম, অপারেশন সিঁদুরের প্রেক্ষিতে অনেকেই ম্যাচ বয়কটের পক্ষে।

ছাপ পড়ছে দুই দলের ক্রিকেটারদের মধ্যেও। পরস্পরের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা। তবে ওয়াসিম আক্রাম বিতর্ক সরিয়ে দুই দেশের খেলোয়াড়দের ম্যাচ উপভোগ করার আবেদন জানাচ্ছেন। দ্বৈরথের আগে পাক সুইং কিং বলেছেন, 'ক্রিকেট উপভোগ করো। বাকি সব ভুলে দুই দলের খেলোয়াড়দের বলব ম্যাচের আনন্দ নিক। একটা টিম জিতবে, একটা হারবে। চাপ থাকবে। যা কাটিয়ে উঠতে শৃঙ্খলা দরকার। দুই দলের পাশাপাশি যা প্রযোজ্য দুই দেশের সমর্থকদেরও।'

নিজের কেরিয়ারের প্রসঙ্গ টেনে আক্রম জানান, ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিটি ম্যাচ উপভোগ করেছেন। একই জিনিস দেখেছেন প্রতিপক্ষ প্লেয়ারদের মধ্যেও। সাফল্যের জন্য ক্রিকেট উপভোগ করা জরুরি। সলমন আলি আঘা, সূর্যকুমার যাদবদের সেই পরামর্শই দিচ্ছেন। শুধু কালকের ম্যাচ নয়, নিজের দেশকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসের কথাও শোনালেন আক্রাম।

প্রাক্তন পাক অধিনায়কের মতে, গত সপ্তাহেই ত্রিদেশীয় সিরিজ জিতেছে পাকিস্তান। সেই আত্মবিশ্বাস নিয়েই নামবে। তবে শুধু ভারতকে হারানোর মধ্যেই যেন ফোকাস না থাকে। একটা-আধটা ম্যাচ হারজিত হতে পারে। কিন্তু দিনের শেষে টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়াই আসল। আক্রামের দাবি, 'হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ হবে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে যে একতরফা দাপট দেখিয়েছে ভারত, রবিবার তা দেখা যাবে না পাকিস্তান ম্যাচে।'

সম্প্রীতির বার্তা চাচা জলিলের

এদিকে, পাকিস্তানের 'সুপার ফ্যান' আব্দুল জলিলের মুখেও সম্প্রীতির বার্তা। ভারত ম্যাচ দেখার জন্য শুক্রবারই দুবাইয়ে পা রেখেছেন। ভারত-পাক ম্যাচে দর্শক হিসেবে সেঞ্চুরি হাঁকানো 'চাচা' জলিলের বার্তা—ক্রিকেট ভালোবাসার জিনিস। যুদ্ধের সঙ্গে যার কোনও সম্পর্ক নেই। দুই দেশের ম্যাচ ঘিরে সেই ভালোবাসা, আবেগই ঝরে পড়ুক।

হাইভোল্টেজ ম্যাচের প্রাক্কালে বছর ছিয়াত্তরের চাচা জলিল বলেছেন, 'এটা ক্রিকেট ম্যাচ। সবার উচিত ক্রিকেট হিসেবেই যা দেখা এবং আনন্দ নেওয়া। পকেটে ম্যাচের টিকিট যদি থাকে, তাহলে মাঠে গিয়ে উপভোগ করো। দলকে সমর্থনের পাশাপাশি প্রতিপক্ষের ভালো ক্রিকেটকেও সম্মান জানাও। আমার একটাই স্লোগান—'টেনশন নয়, ক্রিকেট হল আনন্দের, ভালোবাসার। যুদ্ধ নয়।' দুই দেশের সমর্থকদের কাছে এই বার্তাই পৌঁছে দিতে চাই।'

বোর্ডের এজিএমে সৌরভ, হরভজন

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : দুই বন্ধু। দুইজনই পরস্পরের ঘনিষ্ঠ। একসঙ্গে লড়াই করে দেশকে বহু সাফল্য এনে দিয়েছেন তাঁরা।

২৮ সেপ্টেম্বর সেই দুই বন্ধুকে ফের একসঙ্গে দেখা যাবে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভায়। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার নয়া সভাপতি হচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনিই সিএবি-র প্রতিনিধি হিসেবে হাজির হতে চলেছেন ভারতীয় বোর্ডের এজিএমে। পাশাপাশি পাঞ্জাব ক্রিকেট সংস্থার মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে বোর্ডের এজিএমে হাজির হতে চলেছেন হরভজন সিং। সৌরভ-হরভজনের মতো জনপ্রিয় দুই তারকার বোর্ডের এজিএমে হাজির হওয়ার খবর সামনে আসতেই নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। সৌরভ অথবা হরভজনদের কি বোর্ড প্রশাসনে দেখা যেতে পারে? সম্ভাবনা কম হলেও আলোচনা চলছে প্রবলভাবেই। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর সিএবি-র এজিএম। সেদিন ছয় বছর পর সৌরভের সিএবি সভাপতি পদে ফেরা নিশ্চিত। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার মসনদে বসেই সৌরভ বোর্ডে চলে যাবেন, এমন সম্ভাবনা কার্যত শূন্য। তুলনায় হরভজনের বোর্ডের প্রশাসনিক পদে সুযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। ভাজ্জি নিজে এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করেননি। ফলে জল্পনা আরও বেড়েছে।

শচীন তেন্ডুলকার বিসিসিআই সভাপতি পদে 'না' করে দিয়েছেন আগেই। কিন্তু তারপরও প্রভাবশালী একজন প্রাক্তন ক্রিকেটার বোর্ড সভাপতি পদে আসছেন বলে খবর। কিরণ মোরে, রবি শাস্ত্রী, কপিল দেব, রাহুল দ্রাবিড়দের মতো অনেক নামই শোনা যাচ্ছে। তার মধ্যেই আজ সরকারিভাবে পাঞ্জাবের প্রতিনিধি হিসেবে হরভজনের বোর্ড এজিএমে হাজির হওয়ার খবর সামনে আসার পর তাঁকে নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে জোরকদমে। শেষ পর্যন্ত কী হয়, সেটাই দেখার।

বিরাটের অবসরে প্রশ্ন তালিবান নেতার!

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : বড্ড তাড়াতাড়ি টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন বিরাট কোহলি। আরও কয়েক বছর খেলা উচিত ছিল। বিরাটের যে সিদ্ধান্তে বঞ্চিত হল ক্রিকেটপ্রেমীরা। কোনও প্রাক্তন ক্রিকেটার নয়, এহেন বক্তব্য তালিবান সরকারের অন্যতম শীর্ষকর্তা আনিস হাক্কানির। মহিলাদের ক্রিকেট আফগানিস্তানের বন্ধ থাকলেও ক্রিকেট নিয়ে সেদেশের আবেগ অজানা নয়। আনিস হাক্কানির বিরাটপ্রেমে তারই প্রতিফলন।

এক পডকাস্ট শোয়ে হাক্কানি বলেছেন, 'রোহিতের টেস্ট অবসর তাও মানা যায়। কিন্তু কী কারণে বিরাট কোহলির অবসর, আমার বোধগম্য নয়। বিরল চরিত্র, বিশ্ব ক্রিকেটের খুব কমই রয়েছে ওর মতো। আমি তো চাইব ও ৫০ বছর পর্যন্ত খেলুক। হয়তো ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের উপর বিরক্ত ছিল বিরাট। তবে বাস্তব হল, টেস্ট ক্রিকেটে আরও অনেক কিছু দেওয়ার ছিল।'

বিরাট প্রসঙ্গে ক্রিস গেইলের মুখেও এক সুর। একই পডকাস্টে ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তির মন্তব্য, 'একশো ভাগ মিস করব বিরাটকে। খুব তাড়াতাড়ি টেস্টকে বিদায় জানিয়েছে। কারণ যাই হোক, ক্রিকেট মিস করবে। নিঃসন্দেহে বিরাট ক্রিকেট বিশ্বের অত্যন্ত বড় চরিত্র।'

> রোহিতের টেস্ট অবসর তাও মানা যায়। কিন্তু কী কারণে বিরাট কোহলির অবসর, আমার বোধগম্য নয়। বিরল চরিত্র, বিশ্ব ক্রিকেটের খুব কমই রয়েছে ওর মতো। আমি তো চাইব ও ৫০ বছর পর্যন্ত খেলুক। হয়তো ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের উপর বিরক্ত ছিল বিরাট। তবে বাস্তব হল, টেস্ট ক্রিকেটে আরও অনেক কিছু দেওয়ার ছিল। -আনিস হাক্কানি
> (তালিবান সরকারের অন্যতম শীর্ষকর্তা)

লর্ডসে অনুশীলন সেরে নেট বোলারের সঙ্গে ছবি তুললেন বিরাট কোহলি।

দলীপ ফাইনালে আরও জাঁকিয়ে বসেছে মধ্যাঞ্চল

বেঙ্গালুরু, ১৩ সেপ্টেম্বর : দলীপ ট্রফির ফাইনালের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে মধ্যাঞ্চল। শনিবার তৃতীয় দিনে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে মধ্যাঞ্চলের ইনিংস শেষ হয় ৫১১ রানে। দক্ষিণাঞ্চল প্রথম ইনিংসে করে ১৪৯ রান। যার ফলে ৩৬২ রানের লিড পান রজত পাতিদাররা। এদিন অল্পের জন্য দ্বিশতরান হাতছাড়া করেন যশ রাঠোর। তিনি ১৯৪ রানে আউট হন। দক্ষিণাঞ্চলের হয়ে গুরজাপনীত সিং ও অঙ্কিত শর্মা ৪টি করে উইকেট নেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ২ উইকেটে ১২৯ রান সংগ্রহ করেছে দক্ষিণাঞ্চল। এখনও ২৩৩ রানে পিছিয়ে তারা। এদিকে মধ্যাঞ্চলের সামনে ইনিংসে ম্যাচ জয়ের হাতছানি রয়েছে। সেই লক্ষ্যে রবিবার মাঠে নামবেন রজত পাতিদাররা।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ মধুরিমা বৈদ্য ঃ Happy Birth day to you এই বিশেষ দিনে পরমপুরুষ তোমায় অনাবিল আনন্দ এবং চিরন্তন সুখ দান করুক এবং তোমার ভবিষ্যৎ জীবন হয়ে উঠুক উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর। আন্তরিক প্রীতি, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা ও শুভকামনা সহ- মা (নবমী ঘোষ), বাবা (হরিপদ বৈদ্য), দিদন (গৌরী রানী ঘোষ), ঠাকুমা (মালতী বৈদ্য), বাড়িভাষা, শিলিগুড়ি।

সিএবি এজিএম ২২ সেপ্টেম্বর

আজ 'দল' নিয়ে মনোনয়ন পেশ সভাপতি সৌরভের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : অতীতে তিনি সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ফের বঙ্গ ক্রিকেটের মসনদে বসতে চলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ছয় বছর পর ফিরছেন মহারাজ।

আগামী ২২ সেপ্টেম্বর বাংলা ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা। সেই লক্ষ্যে আগামীকাল মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। সূত্রের খবর, আগামীকাল বিকেলেই পুরো প্যানেল সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন পেশ করবেন সৌরভ। কেমন হতে পারে তাঁর নয়া প্যানেল? সিএবির অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে বহু নাম। যার পিছনে রয়েছে রাজনীতির নানা সমীকরণও। উপরি হিসেবে রয়েছে নবান্নের 'আশীর্বাদও'। সবমিলিয়ে ফের সিএবি সভাপতির পদে সৌরভের বসে পড়া এখন সময়ের অপেক্ষা।

২২ সেপ্টেম্বরের এজিএমের আসরে কোনও নির্বাচনের সম্ভাবনাও নেই। জল্পনা ও আগ্রহ সৌরভের 'টিম' নিয়েই।

জানা গিয়েছে, মহারাজের প্যানেলে সচিব পদে বাবলু কোলে জায়গা পেয়েছেন। ২০ বছর পর তিনি বাংলা ক্রিকেট প্রশাসনে ফিরছেন। সহ সভাপতি পদে নিশীথ রঞ্জন দত্ত (অনু) থাকছেন। কোশাধ্যক্ষ পদে সৌরভের ছোটবেলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সঞ্জয় দাসের নাম রয়েছে। যুগ্ম সচিব পদে মদন ঘোষ আসছেন নয়া দায়িত্বে। শুরুর দিকে সৌরভের প্যানেলে সহ সভাপতি হিসেবে সুব্রত দত্তের নাম শোনা গেলেও পরবর্তী সময়ে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন বলে খবর। কাল বিকেলে সৌরভের মনোনয়ন পেশকে কেন্দ্র করে সিএবিতে রীতিমতো উৎসবের মেজাজ দেখা যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যার ঝলক আজ রাতেই দেখা গিয়েছে। নিজের সম্ভাব্য 'দল'-এর পাশে বাংলা ক্রিকেটের বহু কর্তাকে নিয়ে রীতিমতো খোশমেজাজে ছিলেন মহারাজ। আসলে বাংলা ক্রিকেট প্রশাসনে নয়া ইনিংস শুরুর আগে নতুনভাবে নিজেকে মেলে ধরতে বদ্ধপরিকর তিনি।

৮০ কেজি ওজন বিভাগের সেমিফাইনালে জয়ের পথে নূপুর শেওরান। লিভারপুলে।

সুইৎজারল্যান্ডকে হারাল ভারত

ডেভিস কাপ

জুরিখ, ১৩ সেপ্টেম্বর : ডেভিস কাপে বিশ্ব গ্রুপ ১-এর টাইয়ে সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩-১ ব্যবধানে জয় পেল ভারত। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এই প্রথম ভারতীয় দল কোয়ালিফায়ারে পৌঁছাল। জয়ের নায়ক সুমিত নাগাল। শনিবার রিটার্ন সিঙ্গলসের প্রথম ম্যাচে তিনি ৬-১, ৬-৩ গেমে হারিয়ে দেন হেনরি বার্নেটকে। এর আগে গতকাল সুমিত ৭-৬ (৭/৪), ৬-৩ গেমে জিতেছিলেন মার্ক-আন্দ্রেয়া হুয়েসলারের বিরুদ্ধে। প্রথম ম্যাচেই চমক দেন দক্ষিণেশ্বর সুরেশ। রিজার্ভে থাকলেও তাঁর ওপর আস্থা রেখেছিলেন অধিনায়ক রোহিত রাজপাল। আস্থার মর্যাদা রেখে ৭-৬ (৭/৪), ৬-৩ গেমে দক্ষিণেশ্বর জয় তুলে নেন জেরম কিমের বিরুদ্ধে। তবে এদিন ডাবলসে এন শ্রীরাম বালাজি-হৃত্বিক বোল্লিপাল্লি ৭-৬ (৭/৩), ৪-৬, ৫-৭ গেমে জাকুব পল-ডমিনিক স্ট্রিকারের বিরুদ্ধে হেরে যান।

বাংলাদেশকে লড়াইয়ে রাখলেন শামিম

বাংলাদেশ-১৩৯/৫
শ্রীলঙ্কা-১০৭/১
(১০ ওভার পর্যন্ত)

আবু ধাবি, ১৩ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে খেলতে নেমেই তাক লাগাল শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশকে তারা বেঁধে রাখল ১৩৯/৫ স্কোরে।

টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক চরিথ আসালাঙ্কা। সেই সিদ্ধান্ত প্রথম থেকেই সঠিক প্রমাণ করলেন তাঁর বোলাররা। বাংলাদেশ প্রথম দুই ওভারে দুই উইকেট হারাল স্কোরবোর্ডে একটিও রান যোগ না করেই। প্রথম ওভারে নুয়ান থুশারা (১৭/১) এবং দ্বিতীয় ওভারে দুষ্মন্ত চামিরা (১৭/১) মেডেন ওভার সহ একটি করে উইকেট তোলেন। সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্পিনের ভেলকি দেখিয়ে নিজের প্রথম দুই ওভারে দুইটি উইকেট পকেটে পোরেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (২৫/২)। ফলে দশম ওভারে বাংলাদেশের স্কোর দাঁড়ায় ৫৩/৫। সেই ধাক্কা সামালে কিছুটা প্রতিরোধ দেখা গিয়েছে শামিম হোসেন (অপরাজিত ৪২) ও জাকের আলির (অপরাজিত ৪১) ব্যাটে।

রানতাড়ায় নেমে দ্বিতীয় ওভারেই মুস্তাফিজুর রহমানের শিকার হয়ে ফিরে যান কুশল মেন্ডিস (৩)। তবে সেই চাপ তারা কাটিয়ে ওঠে পাথুম নিসাঙ্কা (৫০) ও কামিল মিশারার (৩৪) আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ১০ ওভারে ১ উইকেটে ১০৭ রান তুলেছে। শুরুতেই উইকেট পেলেও সেই ছন্দ ধরে রাখতে পারেননি মুস্তাফিজুর।

বিদেশি নয়, ফিট ফুটবলারই বাগান কোচের ভাবনায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : মনবীর সিংকে নিয়ে অস্বস্তি কাটছে না মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

এদিনও অনুশীলন করলেন না দলের এই গুরুত্বপূর্ণ উইং হাফ। ফলে ডানদিক নিয়ে চিন্তা থাকছেই হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার। যদিও তিনি নিজে এই আল আহলির বিপক্ষে বাড়তি ঝুঁকি নিতে চাইছেন বলে মনে হচ্ছে না। কারণ প্রায় প্রতিদিনই অনুশীলনে দুই বিদেশিকে প্রথম একাদশে রেখে দলকে অনুশীলন করাচ্ছেন মোহনবাগানের এই স্প্যানিশ কোচ। এদিন অবশ্য টম অ্যালড্রেডের সঙ্গে আলবার্তো রডরিগেজকে দেখা গেল প্রস্তুতিতে। এছাড়া শুক্রবারই অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন অনিরুদ্ধ থাপাও। তবে এখনও দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও রবসন রোবিনহো পুরো ম্যাচ ফিট নন। দুজনকেই তাই প্রয়োজন হলে খেলানোর ভাবনা মোলিনার। এমনকি এই আহল এফকে-র বিপক্ষে জেমি ম্যাকলারেনকেও হয়তো প্রথম একাদশে দেখা না যেতে পারে। কারণ তিনিও অসুস্থতার জন্য পুরো ফিট নন। তুর্কমেনিস্তানের এই দলটাতে নেই কোনও বিদেশি। সবাই ওদেশের ফুটবলার। যদিও জাতীয় দল ও দেশের অনূর্ধ্ব-২৩ দলের একাধিক ফুটবলার আছেন দলে। তবু হয়তো গ্রুপের বাকি দলগুলির তুলনায় কম শক্তিশালী বলেই আনফিট ফুটবলারদের বদলে সেরা একাদশই নামাতে চাইছেন মোলিনা।

গত মরশুমে ঘরের মাঠে আল্টিন আসির ছাড়া কোনও ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি মোহনবাগান। তাই এবার এসিএল-২-এর শুরুটা অন্তত ভালো করতে মরিয়া সবুজ-মেরুন বাহিনী। আহল এফকে ও আল হুসেনের বিপক্ষে ভালো ফল করা সম্ভব, এমনটাই মনে করছে বাগান শিবির। বিশেষ করে ঘরের মাঠে পারফরমেন্সের উচ্চতা বাড়াতে পারলে সেটা সম্ভব, এমনটাই ধারণা অভিজ্ঞমহলের।

বিশ্ব বক্সিংয়ের ফাইনালে তিনকন্যা

লিভারপুল, ১৩ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ৪৮ কেজি বিভাগের ফাইনালে উঠলেন ভারতের মীনাক্ষী হুড্ডা।

শনিবার সেমিফাইনালে মঙ্গোলিয়ার আল্টানসেতসেজ লুতসাইখানকে হারিয়ে রুপো নিশ্চিত করেছেন মীনাক্ষী। ফাইনালের লড়াইটা কিন্তু কঠিন হতে চলেছে ২৪ বছর বয়সি এই ভারতীয় বক্সারের। কারণ, ফাইনালে তিনি মুখোমুখি হবেন প্যারিস অলিম্পিকের ব্রোঞ্জজয়ী নাজিম কিজাইবের।

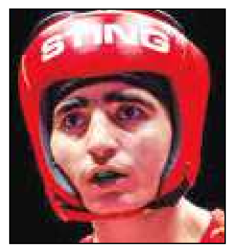

৪৮ কেজি ওজন বিভাগের ফাইনালে মীনাক্ষী হুড্ডা।

মীনাক্ষী ছাড়াও ফাইনালে উঠেছেন আরও দুই ভারতীয় বক্সার জেসমিন লাম্বোরিয়া ও নূপুর শেওরান। মহিলাদের ৫৭ কেজি বিভাগের সেমিফাইনালে ভেনেজুয়েলার ওমালিন আলকালাকে ৫-০ ফলে হারিয়েছেন জেসমিন। অন্যদিকে মহিলাদের ৮০ কেজি বিভাগের সেমিফাইনালে তুরস্কের সেয়মা দুজতাসকে হারিয়েছেন নূপুর।

সব মিলিয়ে মহিলাদের বক্সিংয়ে তিনটি সোনা জয়ের হাতছানি ভারতের সামনে।

আজ ডায়মন্ডের বিরুদ্ধে আত্মবিশ্বাসী ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : প্রতিশোধের ম্যাচ নয়। বরং আর পাঁচটা ম্যাচের মতোই ডায়মন্ড হারবার এফসি ম্যাচকে নিয়ে ভাবছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ।

রবিবার কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের ম্যাচে ডায়মন্ড হারবারের মুখোমুখি হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। যা লাল-হলুদ সমর্থকদের চোখে 'প্রতিশোধের ম্যাচ'। ডুরান্ড কাপ সেমিফাইনালে কিবু ভিকুনার দলের কাছে হারের ক্ষত এখনও দগদগে লাল-হলুদ জনতার মনে। যদিও কোচ বিনো জর্জ কিন্তু এইসব নিয়ে ভাবতে নারাজ। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, 'ডায়মন্ড হারবার ভালো দল। তবে এই ম্যাচটা প্রতিশোধের হিসেবে দেখছি না। আর পাঁচটা ম্যাচের মতোই জেতার মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামব। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মতো দলের বিরুদ্ধে সবাই জিততে চাইবে। ডায়মন্ডের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।' কার্ড সমস্যা কাটিয়ে দলে ফিরছেন দেবজিৎ মজুমদার, সায়ন বন্দোপাধ্যায়। জেসিন টিকে-ও অনেকটাই সুস্থ। ফলে মাঠে নামার আগে আত্মবিশ্বাসী লাল-হলুদ।

এদিকে ডায়মন্ড হারবারও ইস্টবেঙ্গলের চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি। তাদের কোচ দীপাঙ্কুর শর্মা বলেছেন, 'সুপার সিক্সের প্রতিটি ম্যাচকে ফাইনাল ধরে আমরা খেলতে নামছি। আমাদের সবকয়টি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। এই ম্যাচ জেতার লক্ষ্যে ছেলেরা মাঠে নামবে।'

এই মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গল ও ডায়মন্ড হারবার দুই দলই সুপার সিক্সে প্রথম ম্যাচ জিতেছে। তবে ইস্টবেঙ্গল-ডায়মন্ড ম্যাচকে কলকাতা লিগের নির্ণায়ক ম্যাচ বলা যাবে না। কারণ, সুপার সিক্সে ইউনাইটেড স্পোর্টস এখনও একটাও ম্যাচ খেলেনি। তবে ইস্টবেঙ্গল-ডায়মন্ড ম্যাচে যে দল জিতবে, সে অন্যদের থেকে খানিকটা এগিয়ে থাকবে। অন্যদিকে রবিবার কলকাতা লিগের অপর ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টস খেলবে ক্যালকাটা কাস্টমসের বিরুদ্ধে।

কলকাতা লিগ

অবনমন এড়াল মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : কলকাতা লিগে অবনমন এড়াল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। অবনমন বাঁচাতে ১ পয়েন্টের দরকার ছিল মহমেডানের। শনিবার অবনমন রাউন্ডের ম্যাচে রেলওয়ে এফসি-কে ৬-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে সাদা-কালো শিবির। জোড়া গোল করেন অ্যাডিসন সিং। বাকি গোল শিবা মান্ডি, সাকা, বামিয়া সামাদ ও লালরো থাঙ্গার। রেলের গোলস্কোরার প্রশান্ত দাস।

এদিকে, শনিবারও সাদার্ন সমিতি দল না নামানোয় ম্যাচ নামার আগেই বাড়তি সুবিধা পেয়ে যায় মহমেডান।

খেতাবি লড়াইয়ে সাত্ত্বিক-চিরাগ

কোওলুন, ১৩ সেপ্টেম্বর : হংকং ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সিঙ্গলসে ফাইনালে উঠলেন লক্ষ্য সেন। শনিবার সেমিফাইনালে তিনি ২৩-২১, ২২-২০ পয়েন্টে হারিয়ে দেন প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই চাইনিজ তাইপের চৌ তিয়েন চেনকে। ফাইনালে লক্ষ্যর সামনে দ্বিতীয় বাছাই চিনের লি শিফেং। পুরুষদের ডাবলসে খেতাবি লড়াইয়ে জায়গা করে নিয়েছেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টিও। সেমিফাইনালে তাঁরা ২১-১৭, ২১-১৫ পয়েন্টে জিতেছেন চাইনিজ তাইপের চেন চেং-কুয়ান ও লিন বিং-ওয়েইয়ের বিরুদ্ধে। ফাইনালে ভারতীয় জুটিকে চ্যালেঞ্জ জানাবেন চিনের লিয়াং ওয়েইকেং-ওয়াং চাং।

ফাইনালে লক্ষ্যও

খোঁজখবর নিয়েই 'মিশন মোহনবাগানে' আহল এফকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : অচেনা কলকাতাকে জানতে আহল এফকে-র ভরসা অতীতে এই শহরে খেলে যাওয়া তুর্কমেনিস্তানেরই দুই ক্লাব।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচ খেলতে শুক্রবার রাতে কলকাতায় এসেছে আহল। ক্লান্তি সরিয়ে রেখে শনিবার বিকেলেই প্রস্তুতিতে নেমে পড়ল তুর্কমেনিস্তানের ক্লাবটি। অনেক ভাবনাচিন্তা করেই হাতে তিনদিন সময় নিয়ে কলকাতায় এসেছে তারা। আহল এফকে দলের কোচ এজিজ আন্নামুহাম্মেদভ একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন, 'কলকাতা ও তুর্কমেনিস্তানের আবহাওয়া অনেকটাই আলাদা। সেজন্যই কিছুটা সময় হাতে নিয়ে এসেছি। আশা করছি পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে ছেলেরা।'

আহল প্রথমবার ভারতে এলেও তুর্কমেনিস্তানের অন্য দুই ক্লাব এফকে আর্কাদাগ ও আল্টিন আসির গত মরশুমেই ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলে গিয়েছে। এজিজ বললেন, 'ওরা অন্য ক্লাবের সঙ্গে খেলতে এসেছিল। তবে আল্টিন এবং আর্কাদাগের থেকেই ভারতীয় ফুটবল, এখানকার পরিবেশ সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা পেয়েছি। সেটা কাজে লাগছে।' ভারতে আসার আগে গত প্রায় একটা সপ্তাহ সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে অনুশীলন করেছে আহল।

চ্যাম্পিয়ন নন্দঝাড় ছাত্র সমাজ

শালকুমারহাট, ১৩ সেপ্টেম্বর : স্পেশাল মডার্ন পিরিয়ড ক্লাবের মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল উত্তর দিনাজপুর নন্দঝাড় ছাত্র সমাজ। শনিবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে রাজাভাতখাওয়া গার্লস ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। প্রধানপাড়ার বোলেবম কমিটির মাঠে গোল করেন ম্যাচের সেরা রাখি মণ্ডল। অন্য গোলটি তনু বিশ্বাসের। প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার নন্দঝাড়ের দীপা সিনহা। সেরা গোলরক্ষক একই দলের সুস্মিতা সিনহা। সেরা ডিফেন্ডার নন্দঝাড়ের ফতেমা খাতুন। সর্বোচ্চ গোলস্কোরার রাজাভাতখাওয়ার মলিতা মুন্ডা।

« খেতাব জয়ের পর নন্দঝাড় ছাত্র সমাজ। ছবি : সুভাষ বর্মন

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 35C 94981 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "স্বল্প পরিমাণ একটি আশা নিয়ে আমি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনেছিলাম এবং বর্তমানে আমি এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ জয়লাভ করেছি। এই নতুন সূচনার জন্য আমি এবং আমার পরিবার ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ থাকবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা নজরুল ইসলাম - কে 19.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জিতল রয়্যাল এফসি

চ্যাংরাবান্ধা, ১৩ সেপ্টেম্বর : ভাই ভাই সংঘ ও পাঠাগারের ভাই ভাই কাপ নকআউট ফুটবলে শনিবার শুলকাপাড়ার রয়্যাল এফসি ৩-০ গোলে হারিয়েছে ময়নাগুড়ির শান্তি সংঘকে। লাল স্কুল ময়দানে জোড়া গোল করে ম্যাচে সেরা হন রয়্যালের উত্তম সাউ। অন্য গোলটি রাজ ওরাওঁয়ের। সোমবার নামবে মেটেলির ধূপঝোড়া একাদশ ও বীরপাড়ার আমবাড়ি বিপ্লব সংঘ ফুটবল অ্যাকাডেমি।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন উত্তম সাউ। ছবি : শতাব্দী সাহা

মৃণাল কাপ শুরু

মালদা, ১৩ সেপ্টেম্বর : ইংরেজবাজার কোতোয়ালি অঞ্চলের টিপাজানি মৃণালকান্তি স্মৃতি সংঘের ১৬ দলীয় মৃণাল মেমোরিয়াল কাপ শুরু হল শনিবার। প্রথম দিনের পর কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে ওল্ড মালদা যুব ফুটবল দল, লক্ষ্মীপুর এলএসএস, মনুমেন্ট ক্লাব, রিক ইলেভেন, এনএনজি ইন্টারন্যাশনাল, লর্ড শিবা, শিবশক্তি ও অমৃতি ক্লাব। রবিবার সেমিফাইনাল ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

ফাইনালে ইউকেএফসি

বীরপাড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর : জুবিলি ক্লাবের এমপি কাপ নকআউট ফুটবলের ফাইনালে উঠল কার্সিয়াংয়ের ইউকেএফসি। শনিবার প্রথম সেমিফাইনালে ইউকেএফসি টাইব্রেকারে ৪-১ গোলে রেডবুল ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ২-২ ছিল। ম্যাচের সেরা ইউকেএফসির চিরাগ ভুজেল।

জয়ী সেভেন স্টার

হলদিবাড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের ছত্রধর রায় বসুনিয়া ও বাণী রায় বসুনিয়া ট্রফি জুনিয়ার লিগ কাম নকআউট ফুটবলে শনিবার কচুয়া বোয়ালমারি সেভেন স্টার ২-০ গোলে হারিয়েছে রাজমিস্ত্রি ইউনিয়ন ফতেমামুদ দলকে। জোড়া গোল করেন জয় দাস। রবিবার মুখোমুখি হবে কাঞ্চার মোড় ব্যবসায়ী সমিতি ও হলদিবাড়ি মাজার শরিফ।